NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ কয়েকদিন বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চায় 'দিন' পালনেই কি দায়িত্ব সীমায়িত থাকবে

মালদাতেও পৌঁছচ্ছে আধার বাতিলের নোটিস, সাহায্যের আশ্বাস প্রশাসনের ৬

কলকাতা ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ১০ ফাল্গুন ১৪৩০ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ২৫২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 23.2.2024, Vol.17, Issue No. 252, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

চোপড়ায় ২ লক্ষ আর্থিক সাহায্য মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: চোপড়ায় মৃত শিশুদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সূত্রে খবর, প্রতিটি শিশুর পরিবারকে দু'লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের এই সংক্রান্ত নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় কিছু দিন আগে নর্দমার জন্য কাটা মাটি চাপা পড়ে চার শিশুর মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল। চোপড়ার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চেতনাগজ গ্রামের সেই ঘটনায় বিএসএফের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তোলে তৃণমূল। অভিযোগ, বিএসএফের খোঁড়া নালায় মাটি চাপা পড়ে ওই শিশুদের মৃত্যু হয়েছে। এর পর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে চোপড়ায় যান রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং গোলাম রব্বানি। ছিলেন চোপড়ার বিধায়ক হামিদুর রহমান, ইসলামপুর পুরসভার পুরপ্রধান কানাইলাল আগরওয়ালও।

লুক আউট নোটিস জারি করল ইডি

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি: বিদেশি মুদ্রা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে বাইজুস প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিস জারি করল ইডি। অর্থাৎ আপাতত দেশ ছেড়ে যেতে পারবেন না বাইজু রবীন্দ্রন। বিদেশি মুদ্রা আইন লঙ্ঘন করার অভিযোগে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তাদের ৯ হাজার কোটি টাকা জরিমানা করে। ব্যবসায়িক দিক থেকেও কার্যত ধসে গিয়েছে বাইজুস। ৯০ শতাংশ কমে গিয়েছে তাদের ব্র্যান্ড ভ্যালু। দেনায় ডুবে গিয়েছে এক সময়ের জনপ্রিয় সংস্থাটি। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ, রবীন্দ্রনকে সরিয়ে নতুন করে বাইজুসের বোর্ড বানানোর প্রস্তাব দিয়েছেন বিনিয়োগকারীরা। তার মধ্যেই রবীন্দ্রনের অস্বস্তি বাড়িয়েছে অভিবাসন দপ্তর। বিদেশি মুদ্রা আইনবিরোধী কাজের জন্য রবীন্দ্রনের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিস জারি করার আবেদন জানিয়েছিল ইডি। সেই আবেদনে সাড়া দিয়েছে অভিবাসন দপ্তর।

'যারা আইন ভেঙেছে গ্রেপ্তার হবেই', সন্দেশখালিতে দাঁড়িয়েই বার্তা ডিজির

নিজস্ব প্রতিবেদনী সন্দেশখালিতে রাত কাটিয়ে বৃহস্পতিবার কলকাতায় ফিরে গেলেন ডিজি রাজীব কুমার। যাওয়ার সময় সংবাদমাধ্যমকে জানিয়ে গেলেন, 'যারা আইন ভেঙেছে তারা কেউ ছাড় পাবে না। জমি বা অন্য কোনও সমস্যা, অভিযোগ থাকলে আমাদের জানান। পুলিশ ব্যবস্থা নেবে। আইন কেউ নিজেদের হাতে তুলে নেবেন না। পুলিশ প্রশাসনকে সহযোগীতা করুন। ভয় পাবেন না, পুলিশ প্রশাসন মানুষের পাশে আছে। অন্যায়কারীরা শাস্তি পাবে বলে জানান রাজীব কুমার।' তিনি আরও বলেন, 'আমি এখানে এসেছিলাম আমাদের ফোর্সের সঙ্গে কথা বলতে।' রাজীব কুমার বেরিয়ে যেতেই এসপি বসিরহাট পুলিশ ফোর্স নিয়ে বের হন। চলে টহল। এমনকী ডিআইজি বারাসাত ভাস্কর মুখোপাধ্যায় যান সন্দেশখালি। এলাকায় গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। তাদের সবরকম সাহায্যের আশ্বাসও দিয়ে আসেন তিনি।

বুধবার সকালে ধামাখালির থেকে লঞ্চে করে দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ সন্দেশখালি আসেন ডিজি রাজীব কুমার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার, বসিরহাটের পুলিশ সুপার হাসান মেহেদি রহমান। টোটো করে সন্দেশখালি থানায় এসে এক ঘণ্টার উপরে পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। পরে সিভিক ভলান্টিয়ার-সহ পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে আলাদা করে দুই দফায় বৈঠক করেন তিনি। এরপর চলে যান সন্দেশখালির পিডব্লুউডি গেস্ট হাউজে। সেখান থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ লঞ্চে রায়মঙ্গল নদী পথে বড় তুসখালির পথে বের হন। নদীতে তাঁর লঞ্চের আলো নিভিয়ে গোপন অভিযান চালানো হয়। আবার সাড়ে আটটা নাগাদ সন্দেশখালি ঘাটে ফিরে গেস্ট হাউজে ঢুকে যান। রাত ১০ টা নাগাদ তিনি আবার বাইকে চেপে খুলনার দিকে যান। বেশ কিছুক্ষণ পর আবার পিডব্লুউডি-র গেস্ট হাউজে ফিরে আসেন। এবং রাতেই পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে আবার বৈঠক করেন। তাঁর রাতের অভিযান ঘিরে মানুষের মধ্যে নতুন করে গ্রেপ্তারির কৌতুহল তৈরি হলেও শেষমেশ তা হয়নি। এদিন সকালে সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের মাধ্যমে এলাকার মানুষদের ভীত না হওয়ার বার্তা দিয়ে সন্দেশখালি থেকে লঞ্চে ধামাখালিতে পৌঁছে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। রাস্তায় তাঁর কনভয় থামিয়ে কর্মরত মহিলা পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের কোনও সমস্যা হচ্ছে কিনা তা জানতে চান।

ইতিমধ্যে সন্দেশখালিতে বসানো হয়েছে সিসিটিভি। প্রায় দেড় মাস ধরে 'ফেরার' সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান। তা নিয়ে তোলপাড় রাজনৈতিক মহল। প্রশ্নের মুখে রাজ্য পুলিশের ভূমিকা। মামলার জল গড়িয়েছে আদালতেও। শিবু, উত্তম সর্দাররা গ্রেপ্তার হলেও কেন শেখ শাহজাহানকে ধরতে পারছে না পুলিশ, তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে উঠছে প্রশ্ন।

যদিও রাজ্য পুলিশের ডিজির দাবি, আদালতের কারণেই পুলিশ শাহজাহানকে ধরতে পারছে না। কারণ, ইডির সওয়ালেই আদালত রাজ্য পুলিশের এফআইআরে স্থগিতাদেশ জারি করেছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও এক সংবাদমাধ্যমে আদালতের বাধায় শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হচ্ছে না বলেই দাবি করেন।

কলকাতা ফিরেই নবান্নে রাজীব কুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালি থেকে কলকাতায় ফিরেই নবান্নে যান ডিজি রাজীব কুমার। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে,বুধবার থেকে সন্দেশখালির যা পরিস্থিতি তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন তা সবটাই হয়তো মুখ্যমন্ত্রীকে জানাতেই গিয়েছিলেন।

অবস্থান বিক্ষোভ থেকে গ্রেপ্তার, লঞ্চে ঘুরিয়ে জামিন সুকান্তকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ফের একবার উত্তপ্ত হল সন্দেশখালি। শেখ শাহজাহানের অবিলম্বে গ্রেপ্তারির দাবিতে সন্দেশখালি থানার বাইরে অবস্থানে বসে পড়েছিলেন বঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ধরে অবস্থান বিক্ষোভ চালাচ্ছিলেন তিনি। পুলিশের তরফে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় সুকান্তদের। বলা হয়, এভাবে অবস্থান চালানো যাবে না। প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপেরও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। আর এরপরই থানার ভিতর থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী বাইরে বেরিয়ে আসে। আটক করা হয় বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে। সুকান্ত-সহ অন্যান্য বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের থানার সামনে থেকে কার্যত ঠেলে ধামাখালি ঘাটের দিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে পুলিশ।

পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময় সুকান্ত সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশে বলতে থাকেন, 'দেখুন কীভাবে পুলিশ আমাকে ধাক্কা দিয়ে, টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। কীভাবে গ্রেপ্তার করছে দেখুন।' এসবের মধ্যে সুকান্ত মজুমদারকে টোটোয় তুলে ধামাখালি ঘাটের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় পুলিশের তরফে। সুকান্তকে নিয়ে টোটোয় করে পুলিশ চলে আসে ধামাখালি ঘাটে। সেখানে পুলিশের একটি লঞ্চে চাপানো হয় বঙ্গ বিজেপির সভাপতিকে। এমভি বাগদাদ নামে পুলিশের একটি লঞ্চে চাপিয়ে সুকান্তদের নিয়ে মাঝ নদীতে চড়কিপাক খেতে থাকে পুলিশ। বার বার লঞ্চের অভিমুখ বদল হয়। একবার ধামাখালির দিকে, একবার সন্দেশখালির দিকে, একবার খুলনার দিকে লঞ্চের মুখ ঘুরিয়ে, আবার ধামাখালির দিকে ঘোরানো হয় লঞ্চের অভিমুখ। লঞ্চের ভিতরে আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। বেশ কিছুক্ষণ পর ধামাখালির ফেরি ঘাটে নোঙর করা হয় পুলিশের নৌকো। নামানো হয় সুকান্ত মজুমদারকে। পরে জামিন দিয়ে মুক্ত করা হয় সুকান্তকে। এদিন কলকাতা ফিরে রাতে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন।

নিশানায় রাজীব কুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার সন্দেশখালিতে দাঁড়িয়েই দাপুটে এই তৃণমূল নেতার হদিশ দিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বললেন, 'সন্দেশখালির আইসি ও এসপির কলরেকর্ড খতিয়ে দেখলেই হদিশ মিলবে শাহজাহানের।' সুকান্তর দাবি, শাহজাহানকে পালানোর বুদ্ধি দিয়েছেন ডিজি রাজীব কুমার। এদিন ফের শাহজাহানকে পরিকল্পনা মাফিক লুকিয়ে রাখার অভিযোগ করেন রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে। সুকান্ত বলেন, 'আইসি ও এসপির কলরেকর্ড খতিয়ে দেখলেই হদিশ মিলবে শাহাজাহানের। আমার তো ধারনা রাজীব কুমারই ওকে পালানোর বুদ্ধি দিয়েছেন।' মুখ্যমন্ত্রীকেও আক্রমণ করেছেন তিনি।

'খালিস্তানি' ইস্যুতে রাজভবনে শিখ সম্প্রদায়, স্মারকলিপি পেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালি এলাকায় কর্তব্যরত আইপিএস অফিসার জসপ্রীত সিংকে 'খালিস্তানি' বলে শুভেন্দু অধিকারীর কটাক্ষের জেরে তোলপাড় শিখদের মহলে। বিরোধী দলনেতার ওই মন্তব্য আসলে তাঁদের পবিত্র পাগড়ির অপমান বলে অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। এবার এ বিষয়ে হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়ে রাজ্যপালের দ্বারস্থ হলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল শিখ কমিউনিটি। বৃহস্পতিবার তাদের এক প্রতিনিধিদল রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। তাঁদের আর্জি, শিখ সম্প্রদায়ের অবমাননা নিয়ে পদক্ষেপ করুন রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান। কলকাতায় বিজেপি পার্টি অফিসের সামনে থেকে শুরু করে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে শিখ সম্প্রদায়ের মানুষজন বিক্ষোভ শুরু করেন। বৃহস্পতিবার কলকাতার শিখ সম্প্রদায়ের ৭ জন প্রতিনিধি এদিন যান রাজভবনে, রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে। এ বিষয়ে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ চেয়ে তাঁরা স্মারকলিপিও দেন। রাজভবন থেকে বেরিয়ে তাঁরা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'আমরা ওঁর সঙ্গে দেখা করলাম আজ। জানালাম আমাদের এই পাগড়ির ইতিহাসের কথা। এটা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত সম্মানের, গর্বের। একজন কর্তব্যরত আইপিএস অফিসারকে শুভেন্দু অধিকারী 'খালিস্তানি' বলে যে অপমান করেছেন, তা খুব লজ্জার। আমরা ওঁকে বলেছি, আপনি যতটা পারবেন, এবিষয়ে পদক্ষেপ নেবেন। দোষীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। উনি আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে মুখ্যমন্ত্রীকে এনিয়ে চিঠি লিখবেন। জানাবেন, যাতে দ্রুত দোষীদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা হয়।' পরে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বিবৃতি দিয়ে জানান, কোনও ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করা অনুচিত। শিখদের পাশে রয়েছে বাংলা।

অশান্তির সূত্রপাত মঙ্গলবার। অশান্ত সন্দেশখালি সংলগ্ন ধামাখালির কাছে বিজেপি প্রতিনিধিদলকে আটকায় পুলিশ। সেই দলে ছিলেন ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের স্পেশ্যাল সুপার, আইপিএস অফিসার জসপ্রীত সিং। শিখ সম্প্রদায়ের ওই আইপিএসের মাথায় স্বভাবতই পাগড়ি ছিল। অভিযোগ, আর তা দেখেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নাকি 'ওটা খালিস্তানি' বলে কটাক্ষ করেন। তাতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ওই পুলিশ অফিসার। পালটা প্রশ্ন করেন, 'আমার মাথায় পাগড়ি দেখে খালিস্তানি বলছেন? এ কেমন কথা?' উভয়ের তর্কবিতর্কে ধামাখালির কাছে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। শুভেন্দুর হয়ে কথা বলতে যান অগ্নিমিত্রা পল। তিনিও বেশ উত্তেজক কথাবার্তা বলেন। একজন পুলিশ আধিকারিককে 'খালিস্তানি' বলার জের গড়ায় বহু দূর।

আদিবাসী ও জনজাতিদের সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটের আগে আদিবাসী ও জনজাতির মানুষদের কথা শুনতে বৈঠকে বসলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘণ্টা দেড়েক বৈঠকে তাঁদের অভাব অভিযোগ শুনে এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা তাদের কাছে আরো ভালোভাবে পৌঁছে দিতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। বিকেলে নবান্ন সভাঘরে ওই বৈঠকে সাঁওতাল, ভুমিজ, মুন্ডা, লোধা, একাধিক কুড়মি সামাজিক সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা এবং রাজ্যের দুই মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা ও জ্যোৎস্না মান্ডি। সেই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সরকারি আধিকারিকদের একাংশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

বিস্তারিত ২ -এর পাতায়

অধ্যাপকের বিরুদ্ধে যৌন প্রস্তাবের অভিযোগ ছাত্রীর

ফের বিতর্কে যাদবপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: র‍্যাগিংয়ের জেরে মেধাবী ছাত্রমৃত্যুর ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের বিতর্কের কেন্দ্রে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। আবারও অধ্যাপকের বিরুদ্ধে যৌন প্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগে সরগরম বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। অধ্যাপকের বিরুদ্ধে যাবতীয় অভিযোগ বিস্তারিতভাবে জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে ইমেল পাঠিয়েছেন এমএ চূড়ান্ত বর্ষের সেই ছাত্রী। যদিও ওই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপ করেছে কি না, তা জানা যায়নি এখনও। তবে ওই ছাত্রীর অভিযোগ রীতিমতো চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে। জার্নালিজম ও মাস কমিউনিকেশন বিভাগের স্নাতকোত্তরের ছাত্রীর অভিযোগ, পরীক্ষার সময়ে তাঁকে শারীরিক ও মানসিকভাবে হেনস্তা করেছেন ওই অধ্যাপক। তাতে তাঁর মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে। মন দিয়ে পড়াশোনা করতে পারছেন না। সেক্ষেত্রে সর্বদা ভালো ফলাফল করলেও স্থির হয়ে ভালোভাবে আসন্ন পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। ছাত্রীর আরও অভিযোগ, ওই অধ্যাপক তাঁকে যৌন সম্পর্ক তৈরির প্রস্তাব দিয়েছেন একাধিকবার। কখনও সরাসরি, কখনও আবার নিজের অনুগতদের মাধ্যমে বার্তা পাঠিয়েছেন। কোনওবারই ওই ছাত্রী রাজি হননি। এর পরই তাঁর উপর চরম আঘাত নেমে আসে বলে অভিযোগ।

গত ২১ তারিখ ওই ছাত্রীর সেমিস্টারের পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষা দেওয়ার মাঝেই নাকি তাঁকে হল থেকে ডেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযোগ, তাঁকে ওই অধ্যাপক নিজের ঘরে ডেকে নেন। পরীক্ষায় টুকলির অভিযোগ তুলে অবাঞ্ছিতভাবে ছাত্রীর দেহ স্পর্শ করতে থাকেন ওই অধ্যাপক। ছাত্রী বিষয়টি রেকর্ড করে রাখার কথা বললে তিনি পালটা হুমকির সুরে জানান, তাঁর প্রস্তাবে ওই ছাত্রী রাজি না হলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও বের করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন অধ্যাপক! রেজিস্ট্রারকে লেখা অভিযোগপত্রে ছাত্রী আরও উল্লেখ করেছেন, জুটা অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের বামপন্থী সমর্থিত শিক্ষক সংগঠনে ওই অধ্যাপকের অত্যন্ত প্রভাব রয়েছে। আর সেই জোরেই তিনি এত হুমকি দিচ্ছেন।

গুলমার্গে তুষারধসে মৃত এক, ছয় রুশ পর্যটককে উদ্ধার সেনার

গুলমার্গ, ২২ ফেব্রুয়ারি:. জম্মু ও কাশ্মীরের গুলমার্গে তুষারধসে আটকে পড়েছিলেন সাত রুশ পর্যটক। তাঁরা সেখানে স্কি করতে গিয়েছিলেন। ছ'জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবারের ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন এক পর্যটক।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, গুলমার্গের উপরিভাগে কংডুরি ধাপে তুষারধস নামে বৃহস্পতিবার সকালে। খবর দেওয়া হয় সেনাবাহিনীকে। প্রশাসনের একটি দলের সঙ্গে অভিযানে নামে সেনা। উদ্ধারকাজের জন্য হেলিকপ্টার নামানো হয়। পিটিআইকে প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, স্থানীয়দের ছাড়াই সেখানে গিয়েছিলেন রুশ পর্যটকেরা।

ঘটনার বেশ কিছু ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। তাতে দেখা গিয়েছে, পর্যটকদের হাঁটু পর্যন্ত বরফে ঢুকে গিয়েছে। মাথার উপর ঘুরছে কপ্টার। এক ধরনের বিশেষ যানে চেপে বরফের উপর স্কি করতে যান পর্যটকেরা। তাকে বলে 'স্কিমোবাইল'। সেটিও বরফে আটকে রয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাঁদের উদ্ধার করা হয়।

কাশ্মীরের গুলমার্গে প্রতি বছরই শীতের সময় বহু পর্যটকের সমাগম হয়। মূলত স্কি এবং বরফে বিভিন্ন খেলাধূলার জন্য বিখ্যাত এই পর্যটন কেন্দ্র। চলতি বছর জানুয়ারির গোড়ার দিকে বরফ পড়েনি গুলমার্গে। ফলে পর্যটকেরা হতাশ হয়েছিলেন। ফেব্রুয়ারির শুরু থেকে সেই ঘাটতি মিটিয়ে ক্রমাগত তুষারপাত হচ্ছে গুলমার্গে। এ বার তা থেকেই বিপত্তি। চলতি মাসের শুরুতে সোনমার্গে শ্রীনগর-লেহ্ জাতীয় সড়কে তুষারধস হয়। যদিও হতাহতের খবর মেলেনি।

'সন্দেশখালির নির্যাতিতা'দের দেখা করতে পারেন মোদি!

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালি নিয়ে যখন অস্থিরতা তুঙ্গে, তারই মধ্যে বাংলায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর বারাসাতে সভা করার কথা আগেই জানানো হয়েছে। আগামী ৬ মার্চ রাজ্যে আসার কথা প্রধানমন্ত্রী। গেরুয়া শিবির সূত্রে খবর, সন্দেশখালির 'নির্যাতিতা'দের সঙ্গে দেখা করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর সভা মঞ্চেও হাজির থাকতে পারেন ওই গ্রামের মহিলারা। ধর্ষণ-সহ একাধিক অভিযোগে সম্প্রতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সন্দেশখালি। দিনের পর দিন বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার চলত, এমন অভিযোগও সামনে আসে। কখনও রাজ্যপালের কাছে, কখনও মহিলা কমিশন বা এসসি-এসটি কমিশনের কাছে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মহিলারা। এবার তাঁদের মুখোমুখি হতে পারেন খোদ প্রধানমন্ত্রী।

বৃহস্পতিবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যদি তাঁরা দেখা করতে চান, তাহলে অবশ্যই আমরা দেখা করাব। তাঁদের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করছে।' তিনি আরও বলেন, 'মহিলারা তৃণমূল নেতাদের হাতে শোসিত হচ্ছে, অত্যাচারিত হচ্ছে। তৃণমূল হাত থেকে তাঁদের মুক্তি দিতেই প্রধানমন্ত্রী আসছেন রাজ্যে।' এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর মঞ্চে যাঁদের নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন, ওদের নিয়ে আগে কেন উদ্যোগ নেন নি?'

সন্দেশখালিতে তৃণমূল নেতা ঘনিষ্ঠ শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন গ্রামবাসীরা। অভিযোগ ওঠে শাহজাহান ঘনিষ্ঠ উত্তম সর্দার ও শিবু হাজরার বিরুদ্ধে। প্রথমে উত্তম ও পরে শিবুকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ। শিবুর বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে গণধর্ষণের মামলা। তবে শাহজাহানের খোঁজ পাওয়া যায়নি এখনও। গোটা এলাকায় কার্যত আগুন জ্বলছে, কখনও কখনও সেটা বিস্ফোরণের আকার নিচ্ছে। বিজেপি নেতারা একাধিকবার সন্দেশখালিতে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেয়েছেন বলে অভিযোগ। এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রী কী বার্তা দেবেন, সে দিকে তাকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক মহল।

প্রধানমন্ত্রীর বাংলা সফর নিয়ে জল্পনা

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
গত ১৮/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৯৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Asraf Ali Mallick ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Mansur Ali Mallick ও A. Ali Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ০৯/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২০৫৩ নং এফিডেভিট বলে Sekh Sanowar Hossain S/o. Sekh Mohobuber Rahaman ও Sk. Sanwar Hossain S/o. Sk. M. Rahaman সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ২৫/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৪৪ নং এফিডেভিট বলে Jayanta Mondal S/o. Jitendra Kumar Mondal ও Dr. Jayanta Kr. Mondal S/o. J. K. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ২১/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৬২৮ নং এফিডেভিট বলে Samit Kumar Pal S/o. Radhakanta Pal ও Samit Kr. Paul S/o. R. K. Paul সাং পূর্ব সেখপাড়া, মগড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ২০/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৫০৯ নং এফিডেভিট বলে Syamali Chakraborty W/o. Partha Banerjee ও Shyamali Banerjee W/o. P. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ২১/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৬২৫ নং এফিডেভিট বলে Sk. Samsul Haque S/o. Sekh Mansur Ali Hak ও Sk. Samsul S/o. Sk. Monsur সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ২২/০২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১২৯৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Prodyut Mallik & Pradyut Mallik ও আমার পিতা Protap Mallik, Pratapaditya Mallik & Lt. Pratap Mallik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ২২/০২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Rahul Mitra S/o. Ashok Kumar Mitra ও Rahul Mitra S/o. A. Mitra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৯/০২/২৪ S.D.E.M., Suri, Birbhum কোর্টে ১৭৭০ নং এফিডেভিট বলে আমি Sudipta Dutta S/o. Chandicharan Dutta ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্র Birendra Dutta ও Birendra Prasad Dutta S/o. Sudipta Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী
আমি Ikram Biswas 9-2-24 নোটারী পাবলিক কৃষ্ণনগরের এফিডেভিটে আমার পিতা Osman Biswas ও Usman Biswas একই ব্যক্তি গ্রাম- হাটখোলা, পোষ্ট- মহাখোলা, চাপড়া নদীয়া।

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে আগ্রহী ক্রেতা অভিজিৎ ঘোষ, পিতা- সুকুমার ঘোষ, সাং-গাংচা, পোঃ- পাটুয়া, থানা- চন্দ্রকোনা টাউন, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর। নিম্নলিখিত সম্পত্তি পঞ্জাব ন্যাশেনাল ব্যাঙ্ক আনন্দপুর শাখার মর্টগেজ রাখিয়া ঋনগ্রহন করিতে উদ্যেগ লইয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রয়কোবলা দলিল যাহার নম্বর ৮০০ তারিখ ১২-০২-১৯৮২ দাতা ব্যাপটিস চার্জ দীং গ্রহীতা- জয়ন্তী হাজরা এর নামিত আসল দলিলটি শঙ্কর হাজরা মধুসুদন নগর হইতে কেরানীটোলা আসিবার সময় ১৪-০৭-২০২৩ তারিখে হারিয়ে যায়। ১৮-০৭-২০২৩ তারিখে G.D.E No. 20 নং ডাইরী মেদিনীপুর থানায় করা হইয়াছে। উক্ত দলিলটির আসল কপি যদি কেহ পাইয়া থাকেন বা সম্পত্তি মালিকানা সম্বন্ধে আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি জারীব ৭ দিনের মধ্যে পাঞ্জাব ন্যাশেনাল ব্যাঙ্ক আনন্দপুর শাখায় যোগাযোগ করিবেন।

সম্পত্তির বিবরন
জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- মেদিনীপুর, জে. এল. নং- ১৬৮, মৌজা- চাঁদিয়ানা বাজার, দাগ নং- ৯৯/৮৫০, পরিমান- ৪.৮৮ ডেঃ বাস্তু।

বিজ্ঞপ্তি
মাননীয় ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত, চন্দননগর
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নম্বর ০৮/২০২৩
সলিল বিশ্বাস ওঃ সলিল কুমার বিশ্বাস ...দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, সলিল বিশ্বাস ওঃ সলিল কুমার বিশ্বাস পিতা- ঁকার্ত্তিক কুমার বিশ্বাস, সাং- নীলকণ্ঠ সরকার স্ট্রীট, বাগবাজার, পোঃ ও থানা- চন্দননগর, জেলা- হুগলী মাননীয় ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত, চন্দননগর-এর নিকট তাহার পিতা- ঁকার্ত্তিক কুমার বিশ্বাস পিতা- ঁরাসেশ্বর বিশ্বাস সাং নীলকণ্ঠ সরকার স্ট্রীট, বাগবাজার, পোঃ ও থানা চন্দননগর, জেলা- হুগলী দ্বারা এ.ডি.এস.আর, চন্দননগর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩ নং বহির ইংরাজী ১৯৯৫ সালের ২১ নং উইলে উল্লিখিত জেলা- হুগলী, মৌজা, থানা ও এ.ডি.এস.আর অফিস চন্দননগরের অধীন ১ নং জে.এল ভুক্ত ৮ নং আদায় বিভাগের ১৫ নং হোল্ডিংভুক্ত বাগবাজার নীলকণ্ঠ সরকার স্ট্রীট এলাকাস্থিত ১২ নং সীটে ১২৭ নং খতিয়ানের ২০৫ নং দাগে .০২৬২ সহস্রাংশ বাস্তু মায় গৃহাদীর প্রবেট পাইবার জন্য ইংরাজী ২০২৩ সালের ৮ নম্বর এ্যাক্ট ৩৯ কেস দাখিল করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিজে/উপযুক্ত মাধ্যমে অত্র আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় নির্দিষ্ট সময়ান্তে একতরফা শুনানী শেষে দরখাস্তকারীর পক্ষে তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইবে।
দরখাস্তকারী পক্ষের উকিলবাবু
নেপাল চন্দ্র সেন।
আইনজীবী

অনুমত্যানুসারে
Sandip Das
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত,
চন্দননগর, হুগলী

নাম পরিবর্তন
আমি সায়িক, পিতা - শ্রী কমলেশ ভট্টাচার্য্য, ঠিকানা - সাবেক - ১৫/১, হাল ১৫/১/১, মহীনাথ পোড়েল লেন, পোষ্ট অফিস - সালকিয়া, থানা - মালিপাঁচঘড়া, জেলা - হাওড়া- ৭১১ ১০৬, (পশ্চিমবঙ্গ), ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল মেজিস্ট্রেট, হাওড়া কোর্ট, এর Affidavit দ্বারা সায়িক ভট্টাচার্য্য নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. R-2 dated 20.02.2024 সায়িক ও সায়িকভট্টাচার্য একই ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি
আমরা ১) সৌনক সোম, পিতা - স্বর্গীয় কল্যাণ সোম, ঠিকানা- শ্যামবাবুর ঘাট, পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২১০১।
২) অর্ণব ব্যানার্জ্জী, পিতা- প্রনয় ব্যানার্জ্জী, ঠিকানা- বাঁশবেড়িয়া, পি.সি. নন্দন রোড, পোঃ- বাঁশবেড়িয়া, থানা- মগরা, জেলা-হুগলী পিন-৭১২৫০২।
৩) দ্বৈপায়ন দাস, পিতা- দিলীপ কুমার দাস, ঠিকানা-২১/১৮০, মোগলটুলী লেন, পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০১।
৪) রাজ দাস, পিতা- রথীন দাস, ঠিকানা- মিয়ারবেড়, উত্তর গোরস্থান, পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১০১।
৫) পুলক কোলে, পিতা- মুকুল চন্দ্র কোলে ঠিকানা- জগুদাস পাড়া, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০৩।
৬) সুপ্রভাত ঘোষাল, পিতা-জয়ন্ত কুমার ঘোষাল, ঠিকানা-গ্রাম ও পোঃ রাজহাট, থানা-পোলবা, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১২৩।
এতদ্বারা জানাইতেছি যে, আমরা বিগত ৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিককাল সময় চুঁচুড়া আদালতে ল-ক্লার্ক হিসাবে কর্মরত আছি। আমরা পশ্চিমবঙ্গ ল-ক্লার্কস্ স্টেট কাউন্সিল, কলিকাতায় আমাদের লাইসেন্স ও এনরোলমেন্টের দরখাস্ত করেছি, উক্ত বিষয় কারোর কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে তাহা কাউন্সিল অফিসে দাখিল করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি
জেলা হুগলীর জেলা জজ আদালত
২০১৭ সালের ৩ নং ৩৯ নং আইন মোকর্দ্দমা
দরখাস্তকারীঃ- বিজয় চাঁদ ধাড়া ওঃ বিজয় ধাড়া
এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনকে ও অত্র মোকর্দ্দমার নিকট আত্মীয়কে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, অত্র মোকর্দ্দমার দরখাস্তকারী বিজয় চাঁদ ধাড়া ওঃ বিজয় ধাড়া, পিতা- ঁশিতল চন্দ্র ধাড়া, সাং- দশঘড়া, পোঃ- কামারপুকুর, থানা- গোঘাট, জেলা-হুগলী মহাশয় হুগলীর জেলা জজ আদালতে ২০১৭ সালের ৩ নং ৩৯ আইন মোকর্দ্দমা রুজু করিয়া মৃত শিতল চন্দ্র ধাড়ার কৃত উইলের প্রবেট পাইবার নিমিত্ত দরখাস্ত দাখিল করেন।
ইহাতে নিকট আত্মীয় (বি) রেবা দে কে পক্ষভুক্ত করিয়া দরখাস্ত দাখিল করিয়া ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে রেবা দে গত ১০/৭/১৮ তারিখে পরলোকগমন করিলে তাহার ওয়ারিশগণ যথা ১। চন্দন দে, পিতা- মুরারী দে, ২। মুরারী দে, পিতা- ঁরাধানাথ দে, সাং- নাদিকুল (তাজপুর), থানা- কোতুলপুর, জেলা-বাঁকুড়া, ৩। মৌসুমি কুন্ডু, স্বামী- তন্ময় কুন্ডু, সাং-হাওড়া, আন্দুল, থানা- গোলাবাড়ী, পোঃ- আন্দুলরোড, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১১০৩, ৪) সোমা কুন্ডু, স্বামী- অনুপম কুন্ডু, সাং- খানাকুল রাজহাটী, থানা- খানাকুল, পোঃ- রাজহাটী বন্দর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৪১৭ গনের পক্ষভুক্ত করিয়া দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। ইহাতে আপনাদের কোনও আপত্তি থাকিলে আপনারা স্বয়ং অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী দ্বারা অত্রাদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় একতরফা অত্র মোকর্দ্দমা শুনানী হইয়া যাইবে ।
দরখাস্তকারীর পক্ষে
শোভা মুখার্জ্জী।
উকিলবাবু

অত্রাদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
জেলা জজ আদালত।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১০ই ফাল্গুন, শুক্রবার, চতুর্দশী তিথি। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্রর মহাদশা বিংশোত্তোরী বুধের মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : যারা ইঞ্জিনিয়ারিং এ কর্মরত আছেন, যারা টেকনিক্যাল কর্মী, তাদের শুভ সৌভাগ্য। প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদেরও শুভ সৌভাগ্য।বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বিদ্যালয় এর ব্যাপারে সাময়িক যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। মহাদেবী শ্রীদুর্গার নাম করুন সর্ব শুভ নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ।প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। কিন্তু তিনজন ছলনাময়ী নারী এবং পুরুষের থেকে সতর্ক থাকা উচিত। আজ কোন প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ হতে পারে। বাড়ির প্রবীন নাগরিকের দ্বারা, তার বুদ্ধির দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে মামাতো ভাই বা বোনের দ্বারা উপকৃত হবেন। শত্রু র চক্রান্ত হবে, যদিও তারা সফল হতে পারবে না। সতর্ক থাকা শুভ বাণিজ্যে শুভ। অর্থ লাভ । ১০৮ বিল্লপত্র দেবদেব মহাদেবের চরণে দিলে শুভ নিশ্চিত।

মিথুন রাশি : পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের শরীর অসুস্থতার কারণে যে ব্যাধি যোগ ছিল, তা ধীরে ধীরে সুস্থ হওয়ার লক্ষণ প্রকাশিত হবে। দাম্পত্য শান্তির বাতাবরণ পরিবারে স্বজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ, বিশেষত যারা কর্মের অনুসন্ধানে রয়েছেন তাদের সৌভাগ্য প্রাপ্তি। প্রতিদিন ২১ টি তুলসীপত্র ভগবান বিষ্ণুর চরণে দিন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে শান্তির বাতাবরণ। স্ত্রীর বুদ্ধিতে, পরিবারে কোনো প্রবীণ সদস্যের বুদ্ধিতে, সমস্যার জট খুলবে। সন্তানের বিদ্যালয়ে নিয়ে যে বিশেষ দুশ্চিন্তা ছিল, তা মিটে যাওয়ার পথে। যানবাহন কেনার জন্য একটু ধৈর্য ধরুন। শুভ হবে, যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টটেটিভ তাদের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হবে, বাণিজ্য স্থিরতা আসবে মহাকালী মন্দিরে ১০৮ রক্ত জবা প্রদানে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : বাস্তু জমি ফ্ল্যাট ঘরবাড়ি বিষয়ে পরিবারে কনিষ্ঠ সদস্যের দ্বারা, বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে, মন অস্থির হয়ে উঠবে। যারা হোটেল রেস্টুরেন্ট এর ব্যবসা করেন তারা সতর্ক থাকবেন। কোন প্রভাবশালী মানুষ আপনার পরিবারের পারিবারিক বন্ধু হওয়ার সত্ত্বেও, আপনার বিপদের সাথ দেবে না। ভগবান গণেশের সামনে আপনার নাম গোত্র বলে ঘি এর প্রদীপ প্রজ্জলন করুন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : পরিবারে আনন্দের বাতাবরণ, ছোট ভ্রমণে সুখ বৃদ্ধি হবে, পরিবারে প্রবীণ মানুষের সহায়তা লাভ। যে বান্ধবকে একসময় আপনি উপকার করেছিলেন আজ তিনি আপনার উপকার করবেন। সন্তানের জন্য দুশ্চিন্তা কম হবে বিশেষত যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের। নিজের নাম গোত্র বলে ঘি এর প্রদীপ জ্বালুন বাবা ভোলেনাথ বিশ্বনাথের সামনে।

তুলা রাশি : আজ একটু সতর্ক থাকা ভালো গ্রহ সংস্থান শুভ নয়। পুরাতন বান্ধবী দ্বারা বিতর্ক। নতুন বান্ধব যাকে কিছু দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি কাজটি না করার জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। কনিষ্ঠ কন্যার জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। আজ বাণিজ্যে নতুন পথের যোগাযোগের কথা ছিল তা বাধা পড়বে, যারা অধ্যাপনা করেন তাদের আজ সতর্ক থাকা উচিত। মহাকালী মন্দিরে রক্ত জবা প্রদান করুন নিজের নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি ।তৃতীয় ব্যক্তির জন্য শান্তির বাতাবরণ। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল কাজ কর্মের মধ্যে যারা রয়েছেন, তাদের শুভ সৌভাগ্যবৃদ্ধি। দাম্পত্য বিচ্ছেদ বা ডিভোর্সের মামলা যাদের চলছে তারা আজ একটু এগিয়ে থাকবেন। সন্তানের জন্য মন কষ্ট মন দুঃখ বৃদ্ধি হবে। কর্মে সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সতর্ক থাকুন ছলনাময়ী নারীর থেকে। মহাকালি মন্ত্র।

ধনু রাশি : যারা লেখালেখি করেন শিল্পকলার মধ্যে আছেন, স্পষ্ট রুঢ় কথা বলার জন্য আজ সম্মানিত হবেন। সৎপথে সদ্ভাবে থাকার কারণে আপনি প্রশংসিত হবেন। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। যারা খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা করেন যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত একটু ধৈর্য ধরে কাজ করলে সম্মান বৃদ্ধি হবে, শিবলিঙ্গের সামনে একটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালুন নিজের নাম গোত্র বলে। শুভ হবে।

মকর রাশি : শুভ দিন। ইলেকট্রিক্যাল এবং মেকানিক্যাল কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা সন্তানের বিবাহের জন্য চিন্তিত আজ কোন শুভ খবরের সম্ভাবনা। রেল বা বিমান যোগে, যে দূর ভ্রমণের কথা ছিল তা বাস্তবায়িত হবে। পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি শান্তির বাতাবরণ। বাবা বিশ্বনাথের সামনে শিবলিঙ্গের সামনে প্রদীপ জ্বেলে, নিজের নাম গোত্র বলুন শুভ হবে ।

কুম্ভ রাশি : চঞ্চলতা এবং ধৈর্য হানির কারণে অশুভ গ্রহ যোগ। ছোট বিবাদকে নিয়ে বড় আকার ধারণ করতে পারে। পারিবারিক দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে অশান্তির কালো মেঘ। কনিষ্ঠ কন্যা বা কনিষ্ঠ পুত্রের কারণে দুশ্চিন্ত বৃদ্ধি। মহাকা

মীন রাশি : শুভদিন। বাণিজ্যে অর্থ লাভ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন , তাদের সফলতার ইঙ্গিত। মামার বাড়ি বা খুরতুতো কোনো সম্পর্কের দ্বারা আয় উন্নতি। প্রতিবেশীর দ্বারা কোনো সংবাদ আপনাকে এক ধাপ এগিয়ে দেবে। সতর্ক থাকুন শুধু ছলনাময়ী নারী থেকে। শিবলিঙ্গ এর সামনে সরিষার তৈলের প্রদীপ জ্বেলে নাম গোত্র বলুন শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নবান্নে আদিবাসী ও জনজাতির মানুষদের কথা শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী

সরকারি আধিকারিকদের একাংশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটের আগে আদিবাসী ও জনজাতির মানুষদের কথা শুনতে বৈঠকে বসলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘণ্টা দেড়েক বৈঠকে তাঁদের অভাব অভিযোগ শুনে এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা তাদের কাছে আরো ভালোভাবে পৌঁছে দিতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। বিকেলে নবান্ন সভাঘরে ওই বৈঠকে সাঁওতাল, ভূমিজ, মুন্ডা, লোধা, একাধিক কুড়মি সামাজিক সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা এবং রাজ্যের দুই মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা ও জ্যোৎস্না মান্ডি। সেই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সরকারি আধিকারিকদের একাংশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বলে জানা গিয়েছে। এমনকী, নির্দিষ্ট ভাবে বেশ কিছু আধিকারিককে কাজ ঠিক মতন না করার জন্যতাঁদের আগামী দিনে বদলি করে দেওয়ার বার্তাও দিয়েছেন বলে সূত্রের দাবি।

সূত্রের দাবি অনুযায়ী, এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানতে পারেন রাজ্য সরকারের নানা আর্থসামাজিক প্রকল্পের সুবিধা জঙ্গলমহলের একদম তৃণমূল স্তর অবধি পৌঁছাছে না। বেশ কিছু উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ শুরুই হয়নি। আবার কিছু কাজ শুরু হয়ে তা মাঝপথে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। আদিবাসী সংগঠনের প্রতিনিধিদের দাবি, বেশ কিছু সরকারি আধিকারিকের জন্যই এই অবস্থা। সেই কথা শুনেই নিজের ক্ষোভ উগরে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, 'একটা অফিসারের কাজের জন্য কেন বার বার সরকারের মুখ পুড়বে? কিছু অফিসার আছে যারা কাজ করে না সঠিক সময়ে। আমি কিন্তু অফিসারদের মূল্যায়ন করব। ২ বছর বাদে বদলি হয়ে যাবে, এই ভাবে অফিসাররা কাজ করলে হবে না। আমি কেন কথা শুনব অফিসারদের জন্য?' তবে মুখ্যমন্ত্রী এই কথা আদিবাসী নেতাদের বলেননি।

সূত্রের দাবি, অনুযায়ী তিনি তা বলেছেন বৈঠকে উপস্থিত থাকা রাজ্যের মুখ্যসচিবকে। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, অফিসারদের কাজের রিপোর্ট তাঁর চাই।

আদিবাসী সংগঠনের বৈঠক চলাকালীন রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চোপড়ায় নিহত শিশুদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বৈঠকে কুড়মি সমাজের তরফে তাঁদের জনজাতি তকমা দেওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের গড়িমসির বিষয়টিও তুলে ধরা হয় বলে খবর। ওই সংগঠনের নেতা রাজেশ মাহাতো জানান একাধিক বার মুখ্যমন্ত্রী জানান একাধিক বার কেন্দ্রের চাহিদা মত জাতিগত সমীক্ষা রিপোর্ট দিল্লিতে পাঠিয়েছে। কিন্তু পাল্টা এব্যাপারে রাজ্য সরকারের কাছে মতামত ও ব্যাখ্যা চেয়ে বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। বৈঠকে তাঁরা এবিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

জনজাতি উন্নয়নে রাজ্য সরকারের গড়া উন্নয়ন পর্ষদ গুলির বরাদ্দ অর্থ দ্রুত ছড়ার জন্যও নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী । বাউরি, বাগদি, আদিবাসী উন্নয়ন বোর্ড-এর জন্য বরাদ্দ অর্থ দ্রুত ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। জানা গিয়েছে, এদিনের বৈঠক থেকেই মুখ্যমন্ত্রী বাগদি ও বাউড়িদের দুটি উন্নয়ন পর্ষদের জন্য ৫ কোটি টাকা করে এবং আদিবাসী উন্নয়ন পর্ষদের জন্য ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করার কথা জানান।

এদিনের বৈঠকে শিক্ষক নিয়োগ নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষোভের মুখে পড়ে রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দপ্তর। রাজ্যের দপ্তরের খামতির পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদেরও এদিন নিশানা বানান। তিনি বলেন, 'শিক্ষক নিয়োগই তো করতে দিচ্ছে না। এখানে বিজেপির কয়েকজন বসে আছেন। তারা পিল করছেন আর অ্যান্টাসিড খাচ্ছেন। যখন তোমার হাতে কিছুই নেই, তখন প্যারা টিচারদের নিয়ে কাজ চালাতে হবে। স্কুল শিক্ষা দপ্তরেরও খামতি আছে।'

রিটেইল এক্সপো ২০২৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কলকাতা আঞ্চলিক অফিসের তরফে সাউথ সিটি মলে রিটেইল এক্সপো ২০২৪-এর আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জি.কে. সুধাকর রাও, জোনাল হেড কলকাতা এবং দিলীপ মিশ্র, রিজিওনাল হেড কলকাতা মেট্রো।

কলকাতা মেট্রোর ডেপুটি রিজিওনাল হেড এম.এম. মালভিয়া, মোনিকা রানা, দীপক তিওয়ারি, আরএলপি প্রধান এবং অন্যান্য কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। মহানগরের ৬ টিরও বেশি নির্মাতা এবং শহরের তিনি ৩ কার ডিলার এই এক্সপোতে অংশগ্রহণ নিয়ে তাঁদের ব্র্যান্ড সকলের সামনে তুলে ধরেন।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য এমপাওয়ারমেন্ট অফ পার্সনস উইথ ইন্টেলেকচুয়াল ডিসএবিলিটিজ ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি একটি স্বশাসিত সংস্থা। তাদের ৪০ তম বাৎসরিক দিবস উদ্‌যাপন হল কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট পিজে অডিটোরিয়ামে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ডক্টর সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২১শে ফেব্রুয়ারি মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে কালেক্টরেট ক্লাব কমিউনিটি হলে বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকের ১৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন করা হল। বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকের ডিরেক্টর সুমন্ত কুমার, পিএনবি-র এসিভিও রমন কুমার সিং, পিএনবি-র এগ্রিকালচার ডিভিশনের জিএম কুলদীপ সিং, তোবায়াসের জেনারেল ম্যানেজার জোসেফ লরেন্স সহ ব্যাংকের আধিকারিকরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে ছাত্রীদের ক্যারাটে প্রশিক্ষণ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ শিবির 'সবলা'র সূচনা হল ব্যারাকপুর পুলিশ লাইনে। বৃহস্পতিবার এই প্রশিক্ষণ শিবিরের অনুষ্ঠানিক সূচনা করেন ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া। উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি কমিশনার নগর (সদর) অতুল ভি, ডেপুটি কমিশনার স্পেশাল ব্রাঞ্চ জয় টুডু , ডিসি ট্রাফিক সন্দীপ কারার-সহ অন্যান্য পুলিশ অধিকারিকরা। পুলিশ কর্তারা জানান, এই আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণ শিবির মূলত স্কুলের ছাত্রী ও মহিলাদের নিয়ে করা হবে। প্রতি সপ্তাহে একদিন করে হবে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ দেবেন প্রশিক্ষক শিয়ান ঋত্বিক ভট্টাচার্য। শরীর চর্চার পাশাপাশি মহিলাদের আত্মরক্ষার জন্য এই উদ্যোগ বলে জানান পুলিশ কমিশনার।

রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার সঙ্গে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন গ্রীষ্মের মরশুমে রাজ্যজুড়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত সব জেলার আধিকারিকদের নির্দেশ সঙ্গে এদিন বৈঠক করেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। বিধাননগরের বিদ্যুৎ ভবন থেকে রাজ্য বিদ্যুৎ সংস্থার সব আধিকারিকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন তিনি। সেখানে কালবৈশাখীর কথা মাথায় রেখে বিদ্যুতের খুঁটি, তার, কন্ডাকটর-সহ সমস্ত সরঞ্জাম পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত রাখার নির্দেশ দেন মন্ত্রী। কালবৈশাখী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সাধারণের নিরাপত্তার বিষয়টিও সুনিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। বৈঠকে বিদ্যুৎ সচিব শান্তনু বসু-সহ শীর্ষ কর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের কর্মীদের সরকারি বিমা প্রকল্পে আনার প্রক্রিয়া শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের কর্মীদের রাজ্য সরকারি স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পের আওতায় আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগামী সপ্তাহের মধ্যেই পঞ্চায়েত কর্মীদের ওই প্রকল্পের জন্য অনলাইনে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে বলে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এর ফলে, প্রায় ৪০ হাজার পঞ্চায়েতের কর্মী, পেনশন প্রাপক এবং তাঁদের উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্য মিলিয়ে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার মানুষ উপকৃত হবেন।

প্রসঙ্গত, গত ডিসেম্বরে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে পঞ্চায়েত কর্মীদের রাজ্য সরকারি স্বাস্থ্যবিমার আওতায় আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে ১০ জানুয়ারি। এবার তাঁদের নাম নথিভুক্ত করণের প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। জানা গিয়েছে রাজ্য সরকারি স্বাস্থ্য বীমা বা ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমের নির্দিষ্ট পোর্টালেই পঞ্চায়েত কর্মীরা তাদের নাম নথিভুক্ত করনের জন্য আবেদন জানাতে পারবেন। কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদেরও নাম, ঠিকানা, ছবি, আধার নম্বর এবং অন্যান্য পরিচয়পত্রের ছবি-সহ আবেদন করতে হবে। কর্মীদের স্ত্রী, বাবা, মা, মেয়ে এবং ২৪ বছর বয়স পর্যন্ত বয়সী ছেলেও এই প্রকল্পের সুযোগ পাওয়ার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

আপলোড করা তথ্য যাচাইয়ের ভিত্তিতে বিডিও অফিস থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মীদের অনুমোদনপত্র বা প্রয়োজনীয় শংসাপত্র দেওয়া হবে। আর জেলা পরিষদের আধিকারিকদের জন্য এই কাজ করবেন জেলা পরিষদের এগজিকিউটিভ অফিসার। এই শংসাপত্র দেখলেই সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে মিলবে স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা।

ফলে তাঁরাও এবার থেকে প্রথমে দেড় লক্ষ টাকার চিকিৎসার সুবিধা পাবেন। চিকিৎসা খরচ দেড় লক্ষ টাকার বেশি হলে, রাজ্য সরকার তা খতিয়ে দেখে পরিশোধের ব্যবস্থা করবে।

কোটি টাকার গয়না-সহ হাওড়ায় ধৃত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: কোটি টাকা সোনার গয়না-সহ এক ব্যক্তিকে হাওড়া স্টেশন থেকে গ্রেপ্তার করল রেল পুলিশ। জানা গিয়েছে, প্ল্যাটফর্মে এক ব্যক্তিকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে সন্দেহ হয় রেল আধিকারিকদের। এরপর ওই ব্যক্তির হাতে একটি কালো ব্যাগ দেখে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করে রেলপুলিশ। ঘটিনাটি ঘটে হাওড়া স্টেশনের ৯ নম্বর প্ল্যাটফর্মে মঙ্গলবার। ব্যাগ খুলে দেখাতে বলা হয় ওই ব্যক্তিকে। যদিও প্রথমে সেই ব্যাগ দেখাতে চায় না চাওয়ায় আধিকারিকরা ব্যাগ খুলে তল্লাশি করেন। সেই ব্যাগ থেকেই বিপুল পরিমাণে সোনার গয়না উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া সোনার অলংকারের বৈধ কাগজপত্র ওই ব্যক্তিকে দেখাতে বলা হলে তিনি তা দেখাতে পারেননি। তার কাছ থেকে হাওড়া থেকে দিদাঙ্গনা লাক্সমি বাই ট্রেনের একটা রিজার্ভেশন টিকিট পাওয়া যায়।

তাকে আটক করে অফিসে নিয়ে আসার পর তার কাছে থাকা সোনার গয়না ওজন করলে দেখা যায় ২ কেজি ৬৮০গ্রাম রয়েছে, যার বাজার মূল্য ১ কোটি ৩৭লক্ষ টাকা। জিজ্ঞাসাবাদের দরুন সোনার গহনার বিষয়ে কোনো সদুত্তর ও বৈধ কাগজ না থাকায় ওই ধৃত ব্যক্তিকে হাওড়া জিআরপির হাতে তুলে দেওয়া হয়। তার বিরুদ্ধে আইনত মামলা করা হয়েছে বলেই সূত্রের খবর। গ্রেপ্তার হওয়া ওই ব্যক্তির নাম বিভাস আদক (৪২), তিনি হাওড়ার দক্ষিণ খালনা, জয়পুর এলাকার বাসিন্দা বলেই জানা গিয়েছে আরপিএফ সূত্রে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ১০ ফাল্গুন ১৪৩০ শুক্রবার

জামিন পেলেন সাংবাদিক, বিচারপতির ভৎর্সনার মুখে পড়ল রাজ্য ও পুলিশ

'মূল অভিযুক্তকে ধরতে পারছেন না, নিরীহ সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার করছেন। পুলিশ আধিকারিকদের বলুন, তাঁদের যেটা করার, সেটা করতে।'

কৌশিক চন্দ

বিচারপতি,

কলকাতা হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সন্দেশখালির খবর করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হওয়া সাংবাদিক জামিন পেলেন বৃহস্পতিবার। আর শুধু জামিনই পেলেন না, শুনানিতে প্রশ্নের মুখে পড়তে হল রাজ্যকে। এই মামলায় বিচারপতি কৌশিক চন্দের মন্তব্য, 'এফআইআর দেখে প্রাথমিকভাবে অযৌক্তিক এবং মোটিভেটেড মনে হচ্ছে।' জামিনের পাশাপাশি তদন্তে স্থগিতাদেশ দিয়েছেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ। গোটা ঘটনায় পুলিশকেও ভর্ৎসনা করেছেন বিচারপতি।

সন্দেশখালি কাণ্ড নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তোলপাড় রাজ্য-রাজনীতি। গত সোমবার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকরা সেখানে ছিলেন। ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি তুলে ধরছিলেন। গত সোমবার বিকেল ৫ টা নাগাদ আচমকাই একটি বেসরকারি বাংলা টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক সন্তু পানকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁকে মঙ্গলবার বসিরহাট আদালতে তোলা হয়। পুলিশ ১০ দিনের হেপাজত চায়। আদালত সন্তুকে তিন দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেয়।

পরবর্তী জামিনের আর্জি নিয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন সন্তু। বুধবার তাঁর হয়ে সওয়াল করেন মহেশ জেঠমালানি। পুলিশি ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়েছে, শুনানিতে সওয়াল করেন আইনজীবী মহেশ জেঠমালানির। সম্ভ্রমহানির অভিযোগ ছাড়া বাকি সবটাই জামিনযোগ্য বলে হাইকোর্টে তুলে ধরেন তিনি । এদিকে, সম্ভ্রমহানির অংশ রাজ্য পেশ করা ভিডিওতে দেখাতে না পারায় ক্ষুব্ধ হন বিচারপতি।

রাজ্যকে কার্যত ভর্ৎসনা করেছেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ বলেন, 'মূল অভিযুক্তকে ধরতে পারছেন না, নিরীহ সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার করছেন। পুলিশ আধিকারিকদের বলুন, তাঁদের যেটা করার, সেটা করতে। পুলিশ আধিকারিকদের কথা ভেবে আমি দুঃখিত।' এখানেই না থেমে তিনি বলেন, গোটা বিষয়টিকে উপহাসের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন।

পরীক্ষাকেন্দ্রের শৌচালয় থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার সিবিএসই-র পরীক্ষার্থী

আত্মহননের চেষ্টা! খতিয়ে দেখছে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বোর্ডের পরীক্ষা চলাকালীন শৌচালয়ে গিয়েছিলেন ছাত্রী। বেশ কিছুক্ষণ পর রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হল তাঁকে। ঘটনাটি ঘটেছে সল্টলেকের এপিজে স্কুলে। প্রাথমিকভাবে অনুমান দ্বাদশের ওই ছাত্রী আত্মহননের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কেন, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পরীক্ষা নিয়ে প্রবল উৎকণ্ঠা থেকে ওই ছাত্রী এমন ঘটনা ঘটিয়েছেন কি না, তাও দেখা হচ্ছে।

সিবিএসই-এর দ্বাদশের পরীক্ষা শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার ছিল ইংরেজি পরীক্ষা। আদিত্য অ্যাকাডেমির দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার সিট পড়েছিল সল্টলেকের এপিজে স্কুলে। পরীক্ষা দিতে সাড়ে দশটার সময় স্কুলে যান ওই ছাত্রী। দুপুর

(ছবি: প্রতীকি)

দেড়টায় ১.৩০টায় পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা। পরীক্ষা শেষ হওয়ার কুড়ি মিনিট আগে শৌচালয়ে যাবেন বলে ক্লাস থেকে বের হন ওই ছাত্রী। জানা গিয়েছে বেশ কিছুক্ষণ সময় পেরিয়ে গেলেও ছাত্রী না ফেরায় খোঁজ করা হয়। তখনই শৌচাগার থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। শিক্ষিকাদের বয়ান অনুযায়ী, বাথরুমের ভিতরে গলা নলি এবং হাতের শিরা কাটা অবস্থায় পড়ে ছিলেন ওই ছাত্রী। মেঝে রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। তাঁকে চিকিৎসার জন্য বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারপর থেকে আর ক্লাসে ফিরছিল না ওই ছাত্রী। সন্দেহ হওয়ায় শিক্ষিকারা বাথরুমের দিকে খোঁজ করেন। ছাত্রীকে দ্রুত উদ্ধার করা হয়। খবর দেওয়া হয় বিধাননগর পূর্ব থানায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করে বিধান নগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। তবে কীভাবে এই ঘটনা তা নিয়ে সন্ধিহান শিক্ষিকা থেকে শুরু করে পুলিশ কর্তারাও। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, আত্মহননের চেষ্টা করেছে ওই ছাত্রী। কিন্তু কেন, তা স্পষ্ট নয়। পরীক্ষা নিয়ে প্রবল উৎকণ্ঠা থেকে ওই ছাত্রী এমন ঘটনা ঘটিয়েছেন কি না, তাও দেখা হচ্ছে। স্কুলের তরফ থেকে ছাত্রীর পরিবারকে গোটা বিষয়টি জানানো হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছে পুলিশ।

শহরজুড়ে তল্লাশি অভিযানে ৪০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করল ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কল সেন্টার খুলে কোটি কোটি টাকা হাতানোর অভিযোগের তদন্তে বুধবার দিনভর কলকাতার একাধিক জায়গায় অভিযান চালিয়েছিল ইডি। সেই তল্লাশি অভিযানে মোট ৪০ লক্ষ নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছে বলে ইডি সূত্রে খবর।

কল সেন্টার প্রতারণা চক্রে আগেই গ্রেপ্তার হয়েছেন কুণাল গুপ্তা। বড় চক্রের কিংপিন বলে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁকে। সেই কুণাল গুপ্তার সঙ্গীদের ডেরা থেকেই এবার ফের উদ্ধার হল বিপুল অঙ্কের নগদ টাকা। বুধবারই শহরের ছয় জায়গায় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তল্লাশি চালানো হয়। সেখান থেকেই মোট ৪০ লক্ষ নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছে বলে ইডি সূত্রে খবর। কুণাল গুপ্তার বিরুদ্ধে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ ছিল। তাঁর নামে লুক আউট নোটিসও জারি করা হয়েছিল। নিউ টাউনে একটি কল সেন্টার চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। তার কর্ণধার হিসেবে কুণালের নাম সামনে আসে। সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের বেঙ্গল ইন্টেলিজেন্স পার্কের ১৩ তলায় বিনীত টেকনোলজিস্ট প্রাইভেট লিমিটেড নামে এক কলসেন্টারের হদিশ পাওয়া যায়, তার সূত্র ধরেই কুণাল গুপ্তাকে গ্রেপ্তার করে ইডি।

প্রথমে সিআইডি গ্রেপ্তার করেছিল কুণালকে। পরে ওই মামলায় তদন্ত শুরু করে ইডি। দুবাই সহ একাধিক দেশে কুণালের সম্পত্তির হদিশ পাওয়া যায়। অভিযোগ খতিয়ে দেখে ইডি জানতে পারে, বিদেশি নাগরিকদের টেক সাপোর্ট দেওয়ার নাম করে ফোন করা হত। তারপর তাঁদের কাছ থেকে হাতিয়ে নেওয়া হত টাকা।

উচ্চ মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র পাইয়ে দেওয়ার নামে আর্থিক প্রতারণার ছক, ধৃত মূলচক্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাতে মিলবে উচ্চ মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র। তবে তার জন্য কিউ আর কোড স্ক্যান করে টাকা জমা দিতে হবে। সোশ্যাল সাইটে লিংক পাঠিয়ে প্রলোভন দেখিয়ে এভাবেই উচ্চ মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র দেওয়ার নামে চলছিল আর্থিক প্রতারণা। বিষয়টি সামনে আসতেই এ নিয়ে নড়েচড়ে বসে উচ্চ মাধ্যমিক কাউন্সিল। কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তার প্রেক্ষিতেই এবার গ্রেপ্তার হল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের অন্যতম পাণ্ডা। বিধাননগর সাইবার থানার পুলিশ নদিয়া থেকে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের নাম রূপম সাধুখাঁ।

ফেব্রুয়ারি মাসের ১৮ তারিখ বিধাননগর সাইবার থানায় উচ্চ মাধ্যমিক কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট অভিযোগ করেছিলেন একটি চক্র সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদেরকে বিভ্রান্ত করছে। অভিযোগটিতে কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট দাবি করেন, ওই চক্রটি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদেরকে ওই সোশ্যাল মিডিয়ায় জানায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তাঁরা দিতে পারবে অর্থের বিনিময়ে। এই অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্ত শুরু করে বিধাননগর সাইবার পুলিশ। এ ব্যাপারে টেলিগ্রামে কথোপকথনের কিছু স্ক্রিনশটও পুলিশকে দেন চিরঞ্জীব। যা খতিয়ে দেখে পুলিশ বুঝতে পারে, টাকার বিনিময়ে উচ্চ মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র দেওয়ার একটি প্রতারণা চক্র চলছে। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে যে কিউআর কোড পাঠানো হয়েছে টেলিগ্রামে, তার সঙ্গে দু'টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট যুক্ত। তদন্তে নেমে তারা জানতে পারে গোটা ঘটনাটি মূলচক্রী এক অল্প বয়সি যুবক। বান্ধবীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সাহায্য নিয়ে এই প্রতারণাচক্র ফেঁদে বসেছিল সে।

প্রাথমিকভাবে তারা দুটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট চিহ্নিত করে। যার মধ্যে একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে। সেই অ্যাকাউন্টটি ছিল নদিয়ার বাসিন্দা প্রীতি শর্মার নামে। এরপরই বিধাননগর সাইবার থানার পুলিশ যোগাযোগ করে প্রীতি শর্মার সঙ্গে।

তিনি পুলিশকে জানান, তাঁর এটিএম কার্ডটি বন্ধু রূপম সাধুখাঁ তার কাছ থেকে জোর করে নিয়ে গেছে। মহিলা পুলিশকে আরও জানায় যে তিনিও ব্যাঙ্কের থেকে পাঠানো এসএমএস মারফত জানতে পারেন, তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বেশ কিছু আর্থিক লেনদেন হয়েছে যেগুলো তিনি করেননি। এরপরই বিধান নগর সাইবার থানার পুলিশ নদিয়া থেকে গ্রেপ্তার করে রূপম সাধুখাঁকে।পুলিশ সূত্রে খবর, আদালতে পেশ করে ধৃত রূপমকে নিজেদের কাস্টোডিতে নিতে চাইবে বিধান নগর সাইবার থানার পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত অন্যদেরও খোঁজ পেতে চায় পুলিশ।

অসুস্থ পরিচালক প্রভাত রায়, ভর্তি হাসপাতালে

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি: অসুস্থ টলিপাড়ার স্বনামধন্য পরিচালক প্রভাত রায়। তড়িঘড়ি তাঁকে শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। পরিচালক প্রভাত রায়ের অসুস্থতার খবর সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন, তাঁর আত্মজীবনীর সহ লেখক তথা প্রচার অঙ্কন শিল্পী একতা ভট্টাচার্য।

বুধবার রাতে পরিচালক প্রভাত রায়কে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তিনি ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়ে বেশ কিছু দিন ধরেই ভুগছিলেন। তাঁর পুরনো কিডনির সমস্যা থাকায় ক্রিয়েটিনিনের মাত্রাও বেড়ে গিয়েছিল। পরে ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সেখানেই তাঁর প্রথম কিডনি ডায়ালিসিস করা হয়েছে। এখন তিনি ভাল আছেন বলে জানা গিয়েছে।

বর্ষীয়ান পরিচালককে দেখাশুনার দায়িত্ব নিয়েছেন একতা। পরিচালকও তাঁকে মেয়ের মতো স্নেহ করেন। একতা জানিয়েছেন, 'বাবির অনুরোধ ছিল, আমি যাতে এই অসুস্থতার খবরটা গোপন রাখি। কারণ সামনেই তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশ পাবে। সেই তারিখও বদলানো হয়নি। সকলের কাছে একটাই অনুরোধ বাবির জন্য দ্রুত আরোগ্য কামনা করুন।'

২০২২ সালে স্ত্রী জয়শ্রীর প্রয়াণের পর থেকেই মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েন প্রভাত। ২০২৩ সালের প্রথম দিকে পরিচালককে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। সে বার উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যা বেড়ে যাওয়ায় টালিগঞ্জের বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় তাঁকে। সেখান থেকে প্রায় ১১ দিন পর ছাড়া পান প্রভাত। ২০২৪-এর শুরুতে ফের অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। শ্বেত পাথরের থালা, লাঠি -সহ একাধিক জনপ্রিয় সিনেমা পরিচালনা করেছেন প্রভাত রায়।

৭ দফায় ভোট চায় বিজেপি

পাল্টা জয় নিয়ে খোঁচা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এ রাজ্যে সাত দফায় লোকসভা নির্বাচন চায় পদ্ম শিবির। এ জন্য কমিশনের কাছে দাবি জানিয়েছে বিজেপি। এমনই জানালেন দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার । নির্বাচন কমিশন লোকসভা ভোটের নির্ঘন্ট এখনও ঘোষণা করেনি। তার আগে বাংলার জন্য সাত দফায় ভোটের দাবি নিয়ে বিজেপির কমিশনে যাওয়ায় বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

বুধবার দলীয় একটি কর্মসূচিতে হাওড়ার পাঁচলায় গিয়েছিলেন সুকান্ত মজুমদার। সেখানেই তিনি রাজ্যে সাত দফায় ভোটের দাবি করেন। বলেন,' নির্বাচন কমিশনে আমাদের দলের প্রতিনিধিরা বাংলায় সাত দফায় ভোট করার দাবি জানিয়েছে। সাত দফায় ভোট না হলে প্রহসন হবে। গতবার সাত দফায় ভোট হয়েছিল। আমরা বলেছি তার থেকে কম হবে না। এখানে সাত দফার থেকেও বেশি দফায় ভোট হওয়া উচিত।'

সুকান্তর দাবি, 'প্রতি বুথে কমপক্ষে চারজন করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান থাকা দরকার। আর আর কমিশন তো এখানে কাশ্মীরের থেকেও বেশি বাহিনী চেয়েছে এখানে।' রাজ্যে সাতদফায় ভোটের জল্পনা এদিন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার উসকে দিয়েছেন।পালটা কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল কংগ্রেস । এ প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা শান্তনু সেনের বক্তব্য, 'একুশ সালে হেরেও বিজেপির লজ্জা হয়নি। তারপরও কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করে যতগুলি উপনির্বাচন হয়েছে সবেতেই বিজেপির পরাজয় হয়েছে।'

কাউন্সিলর অনন্যার বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে ক্ষুব্ধ মমতাও, পদক্ষেপের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুরসভার বাজেট বিতর্কে তৃণমূল কাউন্সিলর অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বলা গল্পে যৌন ইঙ্গিত থাকায় তা নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। এ নিয়ে 'ক্ষুব্ধ' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। কলকাতা পুরসভার সূত্রের খবর, বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আসার পর এ বিষয়ে তিনি কঠোর পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন ফিরহাদ হাকিমকে।

অনন্যা পুর আইন ভালোভাবে জানার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে একটি গল্প বলেছিলেন। তাতে ছিল ফাদার ও নানের মধ্যে যৌনতা সংক্রান্ত ইঙ্গিত। এ নিয়ে ক্ষুব্ধ একটি বিশেষ ধর্মাবলম্বীরা। অনন্যার গ্রেপ্তারের দাবিতে ইতিমধ্যে পথেও নেমেছে বিজেপি। কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অনন্যার কাছে এ বিষয়ে জবাব দিহিও চেয়েছেন। সূত্রের খবর, অনন্যাকে যাতে আর পুর অধিবেশনে বক্তৃতার সুযোগ না দেওয়া হয়, সেই বিষয়টিও নিশ্চিত করতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। দলীয় কাউন্সিলরের ওই মন্তব্যের কথা জানতে পারেন মমতা ফোন করেন মেয়রকে। সূত্রের খবর, ভৎর্সনা করে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী অনন্যার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন মেয়রকে।

তার পরেই নিজের এক্স হ্যান্ডলে এই বিষয়ে মেয়র ফিরহাদ লেখেন, ' পুরসভায় বাজেট বক্তৃতায় পুর প্রতিনিধি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু মন্তব্য সমাজের এক সম্প্রদায়ের মানুষকে আঘাত করেছে। আমি এই বিষয়ে অত্যন্ত দৃঢ় ভাবে জানাচ্ছি যে, ওঁর এই মতের সঙ্গে দল একমত নয় এবং দলের পক্ষ থেকে এর তীব্র নিন্দা করে হচ্ছে।'

তবে অভিনেত্রী-কাউন্সিলরের বক্তব্য ছিল, 'আমার বাক্‌স্বাধীনতা আছে। দলের কোনও মতামত থাকতেই পারে। আমি কোনও অন্যায় করিনি। যে কথা নিয়ে বিতর্ক, তা বলার আগে বলেওছিলাম, এটা রূপক মাত্র। কাউকে আঘাত করার জন্য নয়।'

পুকুর থেকে দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পুকুর থেকে উদ্ধার হল এক রিকশা চালকের দেহ। নৈহাটি পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের গৌরীপুর বৈষ্ণবপাড়া এলাকায় বৃহস্পতিবার সকালে দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। মৃতের নাম হীরা চৌধুরী (৭০)। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। কীভাবে বয়স্ক রিকশা চালকের দেহ পুকুরে এল, তা নিয়ে ধোঁয়াশায় মৃতের পরিবার। মৃতের স্ত্রী ঊর্মিলা চৌধুরী জানান, বুধবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন স্বামী। রাতে আর বাড়ি ফেরেনি। ভেবেছিলেন নেশাভান করে স্বামী হয়তো কোথাও ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু এদিন সকালে পুকুর থেকে স্বামীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতের ভাগ্না সনু চৌধুরী জানান, মামা ২৪-৩৫ বছর ধরেই রিকশা চালাচ্ছেন। রাতের দিকেও মামা রিকশ নিয়ে বের হতেন। কিন্তু বুধবার রাতে মামা আর বাড়ি ফেরেনি। এদিন সকালে পুকুর থেকে পুলিশ মামার মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। যদিও মামার শরীরের কোথাও আঘাতের চিহ্ন ছিল না। স্থানীয়দের অনুমান, মদ্যপ অবস্থায় বেসামাল হয়ে বাড়ি ফেরার সময় পুকুরে পড়ে গিয়ে রিকশা চালকের হয়েছে।

নিখোঁজ দুই নাবালিকার সন্ধান চেয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নিখোঁজ দুই নাবালিকার সন্ধান চেয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে ভাটপাড়া থানায় বিক্ষোভ দেখাল বিজেপির মহিলা মোর্চা। এদিন মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্রের নেতৃত্বে ভাটপাড়া থানার বিক্ষোভ চলে। নিখোঁজ দুই নাবালিকার পরিবারের সদস্যরাও সেখানে ছিলেন। বিক্ষোভ শেষে তাঁরা ভাটপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত অধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন।

২০২৩ সালের ২ নভেম্বর থেকে নিখোঁজ ভাটপাড়া পুরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের স্থিরপাড়া দক্ষিণপল্লীর বাসিন্দা এক নাবালিকা। অবন্তীপুর মণ্ডল পাড়ার বাসিন্দা আর এক নাবালিকা চলতি বছরের ২ জানুয়ারি থেকে নিখোঁজ। দুই পরিবার ভাটপাড়া থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছে। যদিও এখনও পর্যন্ত খোঁজ মেলেনি ওই দুই নাবালিকা। এদিন বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে বিজেপির মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র বলেন, 'ভাটপাড়া পুরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ড থেকে নিখোঁজ ১২ বছরের দুই বালিকা। দুই পরিবারের পক্ষ থেকে ভাটপাড়া থানায় অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। অথচ পুলিশ নির্বিকার।' ফাল্গুনী দেবীর দাবি, নিখোঁজ দুই নাবালিকার সন্ধান পুলিশ দিতে না পারলে আগামী দিনে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন। মহিলা মোর্চা নেত্রী রিংকি সূর বলেন, পুলিশ নিখোঁজ দুই নাবালিকার ঘটনা ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করছে।

নোট বদলের লাইনে অশান্তি, রণক্ষেত্র বিবাদী বাগ চত্বর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দু'হাজার টাকার নোটবদলকে ঘিরে কংগ্রেস-তৃণমূল মারামারিতে উত্তেজনা ছড়াল বিবাদী বাগে 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া'(আরবিআই)-র সামনে। হেয়ার স্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অশান্তির জেরে রাস্তা অবরোধ করেন কংগ্রেস কর্মীরা। পরে অবশ্য পুলিশের আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেন তাঁরা।

কেন্দ্রের নির্দেশে বাতিল হয়েছে ২ হাজার টাকার নোট। কিন্তু এখনও অনেকের কাছে সেই নোট রয়ে গিয়েছে। নিয়মমাফিক রিজার্ভ ব্যাঙ্কে সেই ২ হাজার টাকার নোট বদল করতে আসেন। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিন অনেকে বিবাদি বাগে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে আসেন ২ হাজার টাকার নোট বদল করতে। এলাকার ফুটপাথবাসীরা অনেক সময় তাঁদের হয়ে লাইনে দাঁড়ান। বদলে কিছু টাকা নেন। এই নিয়ে অশান্তি হয় এদিন সকালে।

বৃহস্পতিবার লাইনও পড়েছিল লম্বা। তা থেকেই গোলমালের শুরু। অভিযোগ, স্থানীয় কংগ্রেস কাউন্সিলর সন্তোষ পাঠকের অনুগামীরা লাইনের জায়গা বিক্রি করে টাকা দাবি করছিলেন। তার প্রতিবাদ জানান এলাকার তৃণমূল নিয়ন্ত্রিত হকার ইউনিয়নের লোকজন। তাতেই দু'পক্ষে বচসা বেধে যায়। তা গড়ায় ধস্তাধস্তি থেকে মারামারিতে। জানা গিয়েছে, কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতির চেহারা নেয়। ৮ জনের মাথা ফাটে। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

তৃণমূলের অভিযোগ, এলাকার কংগ্রেস কাউন্সিলর সন্তোষের লোকজন প্রতিদিন নোটবদলের লাইনে গোলমাল পাকান। লাইনের জায়গা বিক্রি করে টাকা দাবি করেন। তারই প্রতিবাদ করেছিল হকার ইউনিয়ন। তাতেই তাঁদের গায়ে হাত তোলেন কংগ্রেস কর্মীরা। তৃণমূল নেতা শক্তিপ্রতাপ সিংহ বলেন, 'এই সমস্যা দীর্ঘদিনের। সন্তোষের

লোকেরা প্রতিদিন গরিব মানুষগুলোকে জায়গা বিক্রি করে পকেট ভরাচ্ছে। আমাদের হকার ইউনিয়ন এই অসাধু চক্রেরই প্রতিবাদ করেছিল। তাই কংগ্রেসের গুন্ডারা আমাদের লোকজনকে মারধর করে।'

এদিন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান কংগ্রেস কাউন্সিলর সন্তোষ পাঠক ও তাঁর অনুগামীরা। হাজির হন তৃণমূল নেতা রাজেশ সিং ও তাঁর অনুগামীরা। রাস্তা অবরোধ করেন কংগ্রেস নেতাকর্মীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে কলকাতা পুলিশের র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স। পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয় তারা।

সম্পাদকীয়

ভাষা সাম্রাজ্যবাদীরা নির্দ্বিধায় রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলা সরাচ্ছে

ওড়িশা থেকে মহারাষ্ট্র, ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যে ভূমিজ ভাষা-কেন্দ্রিক দফতর স্বমহিমায় বিরাজ করে। সেগুলি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ভূমিজ ভাষার উন্নয়নে নিমজ্জিত থাকে, রাজ্যের সব ক্ষেত্রে তার ব্যবহার আবশ্যক করে। বেঙ্গালুরু শহরে মেট্রো রেলের সূচনাপর্বে স্টেশনগুলির নামফলকে কন্নড়ের সঙ্গে হিন্দিও ছিল। রাজ্যের জনগণের তীব্র প্রতিবাদের সামনে নতজানু হয়ে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ নামফলক থেকে হিন্দি সরিয়ে দিল। মহারাষ্ট্রের ডাক বিভাগে (যা কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্ভুক্ত) চাকরি পেতে হলে প্রার্থীকে মরাঠি ভাষা জানতেই হবে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ গুজরাতের বুকে জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল, তা লিপিবদ্ধ হয়েছিল বিশুদ্ধ হিন্দি ভাষায়, ভূমিজ ভাষা গুজরাতি ব্যবহার করেনি। তার প্রতিবাদে গুজরাতি কৃষকরা যে মামলা করে, তার পরিপ্রেক্ষিতে গুজরাত হাই কোর্ট ২০১২ সালে ঐতিহাসিক রায় প্রদান করে, গুজরাতিদের জন্য হিন্দি হল বিদেশি ভাষা। এই রায়ের মর্মার্থ এই যে, হিন্দি উত্তর ভারতের কিছু রাজ্যের আঞ্চলিক ভাষা; অবশিষ্ট ভারতে তা স্রেফ এক বিদেশি ভাষা বই কিছু নয়। ভারত বিভিন্ন অঞ্চলের এক সমষ্টি, আর প্রতিটি অঞ্চল স্বতন্ত্র ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যতে সমৃদ্ধ। সুতরাং, এই বৈচিত্রপূর্ণ দেশকে কোন স্পর্ধায় কেবল হিন্দির পদতলে পিষ্ট করা যায়! গুজরাত, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, দক্ষিণ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির সরকার ও নাগরিক সচেতন ভাবে আপন ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা এবং হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের প্রতিবাদ করে। ব্যতিক্রম যেন শুধু পশ্চিমবঙ্গ! রাজ্যের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে, নানা সংস্থায় বাংলা ভাষাকে নিশ্চিহ্ন করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাকে খোদ বাঙালি 'প্রাদেশিকতা' রূপে গণ্য করে! তাই বাংলার বুকে অবস্থিত রেল স্টেশন, বিমানবন্দর, ডাকঘর, ব্যাঙ্কে বাংলাকে সরিয়ে, বা লঘু করে, হিন্দি আরোপ বাঙালির জাত্যভিমানকে আঘাত করে না। রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গের সর্বক্ষেত্রে বাংলার ব্যবহারকে বাধ্যতামূলক করেনি, যদিও হিন্দি, উর্দু, নেপালি, তেলুগু প্রভৃতি ভাষাকে 'সরকারি ভাষা'-য় উন্নীত করছে। আর বাংলার মাটিতে হিন্দিতে কথা বলে বাঙালি যে কত ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করে, সে তো প্রতি দিন ট্রেনে-বাসে, মেট্রোতে, বাজারে, অফিসে, চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি! ভারতের প্রতিটি রাজ্য যখন রাজ্য সরকারি চাকরিতে (বহু রাজ্যে সেখানে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থায়, শিল্পে ও বেসরকারি অফিসেও) ভূমিজ ভাষার ব্যবহার আবশ্যক করে ভূমিপুত্রদের স্বার্থ ও অগ্রাধিকার নিশ্চিত করেছে (সে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রেই হোক বা পরিষেবা পাওয়ার লক্ষ্যে), তখন এক বর্ণ বাংলা না জেনেও অন্য রাজ্যের মানুষ পশ্চিমবঙ্গে অনায়াসে রাজ্য সরকারি ক্ষেত্র-সহ সর্বত্র চাকরি করে যাচ্ছেন! যদিও কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থায় কর্মরত বাঙালি, বা পশ্চিমবঙ্গবাসী কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয় হিন্দিতে কাজকর্ম করার জন্য! বহু বেসরকারি সংস্থায় চাকরি পাওয়ার শর্ত, প্রার্থীকে হিন্দি জানতে হবে! আজ ভাষা সাম্রাজ্যবাদীরা নির্দ্বিধায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে, এমনকি ব্যাঙ্কেও বাংলাকে অবলুপ্ত করে হিন্দি আরোপ করে চলেছে।

আনন্দকথা

যাঁহার কাছে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে — বই না পড়িলে কি মানুষ মহৎ হয়? — কি আশ্চর্য, আবার আসিতে ইচ্ছা হইতেছে। ইনিও বলিয়াছেন, 'আবার এস'! কাল কি পরশু সকালে আসিব।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
দ্বিতীয় দর্শন

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

গুরুশিষ্য-সংবাদ

দ্বিতীয় দর্শন সকাল বেলা, আটটার সময়। ঠাকুর তখন কামাতে যাচ্ছেন। এখনও একটু শীত আছে।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

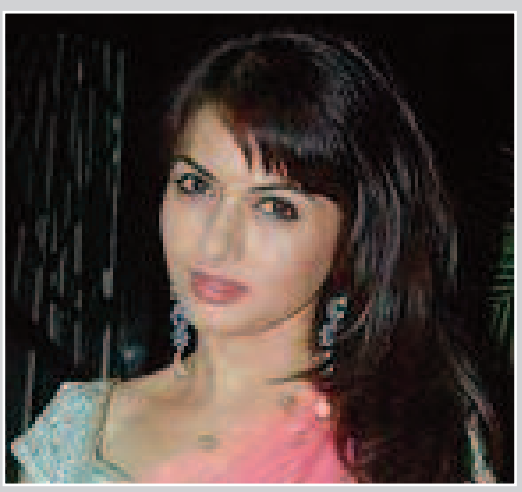

ভাগ্যশ্রী

১৮৪১ *বিশিষ্ট লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্মদিন।*
১৯৬৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ভাগ্যশ্রীর জন্মদিন।*
১৯৭৪ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় দেবজিৎ ঘোষের জন্মদিন।*

বছরে নির্দিষ্ট কয়েক দিন বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চায় 'দিন' পালনেই কি দায়িত্ব সীমায়িত থাকবে

শান্তনু রায়

ভাষার অধিকার প্রকৃতপক্ষে মানুষের জন্মগত অধিকার। ভাষা জাতিসত্তার অন্যতম শর্ত;ভাষার শিকড়ে লুকিয়ে থাকে যে সংবেদনশীল মন তার মৃত্যু হয়না। তাই যতই ভাষাকে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস হোক না কেন তা সম্ভব হয়না। বাংলাভাষার অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার সেই গৌরবজনক সংগ্রামী অধ্যায়ের উত্তরাধিকার হিসেবে বাংলাদেশে এদিনটি এক সার্বজনীন উৎসব হিসাবে বর্তমানে উদযাপিত হয় উছ্বাস এবং উন্মাদনায়, সরকারি উদ্যোগেও।এই উপলক্ষে বাংলা একাডেমী চত্বরে সরকারের পৃষ্টপোষণায় এবং প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনে একমাসব্যাপী একুশে গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হয় যে প্রাঙ্গন এই সময় যেন বঙ্গসংস্কৃতির মিলনমেলায় রূপ নেয়।কিন্তু দূর্ভাগ্য ও আশংকার যে একদা উর্দুর আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামী ঐ বাংলাভাষী ভূখণ্ডেও আজ বিশেষ উদ্দেশ্যে উর্দুকরণ করার এক কুশলী প্রবনতা ও চোরাস্রোত বর্তমান। সেখানে শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রভাব ক্রমবর্ধমান। পাঠ্যপুস্তকে বিভিন্ন রচনায় বাংলা শব্দের পরিবর্তে উর্দু শব্দ প্রতিস্থাপনের প্রয়াস ও প্রবনতা আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও। আমাদের এ রাজ্যে, সংস্কৃতির পীঠস্থান এ মহানগরীতেও সমারোহে উদযাপন হয় এ দিনটির। বাংলা ভাষার জন্য এমন রক্তাক্ত সংগ্রামের অবিস্মরনীয় ঘটনা স্মরনে সংহতি প্রকাশ করতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এদিন সবার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় সেই অমর সংগীত 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙান একুশে ফেব্রুয়ারি ,আমি কি ভুলিতে পারি...'।

আবার এক একুশে ফেব্রুয়ারী— যে দিনটিকে আবিশ্বে বিশিষ্টতা দিয়েছে আমাদের মুখের ভাষা বাংলা। ইউনেস্কোর অনুমোদনে ২০০০ সাল থেকে এ দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে সারা বিশ্বে উদযাপিত হয়ে আসছে।

প্রসঙ্গত যে ভাষা আন্দোলনের সূত্রে প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষাদিবস পালিত হয় যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালি আবেগ তার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে ১৯৪৮ সালের ফেরুয়ারী মাসে পাকিস্তান গনপরিষদে স্বর্গীয় ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের মাতৃভাষা করার দাবিতে প্রস্তাব গনপরিষদের অনেক বাঙালি মুসলিম লীগ সদস্যও সমর্থন না করায় সংখ্যাধিক্যে বাতিল হলেও এর ফলে পূর্ব-পাকিস্থানে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়-সূত্রপাত হয়েছিল এক যৌক্তিক ভাষা বিতর্কের-ক্ষোভে দিকে দিকে আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনেও বিপ্লবী সমর গুহের নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হলে উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে অনড় সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ১৯৫২ এর ২৭শে জানুয়ারী ঢাকার পল্টন ময়দানে জনসভায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন পুনরায় ঘোষণা করেন যে একমাত্র উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। ক্ষোভের আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে। আরম্ভহয় নতুন করে ধর্মঘট বিক্ষোভ অবরোধ। এরই চূড়ান্ত পরিনতিতে ২১শে ফেব্রুয়ারি রাজপথ রঞ্জিত হয় ভাষাশহীদের রক্তের আল্পনায়। উর্দুকে পাকিস্থানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এবং বাংলা ভাষার দাবিতে সেদিন ঢাকার রাজপথে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে আইনসভামুখী বিশাল মিছিল ১৪৪ ধারা অমান্য করে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে পৌঁছলে অকস্মাৎ পুলিশের গুলিবর্ষনে ফাল্গুনের মধ্যাহ্নে রাজপথে লুটিয়ে পড়ল চারটি তাজা প্রান। এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় দেশজুড়ে, আন্দোলন আরও ব্যাপক হল। শেষ পর্যন্ত জন আন্দোলনের চাপে পাকিস্থান সরকার নতিস্বীকার করে ১৯৫৬ সালে সংবিধান সংশোধন করে বাংলাভাষাকে পাকিস্থানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

কিন্তু ভাষার জন্য এ আন্দোলন, যার বীজ রোপিত হয়েছিল বহুপূর্বে, ক্রমে ঐ ভূখন্ডে এক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় এবং এই ঘটনা বাংলাভাষাকে কেবলমাত্র ঐ ভূখন্ডের মাতৃভাষার গৌরব দেয়নি এক ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদেরও (অনেকের মতে পরবর্তীকালে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত) জন্ম দিয়েছিল সেখানে যার অভিঘাতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অভীপ্সা রূপ পায়, ১৯৭১ এ বিশ্বে একমাত্র বাংলাভাষাভাষী রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠায়।প্রসঙ্গত সেই স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রারম্ভেই অশীতিপর পথিকৃৎ ভাষাসৈনিক ধীরেন্দ্রনাথকে সপুত্র নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হয়েছিল পাক সেনাবাহিনীর হাতে।

ভাষার অধিকার প্রকৃতপক্ষে মানুষের জন্মগত অধিকার। ভাষা জাতিসত্তার অন্যতম শর্ত;ভাষার শিকড়ে লুকিয়ে থাকে যে সংবেদনশীল মন তার মৃত্যু হয়না। তাই যতই ভাষাকে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস হোক না কেন তা সম্ভব হয়না। বাংলাভাষার অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার সেই গৌরবজনক সংগ্রামী অধ্যায়ের উত্তরাধিকার হিসেবে বাংলাদেশে এদিনটি এক সার্বজনীন উৎসব হিসাবে বর্তমানে উদযাপিত হয় উছ্বাস এবং উন্মাদনায়, সরকারি উদ্যোগেও।এই উপলক্ষে বাংলা একাডেমী চত্বরে সরকারের পৃষ্টপোষণায় এবং প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনে একমাসব্যাপী একুশে গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হয় যে প্রাঙ্গন এই সময় যেন বঙ্গসংস্কৃতির মিলনমেলায় রূপ নেয়।কিন্তু দূর্ভাগ্য ও আশংকার যে একদা উর্দুর আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামী ঐ বাংলাভাষী ভূখণ্ডেও আজ বিশেষ উদ্দেশ্যে উর্দুকরণ করার এক কুশলী প্রবনতা ও চোরাস্রোত বর্তমান। সেখানে শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রভাব ক্রমবর্ধমান। পাঠ্যপুস্তকে বিভিন্ন রচনায় বাংলা শব্দের পরিবর্তে উর্দু শব্দ প্রতিস্থাপনের প্রয়াস ও প্রবনতা আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও।

আমাদের এ রাজ্যে, সংস্কৃতির পীঠস্থান এ মহানগরীতেও সমারোহে উদযাপন হয় এ দিনটির। বাংলা ভাষার জন্য এমন রক্তাক্ত সংগ্রামের অবিস্মরনীয় ঘটনা স্মরনে সংহতি প্রকাশ করতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এদিন সবার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় সেই অমর সংগীত 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙান একুশে ফেব্রুয়ারি ,আমি কি ভুলিতে পারি...'।

কিন্তু এই একদিনের নিয়মরক্ষার আনুষ্ঠানিকতা সমারোহ সরিয়ে একটু গভীরে গেলে, সামগ্রিক পরিস্থিতির নির্মোহ আত্মসমীক্ষায় ,সঠিক পর্যবেক্ষনে উঠে আসে যে প্রশ্ন তা হল আমরা অর্থাৎ এ বঙ্গের নব্য বাঙ্গালিরা কতখানি আন্তরিক এ ব্যাপারে, নিজের ভাষার প্রতি কি আমরা যথার্থ মমত্ব বোধ করি? এ রাজ্যে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি যে আজ এক চ্যালেঞ্জ এবং ভাষিক আগ্রাসনের মুখোমুখি ,সে বিষয়ে কি আমরা সচেতন?

যতই আমরা গর্ব করি যে বর্হিবিশ্বের প্রায় একশ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাবিভাগ আছে এই ভাষা পঠনপাঠনের- ইউনেস্কোর এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বাংলা ভাষাকে পৃথিবীর মধুরতম ভাষা এবং ভাষাভাষীর সংখ্যা অনুযায়ী চতূর্থ বা পঞ্চম হিসেবে স্বীকৃত এবং বর্তমান বিশ্বে ৩০ কোটি মানুষ, এর মধ্যে বিশাল সংখ্যক বাংলাদেশবাসী, বাংলা ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত গান এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই ভাষার যথেষ্ট গুরুত্ব অনুধাবনযোগ্য কিন্তু একবারও আমাদের ভাবনায় আসে কি যে এই ভাষা শহীদদের রক্তঋন আমরা আজ কতটা স্মরনে রেখেছি। বাংলাভাষার প্রতি মমতায় ভাষা শহীদরা যে মহৎ আবেগে বুক্তের রক্ত দিয়েছিলেন তা আমাদের কি অনুপ্রানিত করে এই ভাষাচর্চায়,ব্যথিত করে এ ভাষার অবহেলায়? বাস্তবে কিন্তু পরের রঙে রং মেলাতে ব্যস্ত এ বঙ্গের বাঙালি আজ আত্মবিস্মৃত। নিজের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি অবহেলা বা উন্নাসিকতা জাতি হিসাবে আত্মহননের সামিল। তবু আমরা অর্থাৎ এ বঙ্গের বাঙ্গালীদের কিয়দংশ এ ব্যাপারে সচেতনভাবে উদাসীন বরং হীনমন্যতাজনিত একধরনের উন্নাসিকতায় ভুগি।আজকের প্রজন্মের বঙ্গসন্তানদের অনেকেই যে ভাষায় কথাবলে তা হিন্দী ও ইংরাজি মেশানো এক খিচুড়ি ভাষা। দু'জন উচ্চবিত্ত বা প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালিও দেখা হলে নিজেদের মধ্যেই ইংরাজী কথা বলতে আগ্রহী হয়ে যান। কেউ আবার বাংলা কথার মাঝে অপ্রয়োজনীয়ভাবে কিছু ইংরাজী শব্দ ঢুকিয়ে দিয়ে নিজেকে শিক্ষিত প্রতিপন্ন করার ব্যর্থ প্রয়াসে এক অদ্ভুত আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। কেউ কেউ আবার নিজেদের মধ্যে হিন্দী বলেও নিজেকে এক আধুনিক ভারতীয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন।

টেলিভিশনে বাংলা সংবাদ ও বিনোদন চ্যানেলগুলিও এর সাক্ষ্য বহন করে।বর্তমানে একশ্রেনীর কাছে বিনোদনই সংস্কৃতি। বিনোদনের ক্ষেত্রেও আজ অন্য একটি ভাষা ও সংস্কৃতিরই আধিপত্য। 'মানুষ চায়' এই অজুহাতে টেলিভিশন-এর বাংলা সিরিয়ালেও প্রায়শ হিন্দি সিনেমার গানের ব্যবহার বিভ্রান্তি জাগায় তবে এমন সমৃদ্ধ বাংলা গানের (রবীন্দ্রসংগীত ছাড়াও) ভাণ্ডারও বুঝি আজ আর বাঙ্গালি জীবনের সুখ দুঃখ আশা-নিরাশার আবেগ প্রকাশে উপযুক্ত নয়!

এক শ্রেনীর অভিভাবকেরা দোহাই দেন যে বর্তমানে চাকরির বাজারে হিন্দী ইংরাজিরই দাম আছে এবং সেজন্য নিজের মাতৃভাষা বাংলা না জানলেও বা ভূলে গেলেও চলবে। যেন চাকরির সফলতাই জীবনের সব! এবং চাকরির প্রতিযোগিতায় সাফল্যের জন্য নিজেরভাষা রপ্ত না করা বা নিজের সংস্কৃতি সম্পর্কে উদাসীন থাকাও প্রয়োজন। আশ্চর্যের নয় যে এমন অভিভাবকেরা যেসব ইংরাজী মাধ্যম স্কুলে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে বাংলা পড়ার সুযোগ আছে সেখানেও সন্তানের জন্য বাংলার পরিবর্তে হিন্দীকেই দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে অগ্রাধিকার দেন। কিন্তু এঁদের কেন মনে হয় না যে সন্তান অন্য ভাষায় পারদর্শী হোক-তবে তা নিজের ভাষা সংস্কৃতির বিনিময়ে নয়-বাংলার বিশাল সাংস্কৃতিক চালচিত্রের সাথে অপরিচিত থেকে বড় হওয়া নয়। একজন বাঙালির আপন ভাষা সংস্কৃতি চর্চার সাথে যে ভারতীয়ত্বএর বা তাঁর পেশাগত প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভের চেষ্টার কোন বিরোধ নেই এই উপলব্ধি যত শীঘ্র আমাদের হয় ততই মঙ্গল। রবি ঠাকুরের 'রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি' এই পঙতির ব্যাখ্যা এমন নয় যে বাঙ্গালিত্বের সঙ্গে মানুষ হওয়ার কোন বিরোধ আছে বা মানুষ হতে গেলে বাঙ্গালিত্ব বিসর্জন দেওয়া জরুরি। একটু ভাবলেই দেখা যাবে বাঙ্গালীত্বের সঙ্গে ভারতীয়ত্বেরও কোন বিরোধ নেই।

উল্লেখ্য, এ বাংলার জনসাধারণকে মাতৃভাষার জন্য কোন সংগ্রামে যেতে হয়নি, কিন্তু এই বাংলা ভাষার দাবিতেই এই স্বাধীন ভারতবর্ষেরই উত্তর পূর্বাঞ্চলে এক রাজ্যে এই বাংলাভাষার দাবিতে এগারোটি তাজা প্রান চলে গিয়েছিল নির্বাচিত সরকারের পুলিশের গুলিতে। ২১ শে ফেব্রুয়ারির পাশে থাকার ন্যায্যত দাবি ১৯শে মে'রও-দু'টি একই সূত্রে গাঁথা বিধায় বাঙ্গালীর, বিশেষত ভারতবর্ষের বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে উনিশে মে দিনটিরও আলাদা গুরুত্ব ও গৌরবের।

আসলে ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয় এ সাংস্কৃতিক চেতনার ভিত্তিও যা চিহ্নিত করে একটি জাতির বৈশিষ্ট্য।আবার এও হয়ত অস্বাভাবিক নয় যে স্বভূমি হারানো আপন ভিটেমাটিচ্যুত বাঙালির অনুভবে মাতৃভাষাই কখনও যেন মাতৃভূমির স্নেহশীতল আশ্রয়, আত্মসত্তার পরিচয়ের একমাত্র অবলম্বন হয়ে যায়। তখন 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই পৃথিবীর রূপ খুজিতে যাই না আর' এ অনুভূতির রেশ প্রানিত করে।

তত্ত্বগতভাবে বলা যায় ভাষার কোন ধর্ম হয় না বা কোন শব্দ কখনও নির্দিষ্ট ধর্মের হতে পারে না। কিন্তু বাঙালিত্বের দাবিদার-এমনকী একুশের চেতনার কথা অহরহ উচ্চারণে বা কাব্য সৃজনে আগ্রহীরাও অনেকে নিজের সন্তান সন্ততিদেরও নামকরনের সময় বাংলা ভাষার কথা মনে না রেখে মাতৃভাষা ছেড়ে উর্দু/আরবি ভাষায় নাম করনের প্রবনতা প্রমান করে ভাষার জন্য দরদ কতটা খাঁটি !তখন কি মনে হতে পারে না -ভাষারও কি তবে ধর্ম আছে কিংবা শব্দ কখনো কখনো নির্দিষ্ট ধর্মেরও হয়! ভাষাকে একই সঙ্গে গতিশীল এবং সুপথগামী রাখবার কোনও দেশকাল নিরপেক্ষ সূত্র হয়ত নেই কিন্তু এখানেও একটি প্রশ্ন থেকে যায়- আদতে বাঙালি হয়েও(বা দাবি করেও)নিছক নিজস্ব ধর্মীয়বোধে ভিন্নভাষার (উর্দু বা আরবি) বিশেষ শব্দকে (বাংলায় প্রচলিত প্রতিশব্দ থাকা সত্ত্বেও) বাংলাভাষার মধ্যে অনুপ্রবেশ করানোর সাম্প্রতিক কৌশলকে (এ বাংলায়ও) কি বাংলা শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি লক্ষ্য বলে গণ্য না করে ইচ্ছাকৃতভাবে ভাষা-নৈরাজ্য সৃষ্টির এক অপচেষ্টারূপে বিচার্য নয়?আর সব মুখের ভাষাই কি লেখার বা সাহিত্যের ভাষা হতে পারে? অঞ্চলভেদে বা ধর্মীয়আচরণভেদে কথ্য ভাষায় বিভিন্নতা থাকলেও সাহিত্যসৃজনে বা লিখনে বাংলাভাষার যে বিশুদ্ধ ও মান্যরূপই যে ব্যবহার্য তার দৃষ্টান্ত দেখে নেওয়া যেতে পারে প্রায় দেড়শ বছর আগে রচিত মীর মশারফ হোসেনের বিখ্যাত কালজয়ী গ্রন্থ 'বিষাদসিন্ধু' পাঠে। ভাষাকে নিজস্ব ধর্মীয় অনুষঙ্গের প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত রূপদানের প্রবণতাবৃদ্ধি কিন্তু গত কয়েক দশকের ঘটনা-বিশেষত নবজাত পড়শি দেশটিকে এক ধর্মীয় রাষ্ট্র ঘোষণার পরবর্তীতে। ক্রমে তার প্রভাব সীমান্ত্রে এপারেও কোথাও কোথাও পড়ছে। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি আজ একবিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন- কিঞ্চিৎ বিপন্নও বটে। বাংলা ভাষা ব্যবহারের পরিসরে আজ যেমন একদিকে ক্রমসঙ্কোচন বিবিধ কারণে অন্যদিকে সে ভাষাও আজ কিছু মানুষের মুখের বচনে খিচুড়ি ভাষায় পর্যবসিত। একে ভাষার আত্তিকরন ভাবাই ভ্রান্তিকর বিলাসিতা। এমতাবস্থায় অপ্রিয় হলেও বাংলা ভাষার ব্যবহারের অশুদ্ধির ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করে তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ্যে ব্যক্ত করা অবশ্যই প্রয়োজনীয়-কারোকে অখুশি করলেও তা মোটেই প্রাদেশিকতা বা সাম্প্রদায়িকতা নয়। বাংলা ভাষাকে যেমন সময়ের দাবিতে কাজের ভাষা হয়ে উঠতে হবে স্থবিরতায় আটকে না থেকে তেমনই এর শুদ্ধ ব্যবহারের প্রশ্নটিও সম-জরুরি; অশুদ্ধির ক্ষেত্রগুলি সঠিক চিহ্নিতকরনের মাধ্যমে ভুল প্রয়োগ দ্রু করতে হবে। কিন্তু পরের রঙে রং মেলাতে ব্যস্ত আত্মবিস্মৃত বাঙালির আজ সে সচেনতা কোথায়। একথা সত্য যে ভাষা নদীর প্রবাহের মতো। বাংলা ভাষার বহুত্ববাদী ঐত্যি অনুসারে অন্য বিভিন্ন ভাষার শব্দকে গ্রহণ করে এবং বঙ্গভাষী নানা অঞ্চল তথা বর্গের শব্দান্তরকে ধারণ করে এগিয়ে চলার প্রবণতাই বাঙ্গলা ভাষার বৈশিষ্ট্য ধরে নিলেও এর গ্রহণশীলতা যেন চিন্তাবর্জিত বিবেচনাহীন যথেচ্ছারের নামান্তর না হয়ে দাঁড়ায় সেদিকে লক্ষ্য রাখাও জরুরি। অদ্যাবধি বাংলা ভাষাও ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা না পাওয়া আমাদের অনেককেই ব্যথিত করে,কিন্তু একই সঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে বাংলা ভাষার শুদ্ধতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার দিকেও। বাস্তবিক বিভিন্ন ভাষার আগ্রাসনে আজ শুদ্ধ বাংলা ভাষার অনেকটা কোনঠাসা সসেমিরা অবস্থা-দুয়োরানী হয়ে দাঁড়ায়ে পিছন দুয়ারে। শুদ্ধ সঠিক বাংলা বলতে অনেক 'শিক্ষিত' বঙ্গজনও অপারগ, অনেকে হীনমন্যতায় ইতস্তত করে।

একথা ঠিক যে প্রতিবেশি বাংলাভাষাভাষী রাষ্ট্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার ও চর্চা ব্যাপক ও বিস্তৃত, উর্দু শব্দ প্রবিষ্ট করার এক প্রবনতা সত্ত্বেও। বহুভাষী রাষ্ট্রের এ অঙ্গরাজ্যে হয়ত একটি ভাষার সেরকম নিরঙ্কুশ ব্যবহার ও চর্চা সম্ভব নয়। এখানে অন্যান্য ভাষার প্রভাব প্রতিপত্তির,বিশেষত অযাচিত সরকারি পৃষ্টপোষকতা ধন্য একটি ভাষার আগ্রাসন প্রবনতা অনুভব করা যায়। কিন্তু এদেশেরও অন্যরাজ্যে কিন্তু মাতৃভাষার বা প্রতি নিজের সংস্কৃতির প্রতি এমন উদাসীনতা ,অন্যমনষ্কতা সচরাচর পরিলক্ষিত হয় না। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার, একে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়কে বল বাংলাদেশের বাঙ্গালিদের উপরে বর্তায় এমন ভ্রান্ত আত্মবিনাশী ভাবনা এব্যাপারে শুধু তাঁদের একমাত্র উত্তরাধিকারত্বের একছত্র দাবিতে আধিপত্য বিস্তারে সুযোগ দেয়না ,আমাদের, অর্থাৎ এ বাংলার বাঙ্গালিদের ক্রমে এক নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি বিবর্জিত, শিকড়হীন, আত্মকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠীতে পরিনতির দিকে নিয়ে যাবে। এত সমৃদ্ধ বঙ্গ সংস্কৃতির চালচিত্রের মধ্যে আমাদের যাপন সত্ত্বেও শুধু বছরে নির্দিষ্ট কয়েক দিন বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চায় 'দিন' পালনেই দায়িত্ব সীমায়িত থাকবে কিনা এবঙ্গের বাঙ্গালী অস্মিতার এমন ভাবনা কিন্তু অমূলক নয়।

এমন বিপন্ন সময়ে— চ্যালেঞ্জের সন্ধিক্ষনে আমরা আত্মবিস্মৃতি কাটিয়ে আরও একটু দায়িত্বশীল ও সচেতন হতে পারলে বাঙালি ক্রমে নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি বিস্মৃত এক প্রান্তিক জাতিতে পরিনত হওয়ার আশঙ্কাও দূর হতে পারে। আজকের এই পুন্যদিবসে বোধকরি এই আত্মসমীক্ষা ও আত্মবীক্ষণ এবং ভাষার 'আত্তীকরন' এবং আত্মবিলোপের মধ্যে সীমারেখা সম্বন্ধে সচেনতা বোধের জাগরণই এই দিবস যথার্থ পালন।আজকের দিবসটি যে বাঙ্গালির চেতনার প্রতীক!

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সন্দেশখালিতে ফের উত্তেজনা, ঘটনাস্থলে পুলিশ, জমির আলাঘরে আগুন লাগল গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহানের ভাইয়ের জবরদখল করা জমির আলাঘরে আগুন, ফের উত্তেজনা এলাকায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ। আলা ঘরে আগুন লাগল গ্রামবাসী। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালি দু'নম্বর ব্লকের বেরমজুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝুপখালির ঘটনা। কয়েকমাস আগে বেশ কয়েক বিঘা জমি বেআইনি দখল করে রেখে ছিল শাসকদলের যুব নেতা শেখ আলমগীর। ইনি হলেন শেখ শাহজাহানের ছোট ভাই। এবার সেখানেই স্থানীয় গ্রামবাসীরা সকাল থেকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে এবং আলাঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় বিশাল পুলিশ বাহিনী যায়। তাদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে এই জমি দখল করে মেছোঘেরি করার চক্রান্ত চলছিল আর সেখানেই আমাদের আপত্তি। আমাদের প্রচুর জমি বেআইনিভাবে দখল করে নিয়েছে আমরা আমাদের জমি ফেরত চাই। এই নিয়ে বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে, ঝুপখালির গ্রামে।

পাশাপাশি সন্দেশখালি দু'নম্বর ব্লকের সন্দেশখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কয়েকদিন ধরে মিছিল, আন্দোল, হিংসা প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে বিজেপি, সিপিএম নেতা সহ মোট ১১ জন জেলে। এদিন তাদের দেখতে বসিরহাট উপ সংশোধনাগারে আসেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বসিরহাট উপ সংশোধনাগারে বিজেপি নেতা বিকাশ সিং সহ ১১ জনের সঙ্গে সংশোধনের কথা বলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, সন্দেশখালি বিধায়ক এতদিন কোথায় ছিলেন। তাকে দেখলে তো খুব বিক্ষোভ তৈরি হবেই। শেখ শাহজাহান প্রসঙ্গে বলেন, রাজ্য পুলিশের সঙ্গে প্ল্যানিং চলছে যেখানে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অর্থাৎ পুলিশ মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শাহজাহান শেখকে দরাজ সার্টিফিকেট দিচ্ছেন। সেখানে কি করে গ্রেপ্তার হবে? এটা পুরোটাই প্ল্যানিং। অভিষেক সভা করতে যাচ্ছেন শুনলাম এবার সেখানেও পিঠে বানানোর জন্য ডাকা হবে মহিলাদের। পাশাপাশি খালিস্তানি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটা রাজনৈতিক ইস্যু করার চেষ্টা করছে বিরোধীরা। বসিরহাট উপ-সংশোধনাগার থেকে বেরোনোর সময় বলে গেলেন বিকাশ সিং এর পরিবার সঙ্গে দেখা করতে সন্দেশখালি যাবেন।

সন্দেশখালি ঘটনায় শিবু প্রসাদ হাজরা বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল সন্দেশখালি থানাতে সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ছয় জন গ্রামবাসী বসিরহাট মহকুমা আদালতে এসে স্যারেন্ডার করেন।

এছাড়াও সন্দেশখালি থানার কিছু দূরে একটি মিশনের মাঠ অবৈধভাবে দখল করে নিয়েছিল শেখ শাহাজাহান। মাঠের চারিদিকে লেখা ছিল শেখ শাহজাহান ফ্যান ফুটবল ক্লাব। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ সেই মাঠের চারিদিকে বড় বড় গাছপালা কেটে মাঠের চারিদিকে অস্থায়ী বেড়া দিয়ে ঘিরে রেখেছিল। সেই মাঠে এলাকার কোনও মানুষদের প্রবেশ সম্পূর্ণভাবে নিষেধ ছিল। এলাকার বাসিন্দাদের বেশ কিছুটা জায়গা ও মিশনের জায়গা অবৈধভাবে দখল করে নিয়ে তিনি খেলার মাঠ তৈরি করেছিলেন যে মাঠে শুধুমাত্র শেখ শাহজাহানের কিছু টুর্নামেন্ট হত। এই মাঠে অন্যান্যরা খেলাধুলা করতে পারত না। প্রশাসনের উদ্যোগে সেই মাঠ ফিরিয়ে দেওয়া হল এলাকার বাসিন্দাদের। এদিন সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো বসিরহাটের এসপি ডক্টর মেহেদী হাসান রহমান সহ আরো অনেকে বেশ কিছু প্রশাসনিক আধিকারিকরা ও তৃণমূলের নেতৃত্বরা এসে সেই মাঠ ফিরিয়ে দেয় এলাকার বাসিন্দাদের হাতে।

পিছিয়ে নেই কোনও পক্ষ, দেওয়াল লিখন শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে শুরু হয়ে গেল রাজনৈতিক লড়াই। ১ ইঞ্চি ও জমি ছাড়তে রাজি নন শাসক ও বিরোধী।

আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার সমর্থনে দেওয়াল লিখন শুরু করেছে তৃণমূল কর্মীরা। উল্লেখ্য চলতি মাসের ২ তারিখ কলকাতায় ধরনা মঞ্চ থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে ফের শত্রুঘ্ন সিনহার নাম প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেন। ভোট নিয়ে প্রার্থীর সমর্থনে পরের দিন থেকেই আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে প্রচার শুরু করে দেয় তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। এলাকার বিভিন্ন জায়গায় দেওয়াল বুকিংয়ের কাজ শুরু করে দেয় তৃণমূল কর্মীরা। রং তুলি হাতে দেওয়াল লিখতে দেখা গিয়েছিল প্রাক্তন জেলা যুব সভাপতি কৌশিক মণ্ডলকে।

আসন্ন লোকসভা ভোট প্রচারে পিছিয়ে নেই রাজের বিরোধী দল বিজেপিও। যদিও আসানসোল লোকসভা নির্বাচনে এখনো পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টির তরফে প্রার্থীর নাম ঘোষণা এখনো হয়নি।

তবে প্রার্থীর নাম ঘোষণা না হলেও শুরু হয়ে গেল বিজেপির দেওয়াল লিখন, পাণ্ডবেশ্বরের শীতলপুর, বহুলা ও হরিপুর সহ একাধিক বুথে শুরু হল দেওয়াল লিখন। এই বিষয়ে বিজেপি মণ্ডল ১ এর সভাপতি বেনুধর মণ্ডল জানান, আমরা প্রার্থী দেখে পার্টি করি না আমরা পদ্মফুল আর নরেন্দ্র মোদিকে দেখে পার্টি করি। তাই আসানসোল লোকসভা আসন নির্বাচনে বিজেপির পক্ষ থেকে যাকেই মনোনীত প্রার্থী ঘোষণা করবেন তাকে আমরা বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে আসানসোলকে মোদিজির হাতে তুলে দেব।

পাগড়ি পরা পুলিশ অফিসারকে খালিস্তানি বলে কটাক্ষ, প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত কয়েকদিন আগে পাগড়ি পরা এক শিখ সম্প্রদায়ের পুলিশ অধিকারিককে খালিস্তানি বলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা।

তার এই মন্তব্যের জেরে রীতিমতো ক্ষুব্ধ সমস্ত শিখ সম্প্রদায়ের মানুষরা। এই ইস্যুতে বৃহস্পতিবার বিকালে পানাগড় বাজারের গুরুদ্বারের সামনে প্রতিবাদে নামেন পানাগড় বাজারের শিখ সম্প্রদায়ের মানুষেরা।

এদিন শিখ সম্প্রদায়ের মানুষদের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সামিল হয় পানাগড় গুরুদ্বারা কমিটির সদস্যরা। সেন্ট্রাল গুরুদ্বারা কমিটির সভাপতি তেজেন্দর সিং জানিয়েছেন, শিখ সম্প্রদায়ের মানুষেরা কখনো সরকারের কাছে কোনও বিষয় নিয়ে আবেদন নিবেদন করতে যায় না।

তিনি বলেন, সরকার সবসময় মানুষের দাবি মানবে আর সরকারের দুঃসময়ে মানুষ তাদের পাশে দাঁড়াবে না তা কখনো করা উচিত না। করোনার সময় সরকার যখন অসহায় হয়ে পড়েছিল শিখ সম্প্রদায়ের মানুষরা এগিয়ে এসে সরকারকে সাহায্য করেছিল। তাই যে সরকার বা যে দলই শিখ সম্প্রদায়ের মানুষকে অপমান করবে, সেই অপমান শিখ সম্প্রদায়ের মানুষরা সহ্য করবে না। যে দল শিখ সম্প্রদায়ের পুলিশ অধিকারিককে অপমান করেছেন তারা শুধু ওই অফিসারকে নয়, সমগ্র শিখ সম্প্রদায়কে অপমান করেছে। তাই অবিলম্বে তাদের ক্ষমা চাইতে হবে। সেই দলকে সমস্ত শিখ সম্প্রদায়ের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে এটাই তাদের প্রধান দাবি।

রেলের ভাড়া না মেটানোয় উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা রেল শহরের পুরনো বাজারে নিকট বেশ কিছু রেলওয়ে প্লট হোল্ডার ব্যক্তিদের রেলের ভাড়া বাকি থাকায়, রেল কর্তৃপক্ষ বুল ডোজার নিয়ে ভাঙতে এলে ওই এলাকার স্থানীয় মানুষেরা ও রেল কর্তৃপক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়। রেলের তরফে ঘটনাস্থলে রেল পুলিশ বাহিনী উপস্থিত হন রেল পুলিশের দলবল। খবর পাওয়া মাত্র, ঘটনার আকার যাতে অশান্তির পরিবেশ না সৃষ্টি হয় তার জন্য ছুটে আসেন আদ্রা

শহর তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। ঘটনায় উপস্থিত ছিলেন রঘুনাথপুর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ অখিলেশ কুমার যাদব, আদ্রা শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রাজা চৌবে, ভাইস প্রেসিডেন্ট গোপিচাঁদ মুখী, কাশীপুর ব্লক সাধারণ সভাপতি ভি রূপেশ রাও সহ অন্যান্যরা। তৃণমূল কংগ্রেসের রঘুনাথপুর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ আকিলেশ যাদব রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের সঙ্গে একটি আলোচনা বসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঘটনায় অখিলেশ কুমার যাদব বলেন যে রেল কর্তৃপক্ষ দোকান ভাড়ার জন্য আসে এবং ঘটনা যাতে অশান্তির পরিবেশ না সৃষ্টি হয়, তার জন্য আমরা এসে সামাল দিই এবং একটি আলোচনার মাধ্যমে রেল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি আপনাদের যা ভাড়া বাকি আছে তার সঠিক হিসাব দেন এবং সেই ভাড়া নেন। কিন্তু আমরা জেনেছি যে আপনাদের কাছে কোনও সঠিক হিসাব না থাকার জন্য এই সব বিল বাকি আছে। অপরদিকে রেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জানা যায় যে রেলের তরফে বারবার নোটিস করেছি, বেশ কিছু ভাড়া আদায় হলেও এখনো কিছু ভাড়া বাকি রয়ে গেছে তাই এসেছিলাম ভাড়া আদায় করতে। যারা রেলের ভাড়া না দেবে গোটা বিষয়টি দেখবে রেল কর্তৃপক্ষ।

পুলিশের জালে ধরা পড়ল ভুয়ো আরটিও অফিসার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: এবার পুলিশের জালে ধরা পড়ল ভুয়ো আরটিও অফিসার। ধৃত ব্যক্তির নাম সুশান্ত দেবনাথ। তার বাড়ি বর্ধমানের জাহান্নগর। সূত্রের খবর, নিজেকে পরিবহণ দপ্তরের অফিসার পরিচয় দিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে টাকা তোলার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। এরপরই অভিযুক্তকে আটকে রেখে পুলিশের হাতে তুলে দিল স্থানীয় লোকজন। ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার শান্তিপুর থানার নৃসিংহপুর। স্থানীয় সূত্রে খবর, হঠাৎ নৃসিংহপুর এলাকায় এক চাল ব্যবসায়ীর কাছে ফোন আসে। সেখান উল্টো দিক থেকে কোনও একজন ব্যক্তি নিজেকে আরটিও অফিসার পরিচয় দিয়ে তার চালের গাড়ি আটকে রাখে। চালের গাড়ি ছেড়ে দিতে টাকা দাবি করে। এরপরে কিছু টাকা দেয় তাদের গাড়ি ছাড়ানোর জন্য। সন্দেহ হয় ওই চাল ব্যবসায়ীর। পরবর্তীকালে অভিযুক্ত যখন মোটরসাইকেল নিয়ে ঘটনাস্থলে ছেড়ে যাচ্ছিলেন তখন তাকে দাঁড় করায় ওই চাল ব্যবসায়ী। এরপরেই জিজ্ঞাসাবাদে তার কথার অসঙ্গতি মেলে। খবর জানাজানি হতেই বহু ব্যবসায়ী ভিড় করে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ভিড় জমায়। খবর দেওয়া হয় শান্তিপুর থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে শান্তিপুর থানার পুলিশ এসে ওই অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। তবে স্থানীয়দের দাবি একাধিক গাড়ির কাছ থেকে বিভিন্ন সময় এই ভাবে টাকা আদায় করেছেন। ঠিক কি কারণে আরটিও পরিচয় দিয়েছিল তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ।

অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু গৃহবধূর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: কাঠের উনুনে রান্না করতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। মৃত গৃহবধূর নাম লীলা বাউরি, বাড়ি রায়না থানার অন্তর্গত মোগলমারি এলাকায়। বৃহস্পতিবার তাঁর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত চলিশ আগে কাঠের উনুনে আগুন জ্বালার সময় ওই গৃহবধূর গায়ে আগুন লেগে যায়। তড়িঘড়ি তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসা করার পর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসা চলাকালীন বুধবার রাত ১০টা নাগাদ মৃত্যু হয় ওই গৃহবধূর। বৃহস্পতিবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান এলাকা দেখলেন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা এবং বিজেপির রাজনীতি নিয়ে মুখ খুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আরামবাগে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান ও প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিয়ে তিনি মানুষের দীর্ঘদিনের দাবিকে মান্যতা দিয়ে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে বড় ঘোষণা করেছিলেন। বৃহস্পতিবার রাজ্যের মন্ত্রী তথা সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক ঘাটালে আসেন এবং ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান এলাকা পরিদর্শনে যান। মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন জেলা শাসক খুরশেদ আলি কাদরী, ঘাটালের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস, তৃণমূলের ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা সভাপতি আশিস হুদাইত, দিলীপ মাঝি সহ আরও অন্যান্যরা।

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২৫৪৭(৮৬০ এবং ১৬৮৭) ইক্যুইটি শেয়ার সার্টিফিকেট নং ৩১৩৬১১০ এবং ৩৩৩৪৩৫০, **গ্রাসিম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের**- গৌরী শঙ্কর কায়ানের নামে (প্রয়াত) হারিয়ে বা স্থানান্তরিত হয়েছে এবং নিম্নস্বাক্ষরকারী কোম্পানির নিকট বিকল্প শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি)'র জন্য আবেদন করেছেন। যেকোনও ব্যক্তির উক্ত শেয়ার সার্টিফিকেট সম্পর্কে কোনও দাবি থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে আমাদের রেজিস্ট্রার, কেফিন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড, সেলেনিয়াম টাওয়ার বি, প্লট ৩১-৩২, গাচিবউলি, ফিনান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, হায়দরাবাদ-৫০০০৩২ নিকট জানাতে পারেন, অন্যথায় কোম্পানি বিকল্প সার্টিফিকেট(গুলি) ইস্যু করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে।
আবেদনকারীর নাম : অজয় কুমার কায়ান, ঠিকানা : ৯/২, হাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রিট,কলকাতা-৭০০০১৭।
তারিখ : ২৩.০২.২০২৪

Indian Bank — Zonal Office Kolkata Central

সংশোধনি

২২.০২.২০২৪ তারিখে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এবং **একদিন**-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে প্রেমিসেস আবশ্যক অধীনে টেকনিক্যাল বিড ইএমডি ৫০০০.০০ টাকা ফেরতযোগ্য ডিডি/বিপিও-র দ্বারা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল অনুকূলে **৭ মার্চ, ২০২৪** তারিখ বিকেল ৫টার মধ্যে দাখিল করতে হবে, **৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪** বিকাল ৫টার **পরিবর্তে। এবং** টেকনিক্যাল বিড **১১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে ১২টায় খোলা হবে, ১১ মার্চ, ২০২৩ তারিখ দুপুর ১২টার পরিবর্তে।**
পূর্বের বিজ্ঞাপনের অন্যান্য সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।
তারিখ : ২৩.০২.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ফর্ম নং. ইউআরসি-২
আইনের XXI অধ্যায়ের প্রথম অংশের অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন
[কোম্পানিজ (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৪(১) এবং কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৭৪(বি) এর অধীন অনুসারে]

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৬৬-এর সাব-সেকশন (২) অনুসারে, এখন থেকে ১৫ (পনের) দিন পরে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে কিন্তু পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে রেজিস্ট্রার অফ এলএলপি কলকাতা সমীপে **'মাস্টারমিন্ডজ ব্রান্ডকম এলএলপি'** কোম্পানি এক্ট ২০১৩ এর অধ্যায় XXI এর প্রথম অংশ এর অধীনে শেয়ার দ্বারা একটি লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত করারা জন্য এক আবেদন।
২. কোম্পানির প্রধান বিষয়গুলি নিম্নরূপ:-
ক) অনলাইন বিজ্ঞাপন, সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং, এসইও, পিপিসি প্রচারাভিযান এবং ইমেল সহ ডিজিটাল বিপণন কার্যক্রমের পাশাপাশি ডিজিটাল মিডিয়া সমাধানের ব্যবসায় জড়িত হতে, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের বিকাশ, স্থাপনা এবং পরিচালনা, সামগ্রী তৈরি, বিতরণ এবং পরামর্শ পরিষেবাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে।
খ) ভয়েস, ডেটা, ইন্টারনেট , মেসেজিং, কনফারেন্সিং এবং নেটওয়ার্ক সমাধান সহ টেলিযোগাযোগ পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন চ্যানেল যেমন টেলিভিশন, রেডিও, অনলাইন স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে গণমাধ্যম যোগাযোগ।
গ) প্রচারমূলক সামগ্রী, বিপণন সমান্তরাল, প্রকাশনা এবং অডিও ভিজ্যুয়াল সামগ্রীর উৎপাদন এবং প্রচারের জন্য মুদ্রণ এবং সম্প্রচার সুবিধাগুলি পরিচালনা করা, যখন একাধিক চ্যানেল জুড়ে বিজ্ঞাপন পরিষেবা সরবরাহ করা এবং ব্র্যান্ডের দৃশ্যমানতা এবং ইক্যুইটি বাড়ানোর জন্য ব্র্যান্ড প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং অভিজ্ঞতামূলক বিপণন, ইভেন্টে জড়িত। সম্মেলন এবং প্রদর্শনী ইত্যাদি সহ কিন্তু সীমাবদ্ধ নয় বিশ্বব্যাপী ইভেন্ট পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিষেবা।
৩. খসড়া স্মারকলিপির একটি অনুলিপি এবং প্রস্তাবিত কোম্পানির অ্যাসোসিয়েশনের আর্টিকেলগুলি জেনেক্স ভ্যালি, বিল্ডিং নং ২৮, ফ্ল্যাট নং ৩এইচ, কলকাতা - ৭০০১০৪, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত যেকোন কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টোর মধ্যে অফিসে পরিদর্শন করা যেতে পারে।
৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যেকোন ব্যক্তি তাদের আপত্তি লিখিতভাবে রেজিস্ট্রারের কাছে (কোম্পানি এবং এলএলপি), **সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি),** ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০ এ জানাতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে, কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে একটি অনুলিপি সহ।
মাস্টারমিন্ডজ ব্রান্ডকম এলএলপি এর পক্ষে
স্বা/-
সৌটি সুকলেন্দু সেনগুপ্ত
তারিখ- ২২.০২.২০২৪ (ডেজিগনেটেড পার্টনার)
স্থান-কলকাতা DPIN : 06946296

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

২০২৩ মাস্টার ডিরেকশন- রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া(নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি) -স্কেল বেসড রেগুলেশন) ডিরেক্টশন এর ২০২৩ (১০ নভেম্বর, ২০২৩ অনুযায়ী আপডেটেড) ১৯ অক্টোবর সার্কুলার নং ৪২.২- ডিওআর.ফিন.আরইসি.নং ৪৫/০৩.১০.১১৯/২০২৩-২৪ অনুযায়ী

ইন্টেলিপ্রো ফিনান্স প্রাইভেট লিমিটেড
CIN : U51109WB1985PTC039568
সিওআর নং : বি.০৫.০০১৭৮ তারিখ ০৯.১১.২০০৫
রেজি. অফিস : ৯/১, আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা : ৭০০০০১
ফোন : ০৩৩ ৪০৮২ ৩৭০০/ ২২২০ ০৬০০, **ই-মেল :** intellipromca@gmail.com

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই) উল্লেখ্য পত্র কল.ডিওএস. আরএসজি নং : এস৩০৩২/০৮.০২.৪০০/২০২৩-২৪ তারিখ ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, কোম্পানি-ইন্টেলিপ্রো ফিনান্স প্রা লি কে অনুমোদন দিয়েছে ২ নতুন ডিরেক্টর উল্লেখ্য শ্রী সিদ্ধার্থ কুমার বিড়লা ২৯, পৃথ্বিরাজ রোড, নিউ দিল্লি ১১০০০১, পেসা কোম্পানি ডিরেক্টর এবং উদ্যোগপতি এবং শ্রীমতি বসুশ্রী ঝাভের-ঝাভের হাউস, নতুন নং ৯, পুরানো ৫, বোট ক্লাব রোড, থার্ড এভিনিউ, রাজা আন্নামালাইপুরম, চেন্নাই-৬০০০২৮, তামিলনাড়ু, পেশা : কোম্পানি ডিরেক্টর,কোম্পানি বোর্ডে নিযুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত সার্কুলার এবং অন্যান্য সকল আইন/অধ্যাদেশ সংস্থান মান্যতা অধীনে সাপেক্ষে। কোম্পানির বোর্ডের গঠন ৩০ শতাংশ পরিবর্তনক্রমে উক্ত ২ নতুন ডিরেক্টর এবং পরিবর্তন পরবর্তী নতুন বোর্ডের গঠন ১) শ্রীমতি মধুশ্রী বিড়লা, ২) শ্রী অলোক মাহেশ্বরী, ৩) শ্রী মোহন দাস বাগড়ি, ৪) শ্রী সিদ্ধার্থ কুমার বিড়লা এবং ৫) শ্রীমতি বসুশ্রী ঝাভের। পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য কোম্পানির আবশ্যক ব্যবসায়িক কার্যকলাপের পরিমাণ বৃদ্ধি সহ বোর্ডের ব্যাপকতর ক্ষমতা বৃদ্ধি। কোম্পানির শেয়ারহোল্ডিং সদস্য এবং পরিচালন ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন হবে না।
যেকোনও ব্যক্তির উক্ত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে কোম্পানির উল্লিখিত ঠিকানায় ডিরেক্টর বোর্ড এবং আরবিআই, ডিপার্টমেন্ট অব সুপারভিশন, ৬ষ্ঠ তল, ১৫, এন এস রোড, কলকাতা : ৭০০০০১ ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
সংশ্লিষ্ট সাধারণ নোটিশ কোম্পানি বোর্ডের পক্ষে ইস্যুকৃত।
ইন্টেলিপ্রো ফিনান্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
(অলোক মাহেশ্বরী)
স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর
তারিখ : ২১.০২.২০২৪ ডিন : ০০১৭১৩০৩

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি সেল
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল)
এস. সরণি কলকাতা - ৭০০০১৭
পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি সেল, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি, জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল), এস. সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির অধীনে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেনে **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., ব্রাবোর্ন রোড ব্রাঞ্চ** -এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা এবং সহঋণগ্রহীতার নাম	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	সম্পত্তির বিস্তারিত
শ্রী গৌতম জানা (ঋণগ্রহীতা) এবং **শ্রীমতি মানসী জানা** (সহ-ঋণগ্রহীতা)	**১) ২৩.০৮.২০২৩ প্রকাশিত ১১.১১.২০২৩ তারিখে ২) ২০.০২.২০২৪ ৩) ৩৩,৭৫,৪৩৪.১৮ টাকা** (তেত্রিশ লাখ পঁচাত্তর হাজার চারশ চৌত্রিশ টাকা এবং আঠার পয়সা) ১০.০৫.২০২৩ অনুযায়ী।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৮ ডেসিমেল, আরএস দাগ নং ১৩৫১/১৮৫১, এলআর দাগ নং ২৩০৭, আরএস খতিয়ান নং ৮০৩, এলআর খতিয়ান নং ১১৪২, ১২৫৬ এবং ১২৫৭ এবং নতুন এলআর খতিয়ান নং ৩৯৬৫ এবং অবস্থিত মৌজা-কাশীনগর, জেএল নং ৯, তৌজি নং ২৬৫২, পরগনা- সুন্দরবন, থানা : সুন্দরবন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, শ্রীনগর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, সুন্দরবন, কাকদ্বীপ। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** সাধারণ চলার পথ, **দক্ষিণে :** কার্তিক চন্দ্র বৈদ্যর জমি, **পূর্বে :** মধুসূদন মালি এবং অন্যান্যর জমি, **পশ্চিমে :** দাগ নং ১৩৫১/১৯০৩। সংশ্লিষ্ট জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ সমুদয় বর্তমান এবং ভবিষ্যতের।
শ্রী মানস পুরকাইত (ঋণগ্রহীতা) এবং **শ্রীমতি কণিকা পুরকাইত** (সহ-ঋণগ্রহীতা)	**১) ২২.১১.২০২৩ ২) ২০.০২.২০২৪ ৩) ২৬,৯৬,০৮২ টাকা** (ছাব্বিশ লাখ ছিয়ানব্বই হাজার বিরাশি টাকা) ০৯.০৭.২০২৩ অনুযায়ী।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ০.৪১২ ডেসিমেল আরএস দাগ নং ৪৬৫৬/৫৭৮১, ০.৩৭৫ ডেসিমেল, আরএস দাগ নং ৪৬৪৪, ৪.৩০ ডেসিমেল, আরএস দাগ নং ৪৬৫৬ মোট ৫.০৮৭ শতক এবং তদস্থিত দোতলা ভবন পরিমাণ এরিয়া ৫৮৭ বর্গফুট একতলায় এবং ৮৩৭ বর্গফুট দোতলায় অবস্থিত মৌজা ধামুয়া, জেএল নং ৪২, তৌজি নং ১০৯, এলআর খতিয়ান নং ৮৫, ১০৪৪, ১১২৯, ২৪২৪, ২৬৯৮, ৯৫০ নতুন ৭৬৬৪, হোল্ডিং নং ৭০৩৮ কর হোল্ডিং নং অনুযায়ী৭৭৫৬, থানা : মগরাহাট, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ধামুয়া দক্ষিণ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, (সরকারি ওয়েবসাইট www.wbregistration.gov.in অনুযায়ী সম্পত্তি অবস্থিত ধামুয়া উত্তর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন), পিন : ৭৪৩৬১০ এবং সেপটিক ট্যাঙ্ক, সিঁড়ি, জলের সংযোগ, সীমা পাঁচিল, ফিটিংস, ফিক্সচার, বিদ্যুৎ সংযোগ, সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। উক্ত প্রেমিসেস নিম্নোক্ত মতে **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ২৫ ফুট চওড়া সড়ক, **পূর্বে :** তাপস পুরকাইতের ২ তলা ভবন, **দক্ষিণে :** আরটি শেড হাউস, **পশ্চিমে :** খালি জমি।

তারিখ : ২৩.০২.২০২৪, স্থান : কলকাতা অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

SBI
এসবিআই আরএসিপিসি উত্তরপাড়া (৬৪১০০)
৫ম তল, রিজেন্ট স্টার মল, ৯ কে, জি. টি. রোড
হুগলি - ৭১২২৩৩ ই-মেইল: sbi.64100@sbi.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি উত্তরপাড়া**র অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে নিম্নে উল্লিখিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ কে আহ্বান জানিয়ে বকেয়া পরিশোধ করতে বলেন, ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ কে এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে। বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লখিত অর্থ এবং এবং তদুপরি সুদ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া- আরএসিপিসি উত্তরপাড়া** শাখার ধার্য সাপেক্ষ হবে। ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ক্র. নং.	অ্যাকাউন্ট নম্বর সহ ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী নীতীশ কুমার প্যাটেল,** ফ্ল্যাট নং.২০১, ২য় ফ্লোর, বসুন্ধরা অ্যাপার্টমেন্ট, ব্লক বি, হোল্ডিং নং ৭৪, নন্দন কানন, চামুন্ডা মন্দিরের কাছে, মৌজা-মোনাহার, থানা- ডানকুনি, হুগললী- ৭১২৩১১ এবং ফ্ল্যাট নং ২০৫, ২য় ফ্লোর, রাধারানী অ্যাপার্টমেন্ট, মৌজা- মন্ধরপুর, জেএল নং ৯৮, চামুন্ডা দেবী মন্দিরের কাছে, ডানকুনি, হুগলী-৭১২৩১১ এবং মিরবিঘা হাউস নং. ১৪৪, পোস্ট- চকওয়েই, থানা- ওয়ারিশালিগঞ্জ, নওয়াদহ, বিহার-৮০৫১৩০ **লোন এ/সি নং ৩৮৮৩৫১৮৯৫২০, ৩৯২৩০১৬৮৫৪৩, ৪০৮০৭৪১৮৯৫৬ এবং ৩৮৮৩৫২২১১৫৭**	বসুন্ধরা অ্যাপার্টমেন্টের ব্লক বি এর দ্বিতীয় ফ্লোরে স্বয়ং সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ২০১ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আরএস- দাগ নং ৫৩১(পি), ৫৩২(পি), এলআর দাগ নং ১১২৮(পি), এবং ১১২৯(পি), এলআর খতিয়ান নং.২৪৩৯, ২৪৪০, ২৪৪১, ২৪৪২, মৌজা- মনোহরপুর, জেএল নং-৯৮, থানা- ডানকুনি, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৩১১। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- ফ্ল্যাট নম্বর ২০২; দক্ষিণে- সম্পত্তির অবশিষ্ট অংশ; পূর্বে- সিঁড়ি এবং লিফট; পশ্চিমে- সম্পত্তির অবশিষ্ট অংশ দ্বারা। **সম্পত্তিটি শ্রী নীতীশ কুমার প্যাটেলের নামে আছে,** ২০১৯ সালের ডিড নং ০৬০৮০৮০৩০, ভলিউম নম্বর-০৬০৮-২০১৯ পৃষ্ঠা ১৯২৯২১ থেকে ১৯২৯৭৩ পর্যন্ত, বুক-১-তে এডিএসআর-জনাই, জেলা-হুগলী নিবন্ধিত অনুসারে।	**১) ২০.১২.২০২৩ ২) ২১.০২.২০২৪ ৩) ১৭,৪৬,৮৭৩.০০ টাকা** (সতেরো লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার আটশো তিয়াত্তর টাকা মাত্র) ২০.১২.২০২৩ অনুযায়ী এবং চূড়ান্ত অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত অর্জিত সুদ এবং দণ্ডিত সুদ। আপনি উপরোক্ত পরিমাণের উপর উল্লিখিত নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ চুক্তির হারে ভবিষ্যতের সুদ পরিশোধ করতেও দায়বদ্ধ।
২.	**শ্রী রাজীব চ্যাটার্জি এবং শ্রীমতী দেবু রানী চক্রবর্তী,** ফ্ল্যাট বি, ১ম ফ্লোর, ব্লক এ, দিশা অ্যাপার্টমেন্ট, ডানকুনি, স্টেশন পল্লী, হুগলী-৭১২৩১১ এবং গ্রাম ও পোস্ট- কাইটি, থানা- মাধবডিহি, বর্ধমান-৭১৩৪২ **লোন এ/সি নং - ৩৩০৯৬১৪৫৭২৪ এবং ৩৮৫৬০৯১৮৫৮৮**	দিশা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের ব্লক এ এর ১ম ফ্লোরে স্বয়ং সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং বি এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার আচ্ছাদিত এলাকার পরিমাপ ৯৮৩ বর্গফুট এবং এর উপর ২০% সুপার বিল্ট আপ এলাকা যা ১১৭৯.৬ বর্গফুটের সমতুল্য, যার আছে ২টি বেড রুম, ১টি লিভিং কাম ডাইনিং রুম, ১টি রান্নাঘর, ১টি টয়লেট, ১ ডব্লিউ সি, ১টি বারান্দা সম্পূর্ণ টাইলস মেঝে সমন্বিত সাধারণ দেয়ালের গভীরতা মেঝে স্তর থেকে সিলিং উচ্চতা পর্যন্ত অর্ধেক শেয়ার সহ। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে - ব্লক সি বিল্ডিংয়ের প্রকল্পের জমির খোলা জায়গা; দক্ষিণে- ফ্ল্যাট নং এ; পূর্বে- দিশা অ্যাপার্টমেন্টের ১০' ফুট প্রশস্ত কমন প্যাসেজ; পশ্চিমে- সিঁড়ির কেস, লিফট ল্যান্ডিং এবং ফ্ল্যাট নং সি দ্বারা। **সম্পত্তিটি শ্রী রাজীব চ্যাটার্জি এবং শ্রীমতী দেবু রানী চক্রবর্তীর নামে আছে,** ২০১৩ সালের ডিড নং ০৪১৫৭, সিডি ভলিউম নম্বর-১ ২, পৃষ্ঠা ১৯৫২ থেকে ১৯৭৪, বই-১, এডিএসআর-জনাই, জেলা-হুগলী নিবন্ধিত অনুসারে।	**১) ২০.১২.২০২৩ ২) ২১.০২.২০২৪ ৩) ৮,২৮,৬৪০.০০ টাকা** (টাকা- আট লক্ষ আঠাশ হাজার ছয়শো চল্লিশ মাত্র) ২০.১২.২০২৩ অনুযায়ী এবং চূড়ান্ত অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত অর্জিত সুদ এবং দণ্ডিত সুদ। আপনি উপরোক্ত পরিমাণের উপর উল্লিখিত নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ চুক্তির হারে ভবিষ্যতের সুদ পরিশোধ করতেও দায়বদ্ধ।

বিঃদ্রঃ-দখল বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণকে স্পিড পোস্ট মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। যদি ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ এটি না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিই তাঁদের কাছে পরিষেবার পরিবর্ত পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।
তারিখ: ২১.০২.২০২৪ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: উত্তরপাড়া, হুগলী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

দেব কুঞ্জ ট্রেড এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড
রেজি. অফিস : ৫ এবং ৭ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা ৭০০০০১
CIN L65993WB1983PLC035908; ইমেল আইডি- devkunj@yahoo.in

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("অ্যাক্ট") এর ধারা ১১০ এবং অন্যান্য সমস্ত প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২২ এর সাথে পঠিত এবং সংশোধিত এবং স্টক এক্সচেঞ্জের সাথে সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর প্রযোজ্য প্রবিধান, কোম্পানি ২২.০২.২০২৪ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে নির্ধারিত পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) থেকে শেয়ারগুলিকে ডিলিস্ট করার জন্য রেজোলিউশন পাস করার প্রস্তাব দেয় ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার মাধ্যমে।
পোস্টাল ব্যালট নোটিশের প্রকৃত কপি সকল সদস্যকে তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় অনুমোদিত মোডে পাঠানো হয়েছে। একজন সদস্য ফিজিক্যাল ব্যালট বা ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট প্রয়োগ করতে পারেন। ভোট দেওয়ার জন্য সদস্যদের নোটিশে উল্লিখিত নির্দেশাবলী এবং পোস্টাল ব্যালট ফর্মে ছাপানো পিছনের পৃষ্ঠা মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সদস্যদের নোট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে এবং ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে ভোটদান প্রক্রিয়া শুরু হবে শুক্রবার, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ সকাল ৯.০০টায়। এবং শেষ হবে শনিবার, ২৩ মার্চ, ২০২৪ বিকাল ৫টায়। সদস্যরা অনুগ্রহ করে নোটিশের সাথে সংযুক্ত স্ব-ঠিকানাকৃত, ডাক প্রিপেইড উত্তর খামে যথাযথভাবে পূরণ করা পোস্টাল ব্যালট ফর্মটি ফেরত দিতে পারেন যাতে ২৩ মার্চ, ২০২৪ বিকাল ৫টা বা তার আগে স্ক্রুটিনাইজারের কাছে পৌঁছানো যায়। এর পরে পোস্টাল ব্যালট প্রাপ্ত হয় তারিখ টিকে কঠোরভাবে বিবেচনা করা হবে যেন এই জাতীয় সদস্যের কাছ থেকে উত্তর পাওয়া না যায় এবং তা অবৈধ হয়ে দাঁড়াবে এবং উল্লিখিত সময় এবং তারিখের পরে ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। সদস্য/সুবিধাভোগী মালিকদের ভোটের অধিকার কাট-অফ তারিখে ১৬.০২.২০২৪ গণনা করা হবে। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে শেয়ারহোল্ডার নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞপ্তিটি ব্যবহার করা উচিত।
ফিজিক্যাল এবং বৈদ্যুতিন পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত ভোটের যাচাই-বাছাই শেষ হওয়ার পর স্ক্রুটিনাইজার চেয়ারম্যান বা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত যেকোনো পরিচালকের কাছে প্রতিবেদন জমা দেবেন। পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল কোম্পানির চেয়ারম্যান বা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত যে কোনো পরিচালক ২৫ মার্চ, ২০২৪ তারিখে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে ঘোষণা করবেন। স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্ট সহ ফলাফল কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে প্রদর্শিত হবে এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটে সংযুক্ত হবে। ফলাফল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে এবং কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত স্টক এক্সচেঞ্জে জানানো হবে।
যে কোনো শেয়ারহোল্ডার যারা পোস্টাল ব্যালট ফর্ম পাননি তারা কোম্পানির কাছে একটি ডুপ্লিকেট পোস্টাল ব্যালট ফর্মের জন্য অনুরোধ করতে পারেন। পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের সাথে সম্পর্কিত কোনো অভিযোগের ক্ষেত্রে, শেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানির পরিচালকের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, শ্রী সমীর ভট্টাচার্য ফোন নম্বর ০৩৩-২২৪৮৭৩৮৬ এবং ই-মেইল devkunj@yahoo.in
স্বা/-
সঞ্জয় কুমার কেজরিওয়াল
ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা ডিন ০০০৬১১০২
তারিখ : ২২.০২.২০২৪ দেব কুঞ্জ ট্রেড এন্টারপ্রাইজেস লি. এর পক্ষে

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ALLAHABAD
জোনাল অফিস, কলকাতা উত্তর, জি ডি ব্লক প্লট ৩৭৭-৩৭৮, ৩য় তল, সল্টলেক, সেক্টর - ৩
কলকাতা - ৭০০১০৬, ইমেল : zokolkatanorth@indianbank.co.in

লকার ভাঙার নোটিশ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিম্নোক্ত শাখাগুলির নিম্নোক্ত লকারহোল্ডারগণকে ব্যাঙ্ক কর্তৃক একাধিক তাগাদার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও যে সকল লকারহোল্ডার লকারের ভাড়া দেননি বা কোনও উত্তর দেননি তাদের উদ্দেশ্যে নীতিগত নোটিশ ইস্যুকরা হয়েছে।
নিম্নোক্ত লকার হোল্ডারগণকে জানানো হচ্ছে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে লকারের ভাড়া প্রদান না করা হলে ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট লকার ভেঙে খুলতে বাধ্য হবে। অনুগ্রহ করে অবগত হোন লকারের মধ্যে থাকা যাবতীয়, যদি কিছু থাকে, বিক্রি করা হবে এবং লকারের ভাড়া উশুল করা হবে এবং ব্যাঙ্ক অবশিষ্ট ভাড়া বকেয়া আদায়ের জন্য আইনি প্রক্রিয়া শুরু করবে সংশ্লিষ্ট লকার হোল্ডাদের বিরুদ্ধে।

ক্রম নং	শাখা নাম	লকার ভাড়াকারী(গণের) নাম	লকারের বকেয়া পরিমাণ টা,	লকারের বকেয়া পরিমাণ সংশ্লিষ্ট সময় থেকে
১	গৌরীবেরে স্ট্রিট	দিপালী অধিকারী, প্রিয়াঙ্কা অধিকারী	১১৮৮৯/-	০১/০৪/২০১৮
২		শ্রদ্ধা গর্গ,অর্ণব কুমার দাস,	১৪৬১৮/-	১৪/০৪/২০১১
৩		কালা চাঁদ সাহা, অনীমা রানি সাহা,	১৪৭৩৮/-	১৪/০৪/২০১১
৪		পুষ্পাঞ্জলি ব্যানার্জি, দেবব্রত ব্যানার্জি	১২০৭৮/-	০১/০৪/২০১১
৫		কৃষ্ণা ঘোষ, বিধান চন্দ্র ঘোষ	২০৮৮৫/-	০১/০৪/২০১২
৬		অমিত মুখার্জি, রবীন্দ্র মুখার্জি	১৪৮৭৭/-	০১/০৪/২০১১
৭		রমনীরঞ্জন সন্থালিয়া, আনন্দী দেবী	১৪৩৭০/-	০১/০৪/২০১১
৮		রামপ্রসাদ ঘোষ, আদ্যনাথ ঘোষ	১৪৮৭৭/-	০১/০৪/২০১১
৯		দেবস্মিতা বাসু, সুব্রত সেনগুপ্ত	১৮৬১৩/-	০১/০৪/২০০৯
১০		গৌর গোপাল সাহা, দোলা রানি সাহা	১৬১২৭/-	০১/০৪/২০১২
১১	বালি শাখা	পাপড়ি চ্যাটার্জি	৬৯৮২/-	১৭/০৬/২০২০
১২		অমলেন্দু সরকার	৬৯৮২/-	১৭/০৬/২০২০
১৩		শীর্ষ গাঙ্গুলী	২২২৪৯/-	৩০/০৬/২০১৭
১৪		অর্ণব ব্যানার্জি	১৩৭৬৭/-	৩০/০৬/২০১৯
১৫		গীতা চ্যাটার্জি দেবী	৬৬৮৭/-	৩০/০৬/২০২০

তারিখ : ২৩.০২.২০২৪ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : কলকাতা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেড
CIN: L65993WB1989PLC047002
রেজিস্টার্ড অফিস: আজিমগঞ্জ হাউস, ৩য় তল, ৭ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরণি
(পূর্বতন ক্যামাক স্ট্রিট), কলকাতা - ৭০০ ০১৭
ফোন- (০৩৩) ২২৮২ ৯৩৩০, ফ্যাক্স- (০৩৩) ২২৮২ ৯৩৩৫
ইমেইল: investors@sastasundar.com • ওয়েবসাইট: www.sastasundarventures.com

সদস্যদের জন্য পোস্টাল ব্যালট এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ ("দ্য অ্যাক্ট") -এর সেকশন ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, এর সাথে পঠিত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ ("দ্য রুলস")-এর রুল ২০ এবং ২২ -এর বিধান এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক দ্বারা জারি করা সার্কুলার নং ১৪/২০২০, তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ১৭/২০২০, তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ২০/২০২০,তারিখ ৫ মে ২০২০, সার্কুলার নং ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, সার্কুলার নং ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, সার্কুলার নং ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ এবং তারপর সার্কুলার নং ০২/২০২১ তারিখ ১৩ জানুয়ারী, ২০২১, সার্কুলার নং ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১, সার্কুলার নং ২০/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, সার্কুলার নং ২/২০২২ এবং ৩/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, সার্কুলার নং ১১/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং সার্কুলার নং ৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং সময়ে সময়ে জারি করা অন্যান্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক সার্কুলার (সম্মিলিতভাবে 'এমসিএ সার্কুলার' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস এন্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস,২০১৫ ('লিস্টিং রেগুলেশনস'), সাধারণ সভা (এসএস-২) -তে দ্য ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (যেকোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) বা আপাতত বলবৎ এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত এর পুনঃ আইন (গুলি) সহ) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন এবং প্রবিধান, যদি থাকে, তা অনুসারে রিমোট ইলেক্ট্রনিক ভোটিংয়ের ("ই-ভোটিং") মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত রেজোলিউশনের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেডের ("দ্য কোম্পানি") শেয়ারহোল্ডারদের সম্মতি চাওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।
এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি পোস্টাল ব্যালট নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ বৃহস্পতিবার কোম্পানির সকল সদস্যদের কাছে পাঠিয়েছে, যারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা রেজিস্ট্রার বা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে নিবন্ধিত করেছেন **শুক্রবার, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ অর্থাৎ কাট-অফ তারিখ** অনুযায়ী। পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.sastasundarventures.com; স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড যথাক্রমে www.bseindia.com এবং www.nseindia.com ওয়েবসাইটে এবং লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের ওয়েবসাইট ("লিঙ্ক ইনটাইম") https://instavote.linkintime.co.in -তে ও পাওয়া যাবে।
এমসিএ সার্কুলারগুলির বিধান অনুসারে, শেয়ারহোল্ডাররা শুধুমাত্র রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোট দিতে পারেন, পোস্টাল ব্যালট নোটিসের ফিজিক্যাল কপি এবং প্রি-পেইড বিজনেজ রিপ্লাই খাম এই পোস্টাল ব্যালটের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হচ্ছে না। যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের নাম শুক্রবার, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত সদস্যদের রেজিস্টারে/ বেনিফিসিয়াল ওনার তালিকায় উপস্থিত আছে তারা ই-ভোটিং ভোটাধিকারের জন্য বিবেচিত হবে এবং একজন সদস্য/ বেনিফিসিয়াল ওনার (ইলেক্ট্রনিক শেয়ারহোল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে) কাট-অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তার (পুং/স্ত্রী)/ এর শেয়ারহোল্ডিংয়ের অনুপাতে হবে।
শেয়ারহোল্ডারদের জানার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যে ই-ভোটিং শুরু হবে সকাল ৯:০০টা (আইএসটি) রবিবার, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ -এ এবং শেষ হবে বিকাল ৫:০০টা (আইএসটি), সোমবার ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ -এ। বিবেচিত হওয়ার জন্য যোগ্য হতে এই সময়ের মধ্যে ভোট দিতে ইচ্ছুক সদস্যদের তাদের ভোট দিতে হবে। ইলেকট্রনিক্স মাধ্যমে ই-ভোটিং ২৫ মার্চ, ২০২৪ বিকাল ৫:০০ টার পর অনুমোদিত হবে না।
যে সদস্যরা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, ইলেকট্রনিক আকারে শেয়ারের ক্ষেত্রে তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(দের) মাধ্যমে তাদের ডিপোজিটরির সাথে এবং ফিজিক্যাল আকারে ধারণ করা শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট -এর কাছে লিখিতভাবে এটা নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার নির্দেশাবলী, যে পদ্ধতিতে সদস্যরা যারা ফিজিক্যাল আকারে শেয়ার ধারণ করছেন বা যারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারেন তা পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।
কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ মেসার্স এমকেবি এন্ড অ্যাসোসিয়েটস, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিজ -এর অংশীদার শ্রী রাজ কুমার বান্থিয়া, কোম্পানি সেক্রেটারি ইন প্র্যাকটিস (সদস্য নং এসিএস ১৭১৯০ এবং সিপি নং ১৮৪২৮) -কে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতিতে ভোট প্রদান প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনিজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে।
স্ক্রুটিনাইজার তাঁর রিপোর্ট কোম্পানির চেয়ারম্যানের কাছে জমা দেবেন। ফলাফলগুলি ঘোষণা করা হবে রিমোট ই-ভোটিং শেষ হওয়ার পর থেকে দুই কার্যদিবসের মধ্যে (অর্থাৎ বুধবার, ২৭ মার্চ, ২০২৪ তারিখে বা তার আগে) এবং বিএসই লিমিটেড ("বিএসই"), এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ("এনএসই"), রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিংক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটেও প্রদর্শিত হবে।
শেয়ারহোল্ডারদের ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, অনুগ্রহ করে https://instavote.linkintime.co.in -এ সহায়তা বিভাগের অধীনে উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ("এফএকিউএস") ও ইনস্টাভোট ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখুন বা অথবা কোম্পানি সেক্রেটারিকে investors@sastasundar.com -তে একটি ইমেল লিখুন বা লিঙ্ক ইনটাইমে enotices@linkintime.co.in -তে ইমেল করুন বা ফোন নং ০২২ -৪৯১৮৬০০০ -এ কল করুন।
বোর্ডের আদেশ অনুসারে
সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেডের পক্ষে
প্রতাপ সিং
স্থান: কলকাতা কোম্পানি সেক্রেটারি
তারিখ: ২২.০২.২০২৪ সদস্য নং - এসিএস ২৪০৮১

মালদাতেও পৌঁছচ্ছে আধার বাতিলের নোটিস, সাহায্যের আশ্বাস প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদায় করোনার মতো লাফিয়ে বাড়ছে আধার কার্ড বাতিলের সংখ্যা। জেলার বেশ কয়েকটি থানা এলাকায় আধার কার্ড বাতিলের নোটিস প্রশাসনের পক্ষ থেকে পাঠানোর পর দুঃশ্চিন্তার ভাজ পড়েছে পরিবারগুলিতে। অধিকাংশ এই আধার কার্ড বাতিলের সংখ্যা রয়েছে মালদার ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায়। যদিও জেলা প্রশাসনের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, আধার কার্ড বাতিলের দুঃশ্চিন্তা মেটাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সেইসব পরিবারগুলিকে চিঠি দিয়ে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। এমনকী মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া সেই চিঠিতেও একটি ফোন নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। সেই মোবাইল নম্বর হল ৯১৩৭০৯১৩৭০। সেখানে ফোন করে সরাসরি এই আধার কার্ড বাতিলের বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে সমস্যার কথা জানাতে পারবেন সাধারণ মানুষ। পাশাপাশি এই আধার কার্ড সংক্রান্ত বিষয় নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে একটি পোর্টাল চালু করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে চিঠিতে। যাতে দ্রুত এই জটিল সমস্যা থেকে সমাধান হতে পারেন সাধারণ মানুষ।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত মঙ্গলবার মালদার হবিবপুরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় একটি পরিবারের তিন সদস্যের আধার কার্ড বাতিলের নোটিস আসে। এরপরই বৃহস্পতিবার মালদায় আরও নতুন করে ২১ জনের আধার কার্ড বাতিলের নোটিস এসেছে। কেন্দ্র সরকারের অধীনস্থ ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার ঝাড়খণ্ডের রাঁচি অফিস থেকে। আর তারপরই শুরু হয়েছে নতুন করে এনআরসি (জাতীয় নাগরিক পঞ্জি) আতঙ্ক।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই আধার কার্ড বাতিলের মধ্যে রয়েছে কালিয়াচক ১ ব্লকের ২ জন কালিয়াচক ৩ ব্লকের ১ জন, ইংরেজবাজার এবং মানিকচক ব্লকের ২ জন, হবিবপুর ব্লকের ৩ জন, বামনগোলা ব্লকের ১০ জন, ওল্ড মালদা ব্লকের ৩ জন যেসব ব্লকগুলিতে আধার কার্ড বাতিলের এই নোটিস পাঠানো হয়েছে সেগুলি সবকটাই ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী। এই ২১ জনের মধ্যে অধিকাংশই নমঃশূদ্র, পাল, সরকার, হালদারেরা রয়েছেন। সবথেকে আধার কার্ড বাতিলের সংখ্যা রয়েছে সীমান্তবর্তী বামনগোলা ব্লক। আদিবাসী অধ্যুষিত এই ব্লকে মতুয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস।

প্রশাসনের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে এই আধার কার্ড বাতিলের নোটিসের পরিপেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী ওই পরিবারগুলিকে চিঠি পাঠিয়ে পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন।

প্রতিশ্রুতি পূরণ, কাজ খতিয়ে দেখতে সন্দেশখালি-১ ব্লকে সপারিষদ সভাধিপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির উন্নয়ন খতিয়ে দেখতে এবং জনপ্রতিনিধিদের সমস্যা শুনতে সরাসরি ব্লকে ব্লকে রিভিউ মিটিং শুরু করেছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী। বৃহস্পতিবার সন্দেশখালি-১ নম্বর ব্লকে প্রশাসনিক রিভিউ মিটিংয়ে সভাধিপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক পিনাকী রঞ্জন প্রধান, জেলা পরিষদের সচিব প্রভাত কুমার চ্যাটার্জি, সহকারী সভাধিপতি বীণা মণ্ডল, জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ আরশাদ উদ জামান, বন ও ভূমির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, কর্মাধ্যক্ষ দীপক লাহিড়ি, জাহানারা বিবি, সহ জেলা পরিষদের আধিকারিক ইঞ্জিনিয়ার, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, পঞ্চায়েত প্রধান সহ জনপ্রতিনিধিরা।

সভাধিপতি হয়েই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলাকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাবেন। তার জন্য জেলা থেকে পঞ্চায়েত স্তরের সকল জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে কাজের খতিয়ান ও তাদের সমস্যার কথা শুনবেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে দিতে গোটা জেলা পরিষদকে ব্লকে ব্লকে, পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে নিয়ে যাবেন। সেই কাজ করে চলেছেন নারায়ণ গোস্বামী। এদিন যেমন উন্নয়নের খতিয়ান নিলেন তেমনই যে যে কাজ করা যায়নি তার ব্যাখ্যাও চাইলেন এবং বাকি থাকা কাজ দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেয়। পাশাপাশি প্রতিটি পঞ্চায়েত ধরে ধরে উন্নয়নের হিসাব নেন। সময়সীমা বেধে দিয়ে বলেন, উন্নয়নের টাকা বর্ধিত সময়ের মধ্যে খরচ করতে না পারলে আগামীদিনে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাদের নামের তালিকা পাঠানো হবে। নারায়ণ বলেন, গ্রামীণ ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উদগ্রীব। মানুষের উন্নয়ন কোনও কারণেই আটকে রাখা যাবে না। জেলা পরিষদের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রতিটি ব্লকে ব্লকে ঘুরব। পঞ্চায়েত কাজের অগ্রগতি জানাব। যদি কোনও সমস্যা থাকে নিজের কানে শুনে সেখানেই সমস্যার সমাধান করব। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ মতো কোনও কাজ ফেলে রাখা যাবে না।

আরামবাগের সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র রবীন্দ্রভবন সংস্কারে ৫ কোটি, খুশির হাওয়া সাংস্কৃতিক মহলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ শহরের সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র রবীন্দ্রভবন। এই ভবনকে কেন্দ্র করে একসময় মহকুমার সংস্কৃতি চর্চা আবর্তিত হত। সংস্কারের অভাবে ভবনটি তার কৌলীন্য হারাচ্ছিল। পঁচিশ বছর পর ভবনটির আমূল সংস্কার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী ভবনটির সংস্কারে ৪ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই উদ্যোগে খুশি মহকুমার সংস্কৃতি জগৎ থেকে সকল স্তরের মানুষ। আরামবাগ শহরের নেতাজি স্কোয়ার সংলগ্ন এলাকায় রবীন্দ্রভবনটি অবস্থিত। ১৯৯৯ সালে নাট্য উৎসবের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রভবনের যাত্রা শুরু হয়। তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ভবনের উদ্বোধন করেন। অচিরেই শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতের প্রাণকেন্দ্রে ভবনটি পরিণত হয়। নাটক, যাত্রা ও নানাধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত। শহরের সাংস্কৃতিক জগতের মানুষের কাছে সেই সব এখন ইতিহাস। বর্তমানে ভবনের দেওয়াল বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। ভিতরের ও বাইরের দেওয়ালের পলেস্তারা খসে পড়েছে। ভিতরে আসন ভাঙা। সাড়ে ৮০০ আসনের প্রেক্ষগৃহে ৫০০র বেশি লোক হলেই বাইরে থেকে চেয়ার এনে পাততে হয়। ছাদ থেকে জল পড়ে। বাতানুকূল ১২ টি যন্ত্র অনেকদিন আগেই খারাপ হয়ে গিয়েছে। বাইরের চত্বরে একসময় আলো ছিল। সংস্কারের অভাবে ভবনটি জীর্ণ দশায় পরিণত হয়েছে। একসময় এই ভবনেই নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে শহরের বাসিন্দারা ভিড় জমাতেন। সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রভবন চত্বর গমগম করত। বর্তমানে এখানে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মসূচিগুলো হয়ে থাকে। বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য ভবন ভাড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সাংস্কৃতিক গরিমা হারনো রবীন্দ্রভবনটির সংস্কারে আরামবাগ পুরসভা এবার উদ্যোগ নিচ্ছে। রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্কারের জন্য পাঁচ কোটি বরাদ্দ করেছে। এই বিষয় আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভাণ্ডারী বলেন, আমাদের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম উনি এস্টিমেটটা নিয়েছেন। উনি এটার নির্দেশ দিলেই আমরা কাজ শুরু করব। আরামবাগবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ও স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। পাশাপাশি ২ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা সঞ্জিত পণ্ডিত বলেন, রবীন্দ্রভবন সংস্কার হবে আমরা খুবই আনন্দিত। এর জন্য সাধারণ মানুষও খুশি। রবীন্দ্র ভবন আরামবাগের একটা অ্যাসেট। সেটা সংস্কার হবে খুবই ভালো লাগছে। আরামবাগের নাট্য ব্যক্তিত্ব কৌশিক ঘোষ বলেন, এটা হলে ভালো হয়। আমরাও চাই সংস্কার হোক। অপরদিকে সিপিএমের হুগলি জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায় বলেন, বামফ্রন্টের আমলে এই রবীন্দ্র ভবন তৈরি হয়। তারপর থেকে আরামবাগের সংস্কৃতির অন্য একটা দিক উন্মোচিত হয়। তবে সেটা বর্তমান শাসক দল ধরে রাখতে পারেনি। বেহাল হয়ে গিয়েছে। সবমিলিয়ে আরামবাগের রবীন্দ্র ভবন সংস্কার হলে আবারও সাংস্কৃতিক জগতের দ্বার উন্মোচিত হবে বলা যায়।

বরুণহাট এলাকার প্রায় ২৬ জনের আধার কার্ড বাতিলের চিঠি, হয়রানি

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: আধার কার্ড সমস্যা যেন পিছু ছাড়ছে না সাধারণ মানুষের। কেন্দ্রের ব্যর্থতার কারণে আধার বাতিল নিয়ে দিন দিন মানুষের সমস্যা বাড়ছে, বাড়ছে হয়রানি। আটকে যাচ্ছে ব্যাংক সহ বিভিন্ন পরিষেবার কাজ। বনগাঁ, বারাসাতের পর এবার বসিরহাট। বসিরহাটের হাসনাবাদ থানার বরুণহাট-রামেশ্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বরুণহাট এলাকার প্রায় ২৬ জনের আধার কার্ড বাতিলের চিঠি এসেছে। এর মধ্যে ১২ জনের চিঠি স্থানীয় পোস্ট অফিসের মাধ্যমে তাদের কাছে পৌঁছে গেছে গত তিন চারদিন আগে। বাকিদের ঠিকানা না মেলায় ও বাড়িতে না পাওয়াতে চিঠিগুলো পোস্ট অফিসে ফেরত গেছে। এমনটাই জানান বিশ্বজিৎ দাস, বিজয় দাস, মারিয়া গাজী সহ আন্যান্যরা। ফলে একাধিক পরিবার সমস্যায় পড়েছে। আধার কার্ড বাতিলের কথা জানাজানি হতেই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। কার কার নামে আধার বাতিলের চিঠি আসল বা আসতে পারে তা নিয়ে খোঁজ খবর শুরু হয়ে গেছে। কারণ আধার বাতিল হলে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে শুরু করে সবধরনের পরিষেবা থেকেই তারা বাদ পড়বেন এই ভয়েই গ্রামের গরিব মানুষের রাতের ঘুম কেড়েছে। স্থানীয় মানুষের দাবি নরেন্দ্র মোদি ও তার বিজেপি সরকার পরিকল্পিত ভাবে ডিজিটাল এনআরসি করতে চাইছে। আমরা এমনটা চাই না। আমরা কেন্দ্রের এই কাজের প্রতিবাদ করছি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই আমাদের একমাত্র ভরসা। আমরা তার কাছেই আর্জি জানাচ্ছি আমাদের এই সমস্যা থেকে মুক্ত করার জন্য। তৃণমূলের হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আমিরুল ইসলাম গাজী জানান, আধার কার্ড বাতিলের চিঠি পেয়ে সমস্যায় বহু পরিবার। আমরা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এবং তৃণমূল দলের পক্ষ থেকে এই পরিবারগুলোর পাশে আছি।

প্রধানমন্ত্রীর সভায় সন্দেশখালির নির্যাতিতারা আসতে চাইলে আসতে পারেন : অগ্নিমিত্রা পল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: ৬ মার্চ বারাসাতে প্রধানমন্ত্রীর সভা। সন্দেশখালির নির্যাতিতারা নিজেরা আসতে চাইলে স্বাগত। তবে তারা দায়িত্ব নিয়ে সন্দেশখালির মহিলাদের নির্যাতিতদের আনার ঝুঁকি পাচ্ছেন না বলে জানান অগ্নিমিত্রা পল। নির্যাতিত কাউকে আনা হবে না তবে প্রধানমন্ত্রীর সভায় সন্দেশখালির নির্যাতিতারা কেউ আসতে চাইলে আসতেই পারেন। বসিরহাটে গত সপ্তাহে এসপি অফিস অভিযানে গিয়ে হাবড়ার বাসিন্দা জেলবন্দি দলীয় কার্যকর্তাদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পর সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল। লোকসভা ভোটের আগে দলবদলের হিড়িক থাকে বিজেপির সঙ্গেও কেউ যোগাযোগ করছে কিনা প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, 'দলে আসার জন্য শাসকদলের অনেকে যোগাযোগ করছেন। ৬ মার্চ বারাসাতের কাছারি ময়দানে প্রধানমন্ত্রী সভা করবেন সেখানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মহিলা নির্যাতন ও সন্দেশখালির ঘটনা তিনি তুলে ধরবেন। লোকসভা ভোটে কোনওরকম রিগিং যাতে না হয় তাই আগেভাগে কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে আসছে বলেও এদিন জানান বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল।

দুই ভাইয়ের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার বর্ধমানে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সর্ষের জমিতে কাজে যাওয়ার পর পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী দু'নম্বর ব্লকের পাটুলির হালদারপাড়া এলাকায় দুই ভাইয়ের পৃথক দুটি জায়গা থেকে রহস্যজনকভাবে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো বুধবার রাতে। মৃতই দুই যুবকের নাম বিভাস ঘোষ এবং প্রভাস ঘোষ। বুধবার দুপুর থেকে নিখোঁজ ছিল ওই দুই যুবক। এরপর বাড়ি থেকে বেশ কয়েক কিলোমিটার দূরে পাটুলি চর সংলগ্ন এলাকায় একটি জমির মধ্যে থাকা গাছে সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ প্রথমে ভাই বিভাস ঘোষ, পরবর্তী সময় রাত ১০টা নাগাদ তার থেকে আবার বেশ কিছুটা দূরে দাদা প্রভাস ঘোষের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। কি কারণে যে তাদের এইরকম ভাবে মৃতদেহ উদ্ধার হল সে বিষয়ে সন্ধিহান পরিবার। ঘটনা জেরে এলাকায় নেমেছে শোকের ছায়া। বৃহস্পতিবার বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃতদেহ ময়নাতদন্ত হয়।

জনপ্রতিনিধিরা সরকারি বেতন না পেয়ে পুরশুড়া বিডিওর দ্বারস্থ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: জনপ্রতিনিধিরা তাদের পদে থাকাকালীন সরকারি বেতন না পেয়ে বিডিওর দ্বারস্থ হলেন। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়া ব্লকে। পুরশুড়া ব্লকের পঞ্চায়েত স্তরের জনপ্রতিনিধিদের দাবি, ২০১৮ সাল থেকে ২০২৩ সালে পুরশুড়া ব্লকের যারা পঞ্চায়েত স্তরে জনপ্রতিনিধি হিসাবে প্রধান, উপপ্রধান, সঞ্চালক ও পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন তারা ১৪ মাসের বেতন পাননি বলে অভিযোগ। এদিন তারা পুরো বিষয়টি নিয়ে তারা পুরশুড়া ব্লকের বিডিওর দ্বারস্থ হন। পাশাপাশি দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে প্রশাসনে জানিয়েও জনপ্রতিনিধি হিসাবে সরকারি বেতন না পেয়ে ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাদের দাবি বিডিও অফিসের আধিকারিকদের ভুলের মাসুল দিতে হচ্ছে। এই বিষয়ে শ্যামপুর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান অনিমা মান্না বলেন, দীর্ঘ ১৪ মাসের বেতন পায়নি। বিডিওকেও জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনও কাজ হচ্ছে না। প্রায় ৭০ হাজার টাকা পাব। বিভিন্ন জায়গায় চিঠি দেওয়া হয়েছে। শুধু আশ্বাস দেওয়া হয়। পুরশুড়া এক নম্বর অঞ্চলের প্রধান সমীর দাস বলেন, ১৪ মাসের টাকা পাব। এমনকী টিএ বিলও আটকে রয়েছে। হুগলি জেলার ১৭টা ব্লকের পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিরা ওই সময় বেতন পেয়ে যায়। কিন্তু পুরশুড়া ব্লকের কেউ পায়নি। অপরদিকে পুরশুড়া ব্লকের বিডিও কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, কয়েক মাসের টাকা বাকি আছে। টেকনিক্যাল সমস্যার জন্য পায়নি। বিষয়টা মিটে যাবে। সবমিলিয়ে এখন দেখার পুরশুড়া ব্লকের ওই সময়কার জনপ্রতিনিধিরা কবে তাদের প্রাপ্য টাকা পায়।

মালদার বিখ্যাত রসকদম্ব মিষ্টিকে জিআই তকমার দাবি !

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: অনেকটা কদমফুল আকৃতির মিষ্টি মালদার রস কদম্ব। একসময় নবাব থেকে ব্রিটিশদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল মালদার রসকদম্ব। কথিত আছে যে, স্বাধীনতার আগে থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মালদায় এসে অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি এই মিষ্টির স্বাদ গ্রহণ করে গিয়েছেন। প্রাচীনকালের এই মিষ্টি আজও মানুষের কাছে স্বাদে ও গুনে ভরপুর রয়েছে। সেই রসকদম্ব মিষ্টিকেই জিআই তকমার দাবি জানিয়েছেন মালদার মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী মহল। ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট সংগঠন থেকে প্রশাসনের কাছেও এই মিষ্টির জিআই তকমা দেওয়া হোক বলে দাবি জানিয়েও আবেদন জানানো হয়েছে।

মালদা জেলা মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির এক সদস্য রাজীব দাস বলেন, এই মিষ্টি মালদার জনপ্রিয়। মূলত পোস্ত ব্যবহার করে এবং ক্ষীরের প্রলেপ দিয়ে তৈরি করা হয় রসকদম্ব। শুধু এই রাজ্যই নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এবং বিদেশেও এই মিষ্টি নিয়ে যান অনেকেই। প্রসিদ্ধই এই মিষ্টিকে যাতে জিআই তকমা দেওয়া হয়, সেই দাবি আমরা প্রশাসনের কাছে করেছি।

বলাবাহুল্য, দেখতে ঠিক কদম ফুলের মতো। এই মিষ্টির নামের সঙ্গেও কদম যোগ রয়েছে। আর পাঁচটা মিষ্টির থেকে এই মিষ্টির স্বাদ সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ একটি মিষ্টির মধ্যেই তিন রকম মিষ্টির স্বাদ পাওয়া যায়। রসগোল্লা, ক্ষীর ও চিনি একটির মধ্যেই তিনটি মিষ্টির আলাদা আলাদা স্বাদ পাওয়া যায় রসকদম্বে। তাই তো রসকদম্বের চাহিদা গোটা দেশ জুড়ে। মালদা জেলার খ্যাতি ছড়িয়েছে দেশ থেকে বিদেশেও।

ইংরেজবাজার শহরের মধ্যমপুর এলাকার মিষ্টি ব্যবসায়ী গৌড় দাস জানিয়েছেন, এই মিষ্টি তৈরির পদ্ধতিও একটু অন্যরকম। প্রথমে ছানার রসগোল্লা তৈরি করা হয়। তবে এই রসগোল্লার আকার শুকনো এই মিষ্টি এক সপ্তাহ রেখে খাওয়া যায়। মালদা জেলা জুড়ে এই মিষ্টি পাওয়া যায়। আকার অনুযায়ী মিষ্টির দাম। ১০ টাকা থেকে ২০ টাকা পিস হিসাবে বিক্রি হচ্ছে বর্তমান বাজারে। রসকদম্বের জন্য অনেক ছোট হয়। একদিন রসে ডুবিয়ে রাখা হয়। তারপর ক্ষীর ও চিনি দিয়ে পাক তৈরি করা হয়। রসগোল্লার ওপরে ক্ষীরের মোটা আস্তরণ দিয়ে গোলাকার তৈরি করা হয়। তার উপরে দেওয়া হয় পোস্ত। বিশেষ পদ্ধতিতে পোস্তর উপর চিনির আস্তরণ তৈরি করা হয়। পরে পোস্ত দেওয়া হয়। এখন অনেকেই সরাসরি পোস্তর দানা উপরে দিয়ে থাকে। এই ভাবেই তৈরি হয় রসকদম্ব। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় বিশেষ মিষ্টি পাওয়া যায়। মালদা জেলার রসকদম্ব সেই তালিকায় রয়েছে।

মালদা জেলা, মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্সের সম্পাদক উত্তম বাসাক জানিয়েছেন, রসকদম্বের জন্যই মিষ্টি প্রেমীদের কাছে বিখ্যাত মালদা জেলা। মিষ্টি ব্যবসায়ীরা যে দাবি করেছেন তা সঠিক। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ কিছু কারিগরি শিল্পের ওপর জিআই তকমা দিচ্ছে সরকার। আমরাও চাই মালদার বিখ্যাত রসকদম্বের জিআই তকমা দেওয়া হোক।

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান-৭১৩১০৪, ই-মেল - sbi.14817@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতি মৌমিতা কংসবণিক** অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতাগণ/ডিরেক্টরগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	সম্পত্তির বিস্তারিত/দায়বদ্ধ জামিনদত্ত সম্পদের ঠিকানা	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
ঋণগ্রহীতা : **শ্রীমতি মৌমিতা কংসবণিক** স্বামী নাসির মল্লিক, **ঠিকানা :** ২বি, ৩য় তল, স্মার্ট হোমস-টাওয়ার-ফাল্গুনি-১০, রেনেসাঁ টাউনশিপ, বর্ধমান, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩১০২। **এবং** বাবুরবাগ পশ্চিম পাড়া, শ্যামলাল, পো : রাজবাটী, জেলা : পূর্ব বর্ধমান,পিন : ৭১৩১০৪। **শাখা : আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি,বর্ধমান শাখা**	সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম : শ্রীমতি মৌমিতা কংসবণিক, দলিল নং ১-৪০৭৮-২০২২। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ইউনিট তথা ফ্ল্যাট তথা অ্যাপার্টমেন্ট ইউনিট/অ্যাপার্টমেন্ট নং ২বি, টাওয়ার : ফাল্গুনি-১০ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৫৮ বর্গফুট ৩য় তলে, রিং রোড স্মার্ট হোমস জোন এবং টাওয়ারের সাধারণের ব্যবহারের স্থানের এবং অবিভক্ত অংশের এবং জোনের সাধারণের ব্যবহারের স্থানে এবং অবিভক্ত অংশের যথাযথ নিরপেক্ষ ভাগ অংশ স্মার্ট হোমস জোন জমির সমপরিমাণ ৫৯.১৬ বর্গ মিটার অবস্থিত মৌজা : কান্ত্রাপোতা, জেএল নং ২৮, এলআর খতিয়ান নং ৩৬১, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৮১ এবং ৯৩, থানা : বর্ধমান, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, এবং রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল দ্বারা তথা নিযুক্তি নং ০২০৩০৪০৭৮ -২০২২ সালের। উক্ত ফাল্গুনি -১০ টাওয়ার এর **চৌহদ্দি নিম্নমতে :** উত্তরে : প্রোজেক্ট এরিয়ার বাইরে খোলা জমি, দক্ষিণে: গ্রুপ হাউসিং, পূর্বে : রিং রোড, পশ্চিমে : প্রোজেক্ট এরিয়ার বাইরে খোলা জমি।	১৫.০২.২০২৪	২০.১০.২০২৩	**২০,৫২,৫৭৮.০০ টাকা (কুড়ি লাখ বাহান্ন হাজার পাঁচশ আটাত্তর টাকা) ০৫.০২.২০২৪ অনুযায়ী।** আপনারা উক্ত পরিমাণের সঙ্গে ব্যয় শুল্ক চার্জ ইত্যাদি সহ পরবর্তী সুদ চুক্তি মোতাবেক হারে আদায় দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

[দ্রষ্টব্য : এতদ্বারা আমরা ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা পূর্বেকার সকল নোটিশ বাতিল/খারিজ/প্রত্যাহার করা হল। সংশ্লিষ্ট আইন এবং অধ্যাদেশ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে বকেয়া আদায়ের জন্য]

তারিখ : ২৩.০২.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এসএআরবি কলকাতা

স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-২২৮৮০১৯৯/০২০০, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮৮০২৩৩, ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/ডিরেক্টরগণ/জামিনদাতাগণের নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত/দায়বদ্ধ জামিনদত্ত সম্পদের ঠিকানা	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১	**মেসার্স জয় দাদা পরিবহন প্রা. লি.** ৩ অকল্যান্ড প্লেস, ৯ম তল, স্যুট - বিবি, কলকাতা - ৭০০০১৭ **ব্যক্তিগত জামিনদাতা (১) শিউ সন্দীপ দয়ামা** এবং **(২) শ্রী বলাই সাহা** **কর্পোরেট জামিনদাতা : মেসার্স মেডি ড্রিপস কেরিয়ারস প্রা. লি.** ৪, সিনাগগ স্ট্রিট, ৯ম তল, রুম নং ৮১৮, কলকাতা - ৭০০০০১ **মেসার্স জয় দাদা মুভারস প্রা. লি.** ৩, অকল্যান্ড প্লেস, তল, স্যুট ৮বি, কলকাতা - ৭০০০১৭ **মেসার্স অক্ষয় ফেরো অ্যালয় (প্রা) লি.** ৪, সিনাগগ স্ট্রিট, তল, রুম নং ৮১৮, কলকাতা - ৭০০০০১ **শ্রী সন্দীপ দয়ামা,** পিতা শ্রী রাম অবতার দয়ামা ফ্ল্যাট নং ১০১ এবং ১০২, সরস্বতী অ্যাপার্টমেন্ট, ১৭৭, জিটি রোড, হাওড়া-৭১১১০৬	**অংশ-১ :** ক) বিভিন্ন কোম্পানীর উপর টানা বুক ডেটস দায়বদ্ধতা এবং খ) ভলভোর হাইপোথেকেশন ব্যাঙ্ক ফাইন্যান্স থেকে কেনা ১৮.০০ কোটি টাকার যানবাহন তৈরি করে (৫ নম্বর, হাইড্রোলিক মডুলার ট্রেইলার ২৪ চাকার, এবং ৫ নম্বর ভলভো এফএইচ১২, হেভি ডিউটি ট্র্যাক্টর) **অংশ-২ (স্থাবর সম্পত্তির সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত)** **দফা নং. ১** (সম্পত্তি মা মেডি-ড্রিপস কেরিয়ারস প্রা. লি.-এর অন্তর্গত) বামনঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভবন সহ কমবেশি ৩৬ কাঠা এবং ছটাক পরিমাপের জমির টুকরো এবং অংশ, থানা - কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স, মৌজা হলদিয়া, জে.এল. নং. ৫, দাগ নং- ১৯০৮ উল্লেখ্য দলিল নং ৭৮৫৪-২০১০ সালের। **দফা নং. ২** মেসার্স জল দাদা মুভার্স প্রা. লি. সম্পত্তি) বামনঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত, বিল্ডিং সহ কম-বেশি ২০ কাঠা জমির সমস্ত অংশ এবং অংশ থানা কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স, মৌজা হাদিয়া, জেইউইউ নং ৫, দাগ নং-৮১৮/১৯০৮ এবং ৮১৯/১৯১৭০ উল্লেখ্য দলিল নং ৭৮৫৩-২০১০ সালের। **দফা নং. ৩** (সম্পত্তি শ্রী সন্দীপ দয়ামার স্বত্বাধীন) ৪৬০০ বর্গমিটার পরিমাপের জমির সম্পত্তির সকল অংশ এনএইচ- ৩-এর উপর সার্ভে নং ৫৬, হিস নং এস/সি, গ্রাম - বোরিওয়ালি, জেলা থানে, মুম্বাই-আগ্রা হাইওয়ের নিকট উল্লেখ্য দলিল নং ৪৫৩০-২০০৯ সালের।	১৩.০২.২০২৪	০৩.০৭.২০১২	**৪১,২৯,৪৮,৫৫৩.০০ টাকা (একচল্লিশ কোটি উনত্রিশ লাখ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশ তিপান্ন টাকা)** ৩১.১২.২০২৩ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ। ০১.০১.২০২৪ থেকে আপনারা উক্ত পরিমাণের সঙ্গে ব্যয় শুল্ক চার্জ ইত্যাদি সহ পরবর্তী সুদ চুক্তি মোতাবেক হারে আদায় দিতে দায়বদ্ধ।
২	**মেসার্স জয় দাদা ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রা. লি.** ৪, সিনাগগ স্ট্রিট, ৯ম তল, কলকাতা - ৭০০০০১ **ব্যক্তিগত জামিনদাতা : (১) শ্রী সন্দীপ দয়ামা** পিতা শ্রী রাম অবতার দয়ামা ১৭৭, জিটি রোড, হাওড়া-৭১১১০৬ **এবং (২) শ্রী নন্দলাল শর্মা** পিতা মানিক চন্দ্র শর্মা ২৯৭ জিটি রোড, উত্তর সালকিয়া, হাওড়া **কর্পোরেট জামিন (১) মেডি ড্রিপস কেরিয়ারস প্রা. লি.** ৪, সিনাগগ স্ট্রিট, ৯ম তল, রুম নং ৮১৮, কলকাতা - ৭০০০০১ এবং **(২) সন্দীপ দয়ামা অ্যান্ড সন্স** ৪, সিনাগগ স্ট্রিট, ৯ম তল, রুম নং ৮১৮, কলকাতা - ৭০০০০১ এবং সন্স অ্যান্ড সাকেত দয়ামা অ্যান্ড সন্স **(৩) মেসার্স সাকেত দয়ামা অ্যান্ড সন্স** ৪, সিনাগগ স্ট্রিট, ৯ম তল, রুম নং ৮বি, কলকাতা - ৭০০০০১	**অংশ-১ :** ক) বিভিন্ন কোম্পানির উপর জের বুক ডেটসের হাইপোথিকেশন, এবং খ) ভলভোর হাইপোথেকেশন ব্যাঙ্ক ফাইন্যান্স থেকে কেনা ১৭.৬০ কোটি টাকার যানবাহন তৈরি করে। (৫ নং ভলভো এফএম ১২ হেভি ডিউটি ট্রাক্টর এবং ৫ নম্বর টিআরটিইসি হাইড্রোলিক ট্রেলার ২৪ চাকার গাড়ি) **অংশ - ২ : (স্থাবর সম্পত্তির সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত)** (সম্পত্তি 'মেসার্স সন্দীপ দয়ামা অ্যান্ড সন্স' এবং 'সাকেত দয়ামা অ্যান্ড সন্স'-এর অধীনে) সংশ্লিষ্ট সমস্ত বাণিজ্যিক এলাকা ১৭৯৫ বর্গফুট পরিমাপ, ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, কলকাতা-৭০০০১৭ উল্লেখ্য দলিল নং ০১৪৭৯-২০০৯ সালের 'মেসার্স সন্দীপ দয়ামা অ্যান্ড সন্স' এবং 'সাকেত দয়ামা অ্যান্ড সন্স'-এর স্বত্বাধীন।	১৩.০২.২০২৪	০৩.০৭.২০১২	**৪১,০২,১৬,২৮০.০০ টাকা (একচল্লিশ কোটি দুই লাখ ষোলো হাজার দুশো আশি টাকা)** ৩১.১২.২০২৩ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ। ০১.০১.২০২৪ থেকে আপনারা উক্ত পরিমাণের সঙ্গে ব্যয় শুল্ক চার্জ ইত্যাদি সহ পরবর্তী সুদ চুক্তি মোতাবেক হারে আদায় দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং/বা জামিনদাতাগণকে (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ২৩.০২.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

চার বছরেই ভারত হবে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি

মূল্যায়ন আন্তর্জাতিক সংস্থার

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি: লোকসভা ভোটের মুখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বপ্ন সফল হওয়ার পূর্বাভাস দিল ব্যাংকিং বিনিয়োগ সংস্থা জেফ্রিসের অর্থনীতি মূল্যায়নের রিপোর্ট। তাতে বলা হয়েছে, ২০২৭ সালের মধ্যে জাপান এবং জার্মানিকে টপকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে ভারত।

ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, ‘এক দশক আগে ভারতের অর্থনীতি ছিল বিশ্বের নবম বৃহত্তম। বর্তমানে তা তিন লক্ষ ৪০ হাজার কোটি ডলার ছুঁয়েছে। পৌঁছে গিয়েছে পঞ্চম স্থানে। আগামী চার বছরের মধ্যে পাঁচ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হবে ভারত। হবে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি।’

গত বছর লালকেল্লায় স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছিলেন, ‘২০২৭-এর মধ্যেই জাপান এবং জার্মানিকে ছাড়িয়ে তৃতীয় বৃহত্তম শক্তিতে পরিণত হবে ভারত। আমাদের লক্ষ্য, ২০৪৭ সালে স্বাধীনতার শতবর্ষে পদার্পণের আগে ৩৫ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতি হয়ে ওঠা।’ অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, মোদির দ্বিতীয় স্বপ্নটি পূরণের জন্য ধারাবাহিকভাবে বার্ষিক ৯-১০ শতাংশ আর্থিক বৃদ্ধি প্রয়োজন।

যদিও বিশ্বের বর্তমান রাজনৈতিক এবং আর্থিক পরিস্থিতি তার অনুকূল নয় বলেই পূর্বাভাস দিয়েছে জেফ্রিস। তবে সেই সঙ্গেই রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিশ্বের অধিকাংশ উন্নত এবং বৃহৎ অর্থনীতির দেশে বৃদ্ধির হার হ্রাস পেলেও ভারত অন্তত ছয় শতাংশ বৃদ্ধি বজায় রাখবে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ‘আমরা বিশ্বাস করি ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতীয় অর্থনীতি ১০ লক্ষ কোটি ডলারে পৌঁছে যাবে।’

উপত্যকার প্রাক্তন রাজ্যপাল সত্যপালের বাড়িতে সিবিআই তল্লাশি !

শ্রীনগর, ২২ ফেব্রুয়ারি: পুলওয়ামাকাণ্ড নিয়ে গত বছর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করার পরেই সিবিআই নোটিস পেয়েছিলেন তিনি। মোদি জমানায় জম্মু ও কাশ্মীর-সহ একাধিক রাজ্যের রাজ্যপালের পদে থাকা সেই সত্যপাল মালিকের বাড়িতে এ বার তল্লাশি অভিযানে নামল কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআই। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানাচ্ছে জম্মু ও কাশ্মীরের কিরু জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে বৃহস্পতিবার দেশের মোট ২৯টি ঠিকানায় হানাদারি শুরু হয়েছে।

মোদি জমানায় জম্মু-কাশ্মীর-সহ চারটি রাজ্যের রাজ্যপালের পদে থাকা বিজেপি নেতা সত্যপাল গত বছর একটি সাক্ষাৎকারে অভিযোগ তুলেছেন, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে পুলওয়ামায় সিআরপিএফের কনভয়ে জঙ্গি হানায় ৪০ জন জওয়ানের মৃত্যুর পরে খোদ প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁকে মুখ বন্ধ রাখতে বলেছিলেন। কারণ, তিনি প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছিলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের গাফিলতি, নিরাপত্তায় ফাঁক থাকার ফলেই কনভয়ে হামলা হয়েছে।

সত্যপালের দাবি, প্রধানমন্ত্রী তাঁকে ‘নির্দেশ’ দিয়েছিলেন, এটি অন্য বিষয়। সত্যপাল যেন মুখ বন্ধ রাখেন। ওই সাক্ষাৎকারেই সত্যপাল আভাস দিয়েছিলেন, পুলওয়ামায় জওয়ানদের মৃত্যুকে রাজনৈতিক ভাবে কাজে লাগানো হয়ে থাকতে পারে। ঘটনাচক্রে, গত লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তরুণ ভোটারদের উদ্দেশে বলেছিলেন, ‘প্রথম বারের ভোটারদের বলছি, আপনাদের প্রথম ভোট পুলওয়ামায় যে সব বীর শহিদ হয়েছেন, তাঁদের নামে সমর্পিত হতে পারে!’

ওই সাক্ষাৎকারেই সত্যপাল অভিযোগ করেছিলেন, ২০১৮ সালের অগস্ট থেকে ২০১৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যপাল হিসাবে ৩০০ কোটি টাকা ঘুষের প্রস্তাব এসেছিল দু’টি ফাইল ছাড়ার জন্য। সিবিআই দু’টি এফআইআর রুজু করে। একটি কিরু জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং অন্যটি রিলায়্যান্স জেনারেল ইনশিওরেন্স সংক্রান্ত। সেই অভিযোগের জেরে গত বছর সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদও করেছিল তাঁকে। যদিও তিনি ‘অভিযুক্ত’ কি না, সে বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি কেন্দ্রীয় সংস্থার তরফে।

অ্যালেক্সেই নাভালনির কাজ আমি চালিয়ে যাব, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ স্ত্রী ইউলিয়া

মস্কো, ২২ ফেব্রুয়ারি: আচমকা নাভালনির মৃত্যু সারা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছিল যা মেনে নিতে পারেনি অনেকেই। আর মৃত্যুর আগে ভ্যালেনটাইনস ডে’তে স্ত্রী ইউলিয়া নাভালনায়াকে বিশেষ বার্তা দিয়েই প্রেম নিবেদন করেছিলেন অ্যালেক্সেই নাভালনির। দু’জনের এই গভীর ভালোবাসা যে শুধু মুখের কথা নয় এবার তারই প্রমাণ দিলেন নাভালনির স্ত্রী। স্বামীর অসম্পূর্ণ কাজ পূরণ করার অঙ্গীকার নিলেন তিনি। বিরোধী নেত্রী হিসাবে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ‘পয়লা নম্বর’ শত্রু হয়ে ওঠাই যেন এখন তাঁর লক্ষ্য।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার রাশিয়ার জেলে মৃত্যু হয় রুশ বিরোধী নেতা নাভালনির। এর পর কেটে গিয়েছে ছয়দিন। কিন্তু মনোবল হারাননি ইউলিয়া। চোখের জল মুছে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন নাভালনির স্ত্রী। এখন তাঁর প্রধান কাজ রাশিয়ার বিরোধী দলকে নেতৃত্ব দেওয়া। এপি সূত্রে খবর, দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে ইউলিয়া জানিয়েছেন, অ্যালেক্সেই নাভালনির কাজ আমি চালিয়ে যাব।

২০ বছরের বিবাহিত জীবনে সমস্ত রকম পরিস্থিতিতে নাভালনির পাশে থেকেছেন ইউলিয়া। তিনিই ছিলেন নিহত রুশ বিরোধীনেতার অন্যতম শক্তি। ক্যামেরার সামনে খুব একটা আসতে চাইতেন না ইউলিয়া। প্রচারের আলো থেকে সব সময় দূরে থাকতেন। কিন্তু এবার নিজেকে বদলে ফেলছেন ইউলিয়া। পুতিনের চোখে চোখ রেখে লড়াই করার জন্যই যেন প্রস্তুত হচ্ছেন তিনি। নাভালনির মৃত্যুর খবর পাওয়ার পরই রুশ প্রেসিডেন্টের কড়া শাস্তির দাবি জানিয়ে ছিলেন ইউলিয়া।

ভারতীয় ছাত্রী জাহ্নবীর মৃত্যুর ঘটনায় জড়িত মার্কিন পুলিশকর্মী বেকসুর খালাস

ওয়াশিংটন, ২২ ফেব্রুয়ারি: ঠিক দু’বছর আগের কথা। ২০২২ সালের ২৩ জানুয়ারি আমেরিকায় পুলিশের বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু ভারতীয় হয়েছিল ছাত্রী জাহ্নবী কান্ডুলার। তরুণীর মৃত্যু নিয়ে ঠাট্টার অভিযোগ উঠেছিল সিয়াটেলের অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে। যা নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়েছিল। অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছিল সানফ্রান্সিসকোর ভারতীয় কনস্যুলেট। চাপের মুখে দুঃখপ্রকাশ করে ক্ষমা চান সিয়াটেলের মেয়র। যদিও এক বছর ধরে বিচার প্রক্রিয়া চলার পর আদালত বেকসুর খালাস ঘোষণা করল অভিযুক্ত পুলিশকর্মীকে।

জাহ্নবী কান্ডুলার বাড়ি অন্ধ্রপ্রদেশে। পড়াশোনার সূত্রেই সিয়াটেলে যান বছর তেইশের তরুণী। যদিও কেভিন ডেভ নামের পুলিশকর্মীর গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। দুর্ঘটনার সময় পুলিশের গাড়ির গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার। অনিচ্ছাকৃত খুনের অভিযোগের পাশাপাশি জাহ্নবীর মৃত্যু নিয়ে ঠাট্টার অভিযোগ উঠেছিল কেভিনের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে অভিযুক্ত হন ঘটনার তদন্তকারী সিয়াটেল পুলিশ অফিসার্স গিল্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল অডেরারও। ভাইরাল ভিডিওতে জাহ্নবীর মৃত্যু নিয়ে ড্যানিয়েলকে ঠাট্টা করতে শোনা যায়। গিল্ড সভাপতি মাইক সোলানকে ড্যানিয়েল বলেন, ২৬ বছর বয়স। গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমজনতা। একটা চেক লিখে দিলেই হবে। ১১ হাজার ডলারই যথেষ্ট। এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষমা চেয়েছিলেন সিয়াটেলের মেয়র। যদিও এক বছর ধরে শুনানির অভিযুক্ত বেকসুর খালাস ঘোষণা করল আমেরিকার আদালত। অন্তত আপাততর জন্যে। উল্লখ্য, ২০২১ সালে পড়াশোনার জন্য আমেরিকায় যান জাহ্নবী কান্দুলা। চলতি বছরের ডিসেম্বরেই ডিগ্রি পাওয়ার কথা ছিল। তার আগেই গত ২৩ জানুয়ারি পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয় তরুণীর।

প্রেস সেবা পোর্টালের উদ্বোধন

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি: ভারতের গণমাধ্যমে বিপ্লব আনতে চারটি নতুন পোর্টালের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। এর উদ্দেশ্য হল খবরের কাগজ ও টিভি চ্যানেলগুলোর সুবিধার্থে কাজ করা। এমনকী, কেবল মাধ্যমকেও সরকারি সম্প্রচারের মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলা।

পর পর সাতবার, কেজরিওয়ালকে ফের তলব ইডির

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি: ইডির লাগাতার সমনেও হাজিরা দিচ্ছেন না অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর এহেন অবস্থানের বিরোধিতায় আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে ইডি। কিন্তু আদালতের কোনও নির্দেশ আসার আগেই ফের কেজরিওয়ালকে তলব করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় জড়িয়েছে একের পর এক আপ নেতা-মন্ত্রীর নাম। সেই মামলাতেই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে বারবার তলব করেছে ইডি। এর আগে ৬বার তলব করা হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু ইডি সমনকে বেআইনি বলে দাবি করে প্রত্যেকবারই হাজিরা এড়িয়েছেন কেজরি। এহেন পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার আবারও নোটিস পাঠানো হয়েছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে। এই নিয়ে সপ্তমবার ইডির তলব এল কেজরির কাছে। আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত, আম আদমি পার্টি শুরু থেকেই দাবি করে আসছে, শুধুমাত্র কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্যেই বারবার তলব করা হচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই। তবে কেজরি পঞ্চমবার তলব এড়ানোর পরেই আদালতের দ্বারস্থ হয় ইডি।

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
N.I.Q. NO. – UKM/32/WW/ 2023-2024, DATED – 22.02.2024
Rate Quotation for Pipe Line and Hand Tube Well Materials. Bid Submission closing Date – 29.02.2024. For More Details – Visit www.uttarparamunicipality.in
Sd/- Chairman Uttarpara-Kotrung Municipality

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
1. e-N.I.Q. No. : UKM/PHC/ 010(e)/2023-24 dt.22.02.2024
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Running preventive maintenance of 19 nos. Mahindra Tractor.Documents download start date & Bid submission start date – 23.02.2024.Bid Submission Closing Date – 05.03.2024. For Details:- https://www.wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman Uttarpara-Kotrung Municipality

হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত
গ্রাম- লায়েকপুর, পোঃ ভালকুটি, ব্লক-লাভপুর, জেলা- বীরভূম
ই-টেন্ডার নোটিশ
হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৭টি কভারসহ পাকা ড্রেন ও ৬টি ঢালাই রাস্তা নির্মাণের জন্য অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত বিডারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। যার নোটিশ নং যথাক্রমে 12/HGP/2023-24, 13/HGP/ 23-24 যার মোট টেন্ডার মূল্য যথাক্রমে ১৭,০৪,৬৩৫/- ও ১৩,২০,০০০/-
আবেদনকারীদের কাছে অনুরোধ বিস্তারিত বিবরণের জন্য https://wbtenders.gov.in এবং অফিস নোটিশ বোর্ড অনুসরণ করার জন্য।
স্বা/- প্রধান
হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

NIT No. SFDC/MD/NIT- 48(e)/2023-24
SFDC Ltd. Invites tender for the works “Cleaning and removal of water hyacinth of ponds sector-B & C, Goltala Fisheries Project, North 24 Parganas”. Bid submission end date on 11/03/2024 up to 4.00 p.m. Technical Bid opening date on 13/03/2024 at 4.00 p.m. For details, please visit our website www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৪৫৪, তারিখ ২০.০২.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান ক রা হচ্ছে। **ই-টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই/টেলি/ টি/২৫/২৩-২৪/আরআরএসকে। স্থান সহ কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ-রানাঘাট শাখায় ত্রুটিযুক্ত ভূনিম্নস্থ বয়ঃভাবে জীর্ণ ৬ কোয়াড কেবেল-এর প্রতিস্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে টেলিকম কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৭৩,৯৩,৯৮৬.৩৬ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ২,৩৭,০০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৬ মাস। **টেন্ডার দাখিল শুরুর তারিখ ঃ** ০৬.০৩.২০২৪। **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ঃ** ২০.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ঃ** ২০.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। **বিশদ পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in**-এ। **প্রযুক্তিগত যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, তার আগের মাসের শেষ দিন থেকে বিগত ০৭ (সাত) বছরের মধ্যে টেন্ডারদাতাকে নিম্নলিখিত ধরনের কাজ(সমূহ) সফলভাবে বা অধিকাংশভাবে অবশ্যই সম্পন্ন করে থাকতে হবে। (i) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০ শতাংশ-এর চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত তিনটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (ii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০ শতাংশের চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত দুটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (iii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০ শতাংশের চেয়ে কম নয়, এরূপ মূল্যের অন্তত একটি সমতুল ধরনের কাজ। **অর্থনৈতিক যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার ভি/এন অথবা ‘ভি’-এর মধ্যে যেটি কম তা হওয়া আবশ্যিক; যেখানে ভি = কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য; এন = কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বছর সংখ্যা যার জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছে। অডিট করা ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্বের তিনটি আর্থিক বছরের “মোট চুক্তিভিত্তিক প্রদত্ত অর্থের” গড় হিসাব করে গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয় করা হবে। যদি, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট প্রস্তুত/অডিট করা না হয়ে থাকে তাহলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের অডিট করা ব্যালান্স শিটে প্রাপ্ত অঙ্ক সংখ্যা গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয়ে ব্যবহার করা হবে। টেন্ডারদাতাগণকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসাপত্র প্রদত্ত হয়েছে এরূপ নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/ব্যালান্স শিটের সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর সমর্থন করা শংসাপত্র সেই সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার- VI বি অনুসারে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি (বর্তমান টেন্ডার নথির ফর্ম -৬) দাখিল করতে হবে। **অন্যান্য দাখিল যোগ্য নথিপত্রাদি ঃ** টেন্ডার নথিতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। **সমতুল ধরনের কাজ ঃ** এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে সমতুল ধরনের কাজ বলতে যেকোনো ধরনের সিগন্যাল বা টেলিকম কাজ যেখানে গর্ত খোঁড়া, সিগন্যালিং বা টেলিকম কেবেল পাতা এবং পরীক্ষা করা সংক্রান্ত কাজকে বোঝাবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতা টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতা শর্তাবলি পূরণে তাঁর দাবির স্বপক্ষে টেন্ডার প্রস্তাবের সঙ্গে নথিপত্রাদি দাখিল করবেন। নথির/শংসাপত্রের কপি-র প্রতি পৃষ্ঠায়, যা টেন্ডারদাতা তাঁর যোগ্যতার স্বপক্ষে দাখিল করবেন, টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদানকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বপ্রত্যয়িত বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্বপ্রত্যয়নে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ থাকতে হবে (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)। SDAH-385/2023-24
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

TENDER NOTICE
NIT NO: WBBIR/SURI-II PS/Enit-20/2023-24 dated 20/02/2024 & WBBIR/SURI-II PS/Enit-21/ 2023-24 Dated- 22/02/2024
E-Tender is hereby invited by the Executive Officer, Suri-II Panchayat Samiti, Birbhum on behalf of Governor of W.B. from bonafied working contractors for construction of various works under Suri-II Panchayat Samiti. Contractors having sufficient credential in this line are eligible for the above work.
Details are available on www.wbtenders.gov.in
Sd/- Executive officer Suri-II Panchayat Samiti

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O.- Panihati, P.S.-Khardah, Dist.- North 24 Parganas, Kolkata-700114
Tel No.- 033 2553-2909 ; Fax: 033 2553 1487
Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work **Tender Nit No.: PM/PWD/NIT-20/2023-24 dated 20.02.2024** under Panihati Municipality for details log on www.wbtenders.gov.in. Contact concern authority P.W.Department. Panihati Municipality at the above address. **Last Date of submission 11.03.2024.**
Sd/- Executive Officer Panihati Municipality

GANGASAGAR GRAM PANCHAYAT
Vill & Post. : Gangasagar, P.S.: Gangasagar Coastal ,Dist.: 24 pgs (S)
ABRIDGE NIT
On behalf of Gangasagar Gram Panchayat of Sagar Block under S 24 Pgs dist. invites bids for Construction of Concrete road, rest house (NIT-14) & 6 nos. Sinking of tube well, Toilet repairing (NIT-15). The Estimated Cost of each scheme excluding GST & L. Cess are Rs. 293500.00, 293500.00, 193180.00 (6 nos.) & 293500.00 respectively. The last bid submission date is **29.02.2024 till 01:00 PM.** Visit to our GP Office for details.
Sd/- Pradhan Gangasagar Gram Panchayat

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality invites quotation vide memo no. **06/Computer Peripherals/ C.M/2023-2024, Dt-22-02-2024** for supplying of Computer Peripherals . For further information please visit www.chakdahamunicipality.in

Press Notice
E-Tenders are hereby invited from bonafide experienced and reliable contractors for execution of the works having requisite credentials for execution of 05 nos. (NRM) schemes under PMKSY WDC 2.0 scheme in Purulia District on and from **22/02/2024 to 28/02/2024. Vide NIT-07/ PMKSY-WDC 2.0 / 04 / Jhalda-II-NRM 2nd call /2023-24. 08/ PMKSY- WDC 2.0 / 04 /Jhalda-II-NRM 2nd call /2023-24 09/ PMKSY-WDC 2.0 / 04 /Jhalda-II-NRM 2nd call /2023-24 03/ PMKSY-WDC 2.0/04 /Jhalda-II-NRM 3rd call /2023-24**
Details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit www.wbtenders.gov.in
Assistant Director of Agriculture Jhalda II Block, & PIA, Sahahar-Mamudih Watershed Purulia

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad
E-tenders are invited by the authority of Beldanga Municipality for –

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Total Estimated Cost (Approx)
1	Construction of 9 (Nine) no. Roads & Drains	WB/MAD/ULB/ BEL/NIeT-23/2023-24	60.07 Lakh
2	Construction of 12 (Twelve) no. Roads & Drains	WB/MAD/ULB/ BEL/NIeT-24/2023-24	41.77 Lakh

Last dates for submission of tender **01.03.2024 at 5:00 PM and 08.03.2024 at 5:00 PM**. For details visit - **www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in**

e-TENDER NOTICE
e-TENDERS are invited by the Prodhan Deypara Gram Panchayat, Shimultala, Under Krishnagar-I P.S, Nadia. e-Tender No: **WB/ NAD/ KGR-I/DGP/NIT-51/ 23-24 under 5th SFC Fund 2023-24 (Untied) (2nd Call), e-Tender No: WB/NAD/ KGR-I/DGP/NIT-52/ 23-24 under 15th FC Fund 2023-24 (Tied).**
Dated: **21/02/2024.** Bid submission closing date: **29/02/2024 at 6.30 PM.** For more details please visit: https://wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan Deypara Gram Panchayay, Under Krishnagar-I P.S, Nadia.

NIT No. SFDC/MD/NIT- 49(e)/2023-24
SFDC Ltd. Invites tender for the works “Preparation of 4 (four) nos. Detailed Project Reports for Improvement of Jamunadighi fish farm, Krishna Bundh and World Bank Fisheries Project, Integarated Modern Coastal Village, Mahishamari at different district”. Bid submission end date on **11/03/2024 up to 4.00 p.m.** Technical Bid opening date on **13/03/2024 at 4.00 p.m.** For details, please visit our website www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality invites E tender vide memo no. WBMAD/ CM/ BTRD/PWD/ NIT-59/23-24, Tender Id 2024_MAD_ 671289_1, WBMAD/ C.M/ DRN/PWD/NIT-56/23-24, Tender Id 2024_ MAD_ 671281_1, WBMAD/ CM/ BTRD/ PWD/ NIT-63/23-24,Tender Id 2024_MAD_ 671321_1, WBMAD/ CM/ BTRD/ PWD/NIT-66/23-24, Tender Id 2024_MAD_ 671439_1, WBMAD/ CM/ BTRD/ PWD/NIT-79/23-24, Tender Id 2024_MAD_ 671410_1, WBMAD/ CM/ BTRD/ PWD/NIT-80/23-24,Tender Id 2024_MAD_ 672239_1 for various work under Chakdaha Municiplaity . For further information please visit www.wbtenders.gov.in

JAYNAGAR MAJILPUR MUNICIPALITY
E-bids are invited by the Chairman, Jaynagar Majilpur Municipality for the following development work within Jaynagar Majilpur Municipality.

Sl No.	Name of the work	NIT No.
1.	Renovation & Improvement of Black Top Road (From Pancher Pally more to Jayanta Pal House at Bhutnath Chakraborty Sarani), ward no.5, within Jaynagar Majilpur Municipality.	WBMAD/ULB/ JOYNAGAR-MOZILPUR/ 39 /2023-24 SL1 to 3
2.	Eucalyptus Bullah Pilling at ward no.9 beside of Prabir Halder's house to Manohara Sekh House, within Jaynagar Majilpur Municipality.	
3.	Construction work of cement concrete flooring with drain & Boundary Wall at Zone A near OHR & CWR site in ward no-03 within Jaynagar Majilpur Municipality.	

Tender ID: **2024_MAD_671593_1 to 3.**
Bid submission starting date: **22/02/2024 at 09:00 AM.**
Bid submission closing date: **01/03/2024 at 5:30 PM.**
Details may be seen in the website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman, Jaynagar Majilpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/520/23-24 Dated 21.02.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP , Sunny Divine Masjid More, at Ward Number 28, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/521/23-24 Dated 21.02.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP , Sashi Bhusan Sarani More at Ward Number 28, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/522/23-24 Dated 21.02.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP , Sabuj Sangha Club, at Ward Number 28, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/523/23-24 Dated 21.02.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP , Prantika Kinkar House at Ward Number 28, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/524/23-24 Dated 21.02.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP , Prakriti Abasan, at Ward Number 28, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/525/23-24 Dated 21.02.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP , Nazrul Park, at Ward Number 28, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/526/23-24 Dated 21.02.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP , Mahamayapur School More, at Ward Number 28, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/527/23-24 Dated 21.02.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP , Mahamaya Place More, at Ward Number 28, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/528/23-24 Dated 21.02.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP , Kalyan Samiti Club, at Ward Number 28, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00

Bid Submission end date: **02.03.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman., Rajpur-Sonarpur Municipality

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
1. e-N.I.Q. No. : UKM/PHC/ 011(e)/2023-24 dt.22.02.2024
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Transportation of Dry Waste from Uttarpara SWM Plant to Cement Plant. Documents download start date & Bid submission start date – 23.02.2024. Bid Submission Closing Date – 05.03.2024. For Details: - https://www.wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman Uttarpara-Kotrung Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. No: - ADDA/DGP/ED/Q-03/2023-24
Exe. Engr., ADDA, Durgapur invites Percentage Rate Tender (ONLINE BID SYSTEM) for the work **(1)** Tender ID No. 2024_ADDA_670286_1. For other details visit our website www.addaonline.in or http://wbtenders.gov.in or contact Exe. Engr. (Civil), ADDA, Durgapur.
Sd/- Exe. Engr., ADDA, Durgapur

দ্য জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)
কৃষ্ণনগর আঞ্চলিক অফিস- ৫, আর.কে. মিত্র লেন,
পোঃ- কৃষ্ণনগর, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১১০১
রেফা নং- ৬১০ **টেন্ডার নোটিশ** তারিখ- ১৬-০২-২৪
জেসিআই-কৃষ্ণনগর, আই-কেয়ার প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পাট চাষীদের কাছে সর্বাধিক প্রসারের জন্য নিবন্ধিত সমবায়/ স্বনির্ভর গোষ্ঠী/ কৃষক ক্লাব/ এসসি ও এসটি সমবায়/ পিএসিএস/ এনজিও এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে আবেদন আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। আগ্রহী দলগুলি আমাদের আঞ্চলিক অফিস থেকে **২০-০২-২০২৪** থেকে **১১-০৩-২০১৮** পর্যন্ত সমস্ত কার্যদিবসে দুপুর ১২টা থেকে দুপুর ০৩টের মধ্যে EOI সংগ্রহ করতে পারেন। EOI জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **১২-০৩-২০২৪. দুপুর ১২টা পর্যন্ত।** EOI গুলি **১২-০৩-২০২৪** তারিখে দুপুর ০১টায় খোলা হবে। অফিসের ওয়েবসাইট **www.jutecorp.in**-এও বিস্তারিত পাওয়া
CBC 41122/12/0033/2324

Tender Notice
Executive Officer, Barasat-I Panchayat Samiti invites E-tender. Details are available at: www.wbtenders.gov.in. **e-NITNo.-N24PG/Bst-I/PS/N-66 2nd call/2023-2024,N24PG/Bst-I/PS/N-67 2nd call/2023-2024, N 24 PG/Bst-I/PS/N-76/2023-2024, N24PG/Bst-I/PS/N-77/2023-2024 and N24PG/Bst-I/PS/N-72 2nd call /2024.** Last date of submission of bid mentioned in each separate notice, in any further query, may contact in the office hours of the undersigned office.
S/D Block Development Officer Barasat-I Development Block

TENDER NOTICE
Prodhan, Ichhapur Nilgunj Gram panchayet invites E-tender. Details are available at : **www.wbtenders.gov.in. e-NIT No. :- 13/INGP/15th SFC Tied/2023-2024, 14/INGP/15th SFC Tied/ 2023-2024, Dated- 22/02/2024.** Last date of submission of bid mentioned in each separate notice, in any further query, may contact in the office hours of the undersigned office.
Sd/- Prodhan Ichhapur Nilgunj Gram Panchayet

ভারতের জয়ী দলেও বদল বাংলার বোলারের অভিষেক!

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাধারণত খুব প্রয়োজন না পড়লে জয়ী দলে বদল করতে চান না কোচ। একমাত্র কোনও খেলোয়াড় চোট পেলে বদল করা হয়। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে বিষয়টা আলাদা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ়ে ২-১ এগিয়ে রয়েছে ভারত। রাঁচীতে চতুর্থ টেস্ট জিততে পারলেই সিরিজ জিতে যাবেন রোহিত শর্মারা। কিন্তু চতুর্থ টেস্টেও বদল হবে ভারতের প্রথম একাদশে। অভিষেক হতে পারে বাংলার পেসারের।

চতুর্থ টেস্টে ভারতের সম্ভাব্য একাদশ

রোহিত শর্মা; তৃতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে শতরান করেছেন। প্রায় এক বছর পর তিন অঙ্কে পৌঁছেছেন রোহিত। ভাল অধিনায়কত্ব করার পাশাপাশি ব্যাট হাতে আবার বড় রান চাইবেন তিনি।

যশস্বী জয়সওয়াল; চলতি সিরিজ়ে দু'টি দ্বিশতরান করেছেন। ভারতের সব থেকে ফর্মে থাকা ব্যাটার চতুর্থ টেস্টেও বড় রান করতে চাইবেন। রোহিতের সঙ্গে ওপেন করতে দেখা যাবে তাঁকে।

শুভমন গিল; তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে রান করেছেন। কিন্তু ধারাবাহিকতা দেখাতে পারছেন না। চতুর্থ টেস্টে আবার তিন নম্বরে নামবেন শুভমন। এই টেস্টে দুই ইনিংসেই ভাল খেলতে চাইবেন তিনি।

রজত পটীদার; তৃতীয় টেস্টের দুই ইনিংসেই রান পাননি। কিন্তু শ্রেয়স আয়ার না থাকায় তাঁকেই আরও এক বার ভারতের মিডল অর্ডারে দেখা যাবে। চতুর্থ টেস্টে বড় রান চাইবেন পটীদার।

সরফরাজ খান; অভিষেক টেস্টের দুই ইনিংসেই অর্ধশতরান করেছেন। তাঁর ব্যাটিং মুগ্ধ করেছে সবাইকে। চতুর্থ টেস্টেও খেলবেন সরফরাজ। এ বার শতরানের লক্ষ্যে নামবেন তিনি।

ধ্রুব জুড়েল; অভিষেক টেস্টেও তিনিও ব্যাট হাতে ভাল খেলেছেন। সেই সঙ্গে তাঁর কিপিং দক্ষতার প্রশংসা করেছেন সবাই। শ্রীকর ভরতের জায়গায় চতুর্থ টেস্টেও দেখা যাবে জুড়েলকে।

রবীন্দ্র জাডেজা; তৃতীয় টেস্টের ম্যাচের সেরা। শতরানের পাশাপাশি ৫ উইকেটও নিয়েছেন। রাজকোটের ফর্ম রাঁচীতেও ধরে রাখতে চাইবেন তিনি। ভারতীয় জার্সিতে জাডেজার খেলা পাকা।

রবিচন্দ্রন অশ্বিন; পারিবারিক জরুরি কারণে তৃতীয় টেস্টে দু'দিন খেলতে পারেননি অশ্বিন। তার মধ্যেই ৫০০ উইকেটের মাইলফলকে পৌঁছেছেন। চতুর্থ টেস্টেও দেখা যাবে অশ্বিনকে।

কুলদীপ যাদব; তৃতীয় টেস্টে ভাল খেলেছেন। বলের পাশাপাশি রাতপ্রহরী হিসাবে নেমেও ভাল ব্যাট করেছেন কুলদীপ। চতুর্থ টেস্টেও দেখা যাবে কুলদীপকে।

মহম্মদ সিরাজ; তৃতীয় টেস্টে ভাল বল করেছেন। প্রথম ইনিংসে তাঁর ৪ উইকেট ভারতকে বড় লিড নিতে সাহায্য করেছে। চতুর্থ টেস্টে দলের পেস বিভাগকে নেতৃত্ব দেবেন সিরাজ।

আকাশ দীপ; বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে যশপ্রীত বুমরাকে। ফলে ভারতীয় জার্সিতে অভিষেক হতে পারে আকাশ দীপের। রাঁচীতে অনুশীলনে মুকেশ কুমারের থেকে বেশি ক্ষণ বল করেছেন তিনি। দলের কোচ রাহুল দ্রাবিড় আকাশ দীপের সঙ্গে অনেক ক্ষণ আলোচনা করেছেন। যা ইঙ্গিত, তাতে রাঁচীতে মুকেশের বদলে আকাশের উপরেই ভরসা করা হচ্ছে। সিরাজের সঙ্গে দ্বিতীয় জোরে বোলার হিসাবে থাকবেন তিনি। এই একটিই বদল হবে ভারতের প্রথম একাদশে।

আগের ম্যাচে সব থেকে বেশি উইকেট নিয়েছিলেন, তাঁকেই বাদ দিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে নামছে ইংল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্টের দল ঘোষণা করল ইংল্যান্ড। দুই পেসার নিয়ে নামবেন বেন স্টোকসেরা। তবে বাদ মার্ক উড। তিনিই তৃতীয় টেস্টে ইংল্যান্ডের হয়ে সব থেকে বেশি উইকেট নিয়েছিলেন। কিন্তু উডকে বাদ দিয়ে অলি রবিনসনকে দলে নিল ইংল্যান্ড। এই সিরিজ়ে একটি টেস্টেও খেলেননি তিনি। ইংল্যান্ডের ঘোষণা করা দলে ব্যাটিং বিভাগে কোনও পরিবর্তন হয়নি। রবিনসনের সঙ্গে দলে নেওয়া হয়েছে শোয়েব বশিরকে। বাদ দেওয়া হয়েছে রেহান আহমেদকে। রাঁচীতে দুই পেসার এবং দুই স্পিনার নিয়েই নামতে চলেছে ইংল্যান্ড। বল করতে পারেন স্টোকসও। ভারতে এই প্রথম বার খেলতে নামছেন রবিনসন। অ্যাশেজ়ে খেলার সময় চোট পেয়েছিলেন তিনি। তার পর থেকেই টেস্ট দলের বাইরে ছিলেন রবিনসন। তাঁকে দলে ফেরাল ইংল্যান্ড। ১৯টি টেস্ট খেলা রবিনসন নতুন বল হাতে জুটি বাঁধবেন অভিজ্ঞ জেমস অ্যান্ডারসনের সঙ্গে।

বশির প্রথম টেস্টের সময় ভিসা সমস্যায় আটকে গিয়েছিলেন তিনি। সেই টেস্ট খেলা হয়নি তাঁর। বিশাখাপত্তনমে অভিষেক হয় বশিরের। কিন্তু রাজকোট টেস্টে বাদ পড়েন তিনি। রাঁচীতে আবার ফেরানো হল তাঁকে। মনে করা হচ্ছে রাঁচীতে স্পিনারেরা সাহায্য পাবেন। স্টোকস বলেন, ত্রাঁচীর পিচে স্পিনারেরা সাহায্য পাবে। বশির লম্বা। অনেকটা উঁচু থেকে বল ছাড়ে। তাতে বাউন্স পায় ও। সেটাই কাজে লাগাতে চাই আমরা।

ইংল্যান্ডের প্রথম একাদশ জ্যাক ক্রলি, বেন ডাকেট, অলি পোপ, জো রুট, জনি বেয়ারস্টো, বেন স্টোকস, বেন ফোকস, টম হার্টলি, অলি রবিনসন, জেমস অ্যান্ডারসন এবং শোয়েব বশির।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ড্র বার্সেলোনার শেষ মিনিটের গোলে হার আর্সেনালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোয় হোঁচট খেল বার্সেলোনা ও আর্সেনাল। প্রথম পর্বের ম্যাচে নাপোলির সঙ্গে ড্র করল বার্সা। এগিয়ে থেকেও জিততে পারল না লিয়োনেল মেসির পুরনো ক্লাব। অন্য দিকে শেষ মিনিটের গোলে পোর্তোর কাছে হারতে হল আর্সেনালকে।

অ্যাওয়ে ম্যাচেও শুরু থেকে দাপট ছিল বার্সার। সহজ সুযোগ নষ্ট করেন লামিনে ইয়ামাল ও ইলখাই গুন্ডোয়ান। ৬০ মিনিটের মাথায় বার্সাকে এগিয়ে দেন সেই রবার্ট লেয়নডস্কি। পেদ্রির পাস থেকে গোল করতে কোনও ভুল করেননি পোল্যান্ডের স্ট্রাইকার।

দেখে মনে হচ্ছিল অ্যাওয়ে ম্যাচে জিতে পরের পর্বের আগে এগিয়ে যাবে বার্সা। কিন্তু আফ্রিকা কাপ অফ নেশনস খেলে ফেরা ভিক্টর ওসিমহেন নাপোলির হয়ে গোল করে বার্সার জয় আটকে দেন। ১-১ গোলে শেষ হয় খেলা। ১২ মার্চ পরের পর্বে মুখোমুখি হবে দুই দল।

অন্য ম্যাচে আর্সেনালকে চমকে দিয়েছে পোর্তো। অ্যাওয়ে ম্যাচে আর্সেনালের আক্রমণ বেশি হলেও গোল লক্ষ্য করে একটিও শট নিতে পারেনি আর্সেনাল। পোর্তোও বিশেষ কোনও সুযোগ পায়নি। দেখে মনে হচ্ছিল, দুই দলই দ্বিতীয় পর্বের কথা ভেবে সাবধানী ফুটবল খেলছে। কিন্তু সংযুক্তি সময়ের শেষ মিনিটে ব্রাজিলীয় উইঙ্গার গেলানোর শট আর্সেনালের জালে জড়িয়ে যায়। ১-০ গোলে জেতে ইটালির ক্লাব। ১২ মার্চ পরের পর্বে মুখোমুখি হবে দুই দল।

আইপিএলের আগে ধাক্কা গুজরাতের, চোটের জন্য গোটা প্রতিযোগিতায় খেলতে পারবেন না শামি

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক দিনের বিশ্বকাপের পর থেকে চোটের জন্য আর মাঠে দেখা যায়নি মহম্মদ শামিকে। এ বার জানা গিয়েছে, আইপিএলেও খেলতে পারবেন না তিনি। গোটা মরসুম থেকে ছিটকে গিয়েছেন ভারতীয় পেসার। অস্ত্রোপচার হবে তাঁর। এই খবর নিঃসন্দেহে গুজরাত টাইটান্সের সমর্থকদের কাছে ধাক্কা।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক আধিকারিক এই খবর দিয়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই ক্রিকেটার সংবাদমাধ্যমে বলেন, ত্জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে লন্ডন গিয়েছিল শামি। সেখানে গিয়ে গোড়ালিতে একটি বিশেষ ইঞ্জেকশন নিয়েছিল শামি। চিকিৎসকেরা জানিয়েছিলেন, তিন সপ্তাহ পর থেকে ও দৌড়তে পারবে। কিন্তু সেই ইঞ্জেকশন ঠিক মতো কাজ করেনি। ফলে অস্ত্রোপচার ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই। খুব তাড়াতাড়ি লন্ডনে যাবে শামি। তাই এ বারের আইপিএলে খেলার কোনও প্রশ্নই নেই ওর।

শামিকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। তাই তাঁকে অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ওই আধিকারিক আরও বলেন, ত্চোট পাওয়ার পরে শামির তখনই অস্ত্রোপচার করিয়ে নেওয়া উচিত ছিল। কারণ, ইঞ্জেকশন বা বিশ্রাম দীর্ঘমেয়াদি ফল দিতে পারে না। শামি ভারতীয় দলের সম্পদ। তাই ওকে নিয়ে বোর্ড কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না। শামিকে অস্ত্রোপচার করাতেই হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে মাঠে নামানোর চেষ্টা করা হবে।দ

ভারতের হয়ে টেস্টে ২২৯টি, এক দিনের ম্যাচে ১৯৫টি ও টি-টোয়েন্টিতে ২৪টি উইকেট নিয়েছেন শামি। ভারতের মাটিতে এক দিনের বিশ্বকাপে সব থেকে বেশি ২৪টি উইকেট নিয়েছেন তিনি। একটি বিশ্বকাপে ভারতীয় বোলারদের মধ্যে যা সর্বাধিক। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে বিশ্বকাপে সর্বাধিক উইকেটও গিয়েছে তাঁরই ঝুলিতে। এখন দেখার আবার কবে ভারতের জার্সি পরে মাঠে নামতে পারেন শামি।

ইন্টার মিলানের নায়ক মার্কো আর্নাতোভিচ জয় হাতছাড়া বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের

নিজস্ব প্রতিবেদন: গতবার ফাইনালে উঠেও হারতে হয়েছিল অপ্রতিরোধ্য ম্যাঞ্চেস্টার সিটির বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শেষ ষোলো পর্বের প্রথম সাক্ষাতে আতলেতিকো দে মাদ্রিদকে ১-০ গোলে হারানোর পরে ইন্টার মিলান ম্যানেজার সিমোন ইনজাঘি জানিয়ে দিলেন, গতবার যে লক্ষ্যে অল্পের জন্য তাঁর দল পৌঁছতে পারেনি, এ বার সেই ট্রফি জয়ই হবে একমাত্র মন্ত্র।

মঙ্গলবার ৭৯ মিনিটে ইন্টারের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন পরিবর্ত হিসেবে খেলতে নামা মার্কো আর্নাতোভিচ। ৩৪ বছরের ফরোয়ার্ড গত মরসুমে হতাশাজনক ফুটবল খেলার পরে চলে গিয়েছিলেন রিজার্ভ বেঞ্চে। মঙ্গলবার তাঁকে নতুন জীবন দিলেন ইনজাঘি। ম্যাচের পরে তিনি বলেছেন, ‘‘ওর প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা ছিল। হয়তো গত মরসুমে ও প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারেনি সমর্থকদের, তবে এমন হতেই পারে। ওর থেকে আমরা পরবর্তী সময় আরও এমন গোল চাই। আমার বিশ্বাস, ও পারবে।’’ কোচের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন আর্নাতোভিচ। তিনি বলেন, ‘‘আমিও মনে করি, গত মরসুমে যে বিশ্রী ফুটবল খেলেছি, তার ফলে দল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আইপিএলে ঘরের মাঠে দু'টি ম্যাচ খেলতে পারবে না সৌরভের দল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার ঘোষণা করা হয়েছে আইপিএলের আংশিক সূচি। প্রথম ১৭ দিনের সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানেই দেখা গিয়েছে, নিজেদের প্রথম দু'টি ম্যাচ ঘরের মাঠে খেলতে পারবে না দিল্লি ক্যাপিটালস। তাদের খেলতে হবে বিশাখাপত্তনমে। এই দিল্লি দলের মেন্টর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কেন তাঁদের ঘরের মাঠে খেলা হবে না? দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম বহু বছর ধরেই ক্যাপিটালসের ঘরের মাঠ। আইপিএলের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্য বোর্ডের অনুরোধে মাঝেসাঝে অন্য মাঠে গিয়ে নিজেদের ‘হোম ম্যাচ’ খেললেও এ বার তেমন কোনও ব্যাপার নেই। এ বার আইপিএল-বহির্ভূত কারণে ম্যাচ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আসলে মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগের (ডব্লিউপিএল) দ্বিতীয় দফার খেলাগুলি হবে দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে। ৫ থেকে ১৭ মার্চ খেলা হবে। তার মধ্যে এলিমিনেটর এবং ফাইনালও রয়েছে। ১৭ মার্চ ফাইনাল হওয়ার পর এত দ্রুত দিল্লির মাঠ আইপিএলের জন্য তৈরি করা যাবে না বলে জানানো হয় বোর্ডের কাছে। দিল্লি ক্রিকেট সংস্থার (ডিডিসিএ) আধিকারিকেরা চিঠি লেখেন বোর্ডকে। সেই আবেদন মেনে নেওয়া হয়েছে।

বোর্ডের এক কর্তা বলেছেন, ত্ডব্লিউপিএল ম্যাচের পর মাঠ তৈরি করার জন্য কিছুটা সময় দেওয়া দরকার ছিল। সেটাই করা হয়েছে।দ ফলে আগামী ৩১ মার্চ চেন্নাই সুপার কিংস এবং ৩ কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ দু'টি বিশাখাপত্তনমে খেলবে দিল্লি। বাকি সাতটি ‘হোম ম্যাচ’ দিল্লিতেই আয়োজন করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

নেমারের টাকায় মামলা লড়েও পার পেলেন না ধর্ষণের দায়ে মেসির প্রাক্তন সতীর্থের সাড়ে চার বছরের জেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্রাজিলের ফুটবলার দানি আলভেসকে দোষী সাব্যস্ত করল স্পেনের আদালত। সাড়ে চার বছরের জেল হল তাঁর। কাতার বিশ্বকাপে খেলা আলভেসের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল। বার্সেলোনার এক নাইটক্লাবে তিনি ধর্ষণ করেছিলেন বলে অভিযোগ। সেই মামলায় বৃহস্পতিবার রায় দিল স্পেনের আদালত।

বার্সেলোনার প্রাক্তন ফুটবলারের বিরুদ্ধে ২০২২ সালে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল। আলভেস যদিও সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন। ২০২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর বার্সেলোনার এক নাইটক্লাবের শৌচালয়ে ওই মহিলাকে ধর্ষণ করেছিলেন বলে অভিযোগ আলভেসের। গত বছর ২০ জানুয়ারি গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। ক্যাটালান পুলিশের তরফে জানানো হয়েছিল যে, ২ জানুয়ারি তাদের কাছে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ করেছিলেন এক মহিলা। তিনি জানিয়েছিলেন যে, আলভেস তাঁকে আপত্তিকর ভাবে ছুঁয়েছেন। পুলিশের কাছে করা রিপোর্টে বলা হয় যে, ওই মহিলার প্যান্টের ভিতরে হাত ঢোকান আলভেস।

অন্য দিকে, স্ত্রী দিনোরাহ সান্তানার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের মামলার জন্য আলভেসের সব সম্পত্তি আপাতত বাজেয়াপ্ত রয়েছে। ফলে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে পারছেন না তিনি। এই পরিস্থিতিতে প্রাক্তন সতীর্থদের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন ব্রাজিলীয় ফুটবলার। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন নেমার। প্রাক্তন সতীর্থকে তিনি ১ লাখ ৫০ হাজার ইউরো (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১ কোটি ৩৬ লাখ টাকা) পাঠিয়েছিলেন।

এই প্রথম নয়, নেমার আগেও আলভেসকে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর হয়ে আইনি লড়াই চালানোর জন্য নিজের বাবার সংস্থার এক প্রবীণ আইনজীবীকে নিযুক্ত করেছিলেন। আলভেসের বিরুদ্ধে আদালতে ভরণপোষণের খরচ না দেওয়ার অভিযোগ করেছিলেন তাঁর স্ত্রী সান্তানা। দুই মামলায় জর্জরিত বন্ধুর পাশে আরও এক বার দাঁড়িয়েছিলেন নেমার। কিন্তু তাতে আলভেস শাস্তি এড়াতে পারেননি। যদিও তাঁর শাস্তির বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন আলভেস।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**